স্টারস শাইন ডাউন

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

বোয়িং ৭২৭.......................................2
লারার নজর নিউইয়র্ক 150
লন্ডন এয়ারপোর্ট.......................................232
দুঃসংবাদটা পৌঁছালো.......................................290

বোয়িং ৭২৭

নান্দীমুখ : এ হল এক অসামান্যা সুন্দরী রমণী এবং তার তিন পুরুষ প্রেমিকের রহস্য রোমাঞ্চে ভরা গল্প। মেয়েটির নাম লারা ক্যামেরন। নিন্দুকেরা বলে থাকে, শুধু রূপের মহিমা দিয়ে সে যে কোনো চতুর পুরুষের মন ভোলাতে পারে।

জীবনে চলার পথে তিন তিনজন পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সে আসে।

তার প্রথম প্রেমিকের নাম সিন ম্যাক অ্যালিস্টার। এরপর পল মার্টিন, সবশেষে ফিলিপ অ্যাডলার।

তিন পুরুষ স্ব-ক্ষেত্রে সম্রাট হয়ে বিচরণ করেছে এই পৃথিবীর বুকে। এদের নিয়ে ভালোবাসার আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়েছে বেচারী লারাকে।

শেষপর্যন্ত প্রেম কি নিঃশব্দ চরণে এসেছিল তার জীবনে? আরও একজন পুরুষ গোপনে ভাললাবেসেছিল লারাকে। অথচ কি অবাক, মনের এই ভাবনার কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করেনি সে কখনও।

কে সেই চতুর্থ পুরুষ? সে হল হাওয়ার্ড কেলার।

তারপর? তার আর পর নেই–আছে এক মহান থ্রিলার লেখকের অসাধারণ শব্দলহরী। আসুন চোখ বন্ধ করে আমরা এই চক্রবুহে প্রবেশ করি, যেখানে ঢুকলে বেরিয়ে আসার পথ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

.

প্রথম পর্ব। প্রথম অধ্যায়।

১০ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯২, রাত ৮টা।

বোয়িং ৭২৭ হারিয়ে গেছে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের আড়ালে। রূপালী পালক বুঝি ভেসে চলেছে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে। পাইলটের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল মিস ক্যামেরন, আপনার সিটবেল্ট ঠিকমতো বাঁধা আছে তো?

মিস ক্যামেরন এতক্ষণ স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছিলেন। হঠাৎ সেই স্বপ্নটা তার ভেঙ্গে গেল। তিনি জানতে চাইলেন কি হয়েছে?

মন হারিয়ে গেছে কোথায় কেউ জানে না। এত সুখময় মুহূর্ত বোধহয় এর আগে আসেনি তার জীবনে।

লাউড স্পীকারে কণ্ঠস্বর শোনা গেল মিস ক্যামেরন, আমরা ঝড়ের মুখে পড়েছি, আপনি ঠিক আছেন তো?

আচ্ছন্নের মতো জবাব দিলেন মিস ক্যামেরন–ভয় নেই, আপনাকে অযথা চিন্তা করতে হবে না মিঃ পাইলট, আমি ভালো আছি।

ঝড়? তার মানে? প্লেনটা কি হঠাৎ ভেঙে পড়বে নাকি? ভাবতে কিছু আর ভালো লাগছে না মিস ক্যামেরনের। একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে।

অতীতের বছরগুলো এত দ্রুত কেটে গেছে, মনে হয় চলচ্চিত্রের এক একটি দৃশ্যপট। এমন কিছু ঘটনা যা ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। শেষপর্যন্ত বিরাট ঝুঁকির সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে একা একা। তারপর?

হঠাৎ ককপিটের দরজাটা খুলে গেল। পাইলট ঢুকে পড়ল কেবিনের মধ্যে। তাকাল লারার মুখের দিকে। আঃ, ভদ্রমহিলা এত সুন্দরী? উজ্জ্বল কালো চুল নেমে গেছে কাঁধের দুপাশে। চোখ দুটিতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জ্বলজ্বল করছে। রেনো থেকে প্লেন ছাড়ার আগে ওই ভদ্রমহিলা একবার পোশাক বদলেছিলেন। এখন তার শরীরে সাদা রঙের গাউন, কাঁধের দিকটা উন্মুক্ত, নরম কামনামদির শরীরের বাঁকে বাঁকে প্রলোভনের হাতছানি। গলাতে হীরে আর চুনীর নেকলেস।

বিপদের প্রাক মুহূর্তে উনি এমন শান্ত আছেন কি করে? গত কয়েক মাস ধরে ওকে নানাধরনের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। খবরের কাগজওয়ালারা লারার গভীর গোপন জীবনের দিকে বিষ তীর ছুঁড়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও উনি একইরকম নির্বিকার চিত্তে সব প্রতিকূল অবস্থা সামলে নিয়েছেন।

মিস ক্যামেরন পাইলটকে বললেন–ফোনটা ঠিকঠাক কাজ করছে তো?

-নাহ, মনে হচ্ছে সেটা ঠিক নেই।

মিস ক্যামেরনের মনের মধ্যে আবার অন্য একটা ভাবনার উদয় হল। জন্মদিনের পার্টি কখন শুরু হবে? নিমন্ত্রিত অতিথিরা নিশ্চয়ই সেখানে এসে গেছেন।

প্রচুর গণ্যমান্য অতিথি আসবেন, আসবেন ইউনাইটেড স্টেটসের ভাইস প্রেসিডেন্ট, নিউ ইয়র্কের গভর্ণর এবং মেয়র, হলিউডের বিখ্যাত বাসিন্দারা, অ্যাথলিট এবং গোটা ছয়েক রাষ্ট্রের ধনী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা।

মিস ক্যামেরন প্রত্যেকের নামে চোখ বুলিয়ে তবে অনুমতি দিয়েছেন। মেঘের ভেতর দিয়ে প্লেনটা এগিয়ে চলেছে। ক্যামেরন প্লাজার সেই গ্র্যান্ড বলরুমটা চোখে ভেসে উঠল মিস ক্যামেরনের। আহা, ঝাড়বাতির আলোয় উদ্ভাস চারপাশ। কুড়িটা টেবিলে ২০০ জন অতিথির বসার জায়গা। প্রত্যেকটা টেবিল সুন্দর করে সাজানো। খাওয়া দাওয়ার এলাহি আয়োজন, মিস ক্যামেরনের চল্লিশতম জন্মদিন। ডিনারের প্রতিটি পদ তিনি নিজে হাতে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

লা গার্ডিয়াসে যখন প্লেনটা নামলো তখন দেড় ঘন্টা দেরী হয়ে গেছে। এই প্লেনটা লারার একান্ত নিজস্ব। পাইলটের দিকে তাকিয়ে লারা বললেন, রজাক, আজই আমরা রেনোতে ফিরে যাব।

রজাক জবাব দিল–আমি এখানেই থাকবো। লারার একটা দামী লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার সেটা নিয়ে অপেক্ষা করছে। লারাকে দেখে ড্রাইভার বললো, আপনার জন্য চিন্তায় ছিলাম।

–হ্যাঁ, ঝড়ের মুখে পড়েছিল প্লেনটা। তাড়াতাড়ি চল।

লিমুজিনে স্টার্ট দিল ড্রাইভার। জেরী টাউনসেন্ডের নম্বরে ডায়াল করলেন। এই পার্টির র দায় দায়িত্ব জেরীর ওপর দেওয়া হয়েছে। রিসিভারটা কিছুক্ষণ ধরে রইল লারা। ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। জেরী তাহলে বলরুমে আছে কি?

লারা বললেন তাড়াতাড়ি চল ম্যাক। লিমুজিন দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। হোটেল ক্যামেরন প্লাজার চারদিকের দৃশ্যাবলী লারাকে সবসময় মুগ্ধ করে। মুখমন্ডলে ফুটে ওঠে পরিতৃপ্তির আমেজ। কিন্তু এখন তার মনের ভেতর উদ্বেগের নানা উত্তেজনা। গ্র্যান্ড বলরুমে সবাই বোধহয় এসে গেছেন।

হোটেলের ভেতর ঢুকে প্রকাণ্ড লবি। তারা হাঁটছিলেন, কিছুদূর যেতেই অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার কালোস এগিয়ে এসে বলল ক্যামেরন...

–একটু দেরী হয়ে গেছে।

লারা বুঝি অনুতপ্ত। গ্র্যান্ড বলরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাবলেন এখনই

সকলের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু এ কী? চারপাশে এমন অন্ধকার কেন? আলো জ্বলে উঠলো লারার নরম আঙুলের ছোঁয়ায়। লারা অবাক হয়ে দেখলেন একজন মানুষ কোথাও নেই। নির্জন বলরুমে তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মতো।

তাহলে? কোথাও কোনো ভুল হয়েছে কি? আমন্ত্রণের কার্ডে রাত ৮টা লেখা ছিল। এখন প্রায় ১০টা বেজেছে। এইটুকু দেরী হয়েছে আর সকলে বাতাসে মিলিয়ে গেছেন? চোখ বন্ধ করলেন লারা, গত বছরের ছবি ভেসে উঠলো। ঠিক এই সময় হাসিতে গানে শুভেচ্ছা বার্তায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল এই বিশাল হলখানি। আর আজ...

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

গত বছর আগে থেকেই অনুষ্ঠান সূচী ঠিক করা ছিল, লারা নিজে লিস্ট দেখে অনুমোদন করেছিলেন–কখন কি হবে সবকিছু।

ভোর থেকে লারা ট্রেনারের অপেক্ষাতে তৈরি ছিলেন। ট্রেনারের আসতে একটু দেরী হয়েছিল। তারা বললেন তুমি রেডি করেছ?

–দুঃখিত মিস ক্যামেরন, আমার ঘড়িটা...।

–ঠিক আছে, আজকের দিনটা আমি খুবই ব্যস্ত।

ট্রেনার কেন-এর সাহচর্যে লারার ট্রেনিং শুরু হল। ট্রেনার ওর দেহের গঠনশৈলী দেখে খুবই মুগ্ধ। লারাকে দেখে মনে হয় না এতগুলো বসন্ত তিনি অতিক্রম করেছেন। কেন লারাকে শুধু যে শরীরের দিক থেকে ভালোবাসে তা নয়। লারার প্রচণ্ড আকর্ষণ সে এড়াতে পারে না। আজ লারার জন্মদিন, কিছুক্ষণ বাদে ট্রেনিং শেষ হল, বলল–আমি আপনার প্রোগ্রাম দেখতে যাচ্ছি।

লারা জানতে চাইলেন কীসের প্রোগ্রাম?

–কেন মর্নিং আমেরিকা!

–ওঃ একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

লারা তখন জাপানী ব্যাঙ্কারের সঙ্গে আলোচনার বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলেন।

কেন বলল–এখন চলি কেমন?

লারা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন। স্টাডি রুমে এলেন। সেক্রেটারীকে ফোন করলেন আমি অফিস থেকে ওভারসীজ কল করতে চাই–একটু পরে বললেন ৭টার সময় এবি তে থাকবো। ম্যাক্স যেন গাড়ি গিয়ে আসে।

মর্নিং আমেরিকার বিভিন্ন অংশ ভালোভাবেই শেষ হয়েছিল। ইন্টারভিউ নিয়েছিল জোহান লান্ডেড। লারা ক্যামেরসর আকাচুম্বী অট্টালিকা কত বছরের মধ্যে শেষে হয়ে যাবে লারা

সেটা জানিয়েছিলেন। এমনকি কিভাবে তিনি তার তনুবাহারকে এত সুন্দর ঝকঝকে রেখেছেন, সেই গোপন খবরটাও বলে দিয়েছিলেন।

রিয়েল এস্টেটের ডেভলেপার হিসাবে লারা অসাধারণ সাফল্য পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাকে কিছু বলতে হল। তারপর জাপানী ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে অ্যাপয়ন্টমেন্ট ছিল। শেষপর্যন্ত লারা সিক্সথ এ্যাভিনিউতে ক্যামেরন সেন্টারে পৌঁছে গেলেন। এখানে একটা হোটেল কমপ্লেক্স তৈরি হতে চলেছে, জাপানী বিয়োগকারীরা ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে রাজী হয়েছেন।

লারা এলেন জেরী টাউনসেন্ড-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য। জেরী ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের জনসংযোগ অফিসার। লম্বা ছিমছাম চেহারা, একসময় হলিউডের ফিল্ম দুনিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন।

জেরী লারাকে অভ্যর্থনা জানাল। মর্নিং আমেরিকার ইন্টারভিউটা খুবই ইন্টারেস্টিং হয়েছে বলল।

ক্যামেরন টাওয়ার্সের ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দিতে বললেন লারা। প্রতিটি সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকাতে এ বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। কারণ এটি হতে চলেছে পৃথিবীতে সব থেকে উঁচু বাড়ি। লারা চাইছেন জনসাধারণ এই ব্যাপারে তাদের মতামৃত পেশ করুক। তিনি সবকিছু ভোলাখুলিভাবে বলবেন। তিনি চাইছেন জনগণ যেন অ্যাপার্টমেন্টটা শপের জন্য আবেদন করে।

ইতিমধ্যে একজিকিউটিভ অ্যাসিন্ট্যান্ট ক্যাথি এসে হাজির হল। বয়স ত্রিশের কম। কালো চামড়ার সঙ্গে শারীরিক সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ক্যাথিকে নিয়ে লারা ক্যামেরন রিপোর্টারের সঙ্গে আলোচনায় বসে গেলেন। কথা এগিয়ে চলল। একটির পর একটি ঘটনা কেমনভাবে ঘটে চলবে, লারা চোখ বন্ধ করে তা দেখতে চাইলেন। রোমিং কমিশনের লোকজনদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে, মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আছে বিকেল ৫টাতে, তারপর? তারপর লারার জন্মদিনের অনুষ্ঠান। লারা বুঝতে পারলেন তার ওপর খুবই চাপ পড়বে।

লারা ক্যামেরনের অনুমতি নিয়ে ক্যাথি বেরিয়ে এল। লারার সঙ্গে তার একটা সুন্দর সম্পর্ক। যখন সে প্রথম ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজে চাকরি করতে এসেছিল তখন অনেকেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। তারা বলেছিল লারা বুদ্ধিমতী ভয়ংকরী। ও যে কোনো মানুষকে জীবিত অবস্থায় চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এখানে এসে লারার সংস্পর্শে কেমন যেন পাল্টে গেছে ক্যাথি। লারা তার কাছে ভালোবাসার প্রতীক ছাড়া আর কিছুই। নয়।

লারা ক্যামেরনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারটা বেশ মনে পড়ে ক্যাথির, গোটা দুয়েক ম্যাগাজিনে লারা ক্যামেরনের ছবি সে দেখেছিল। ভদ্রমহিলা যে আসাধারণ সুন্দরী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লারা বলেছিলেন–বোসো, তুমি এখনও কিন্তু কিন্তু করছো কেন? তুমি কি জানো তোমার কি করতে হবে? আমার আরও অনেক সেক্রেটারী আছে, তাদের মধ্যে দুজন সম্প্রতি ছেড়ে দিয়েছে, তাই তোমার ওপর একটু বেশি কাজের চাপ পড়বে। তুমি পারবে তো?

ক্যাথি জবাব দিয়েছিল–হ্যাঁ, আমি পারবো।

লারা বলেছিলেন–এবার মনে হয় আর কোনো প্রশ্ন নেই, তুমি কাল থেকেই জয়েন্ট করতে পারো। তবে তোমাকে এক সপ্তাহ ট্রায়ালে রাখা হবে। আর তোমাকে একটা ফর্মে। সই করতে হবে, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। বই পড়া বা অন্য কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হলেও আমার পারমিশন নিতে হবে। আশা করি তুমি বুঝতে পারছো?

–বুঝেছি, ক্যাথি জবাব দিয়েছিলেন।

–ঠিক আছে, লারা নিষ্ঠুর ভাবে বলেছিলেন। ক্যাথি বেরিয়ে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। সেটা পাঁচ বছর আগের ঘটনা। এরপর থেকে লারার সঙ্গে ক্যাথির সম্পর্কটা একটা অদ্ভুত কুহক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। পাঁচ বছরের মধ্যে ক্যাথি লারার অসম্ভব অনুগত হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে স্বামীকে সে লারার কথা বলে। তারা দেখতে অসম্ভব সুন্দরী, যেকোনো মানুষের থেকে বেশি পরিশ্রম করতে পারেন। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন লারা ক্যামেরন কখন ঘুমোত যান।

অনেক কাজ বাকি আছে ক্যাথির, কয়েকটা ওভরসীজ কল আর ফ্যাক্স বাকি ছিল। সেগুলো শেষ হল, এবার লারা ইন্টারকমে চার্লি হান্টারকে ডাকলেন।

চার্লির বয়স কম। উচ্চাকাঙ্খী যুবক, এ্যাকাউন্টসের কাজে আছে। সে এসে বলল, কিছু বলছেন মিস ক্যামেরন?

–নিউইয়র্ক টাইমসে তুমি যে ইন্টারভিউ দিয়েছে সেটা আমি পড়েছি, লারা বললেন। চার্লির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

–আমি এখনও দেখিনি কেমন হয়েছে?

–তুমি ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের কিছু সমস্যা সম্পর্কে বলেছে?

এই কথা শুনে চার্লির চোখ কুঁচকে গেল। সে বলল, আপনি তো জানেন ম্যাডাম, সাংবাদিকরা ইচ্ছে করে কতো কিছু লেখে।

–তুমি উত্তেজিত হয়েছে?

–আমি! চার্লি তোতলাতে থাকে।

লারা নির্বিকার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন–তোমাকে আমি একটা শর্তাবলীর কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলাম, আশাকরি তুমি তা ভুলে যাওনি, অনেকগুলি শর্তের মধ্যে একটি লেখা ছিল তা হল তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে কাউকে সাক্ষাৎকার দিতে পারবে না।

চার্লি দাঁড়িয়ে রইল। লারা বললেন–আমি আশা করব তুমি সকালবেলা এখান থেকে চলে যাবে।

–আমি...আমার জায়গায় কে আসবে?

লারা বললেন–আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

চার্লি হান্টার লারাকে একবার দেখলো, নিঃশব্দে মাথা নিচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। ||||||||| —

লাঞ্চও প্রায় শেষ হবার মুখে। ফরচুন পত্রিকার রিপোর্টার হিউজ থমসন চারদিকে তাকাচ্ছিল। বাদামী চোখ জোড়ার ওপরে শৌখিন চশমা। একটু থেমে সে বলল, দারুন লাঞ্চ, সব ডিশগুলিই আমার প্রিয়, ধন্যবাদ।

লারা বললেন–আমার দেওয়া লাঞ্চ আপনার ভালো লেগেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

–আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করলেন কেন?

লারা হেসে জবাব দিলেন–এতে তো আমার কোনো সমস্যা হয়নি। তারপর আরো বললেন–আমার বাবা বলতেন কোনো মানুষের পাকস্থলীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আমরা অত্যন্ত সহজ উপায়ে তার হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যাব।

হিউজ থমসন এবার হাসল। বলল–ম্যাডাম তাহলে ইন্টারভিউ-এর আগেই আপনি আমায় হৃদয় পেতে চান।

লারা বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

–আপনার কোম্পানীর আসল সমস্যা ঠিক কতখানি?

এই কথা শুনে লারার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা বললেন, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ ইন্টারভিউয়ার।

হিউজ থমসম বলল–আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, ব্যাপারটা আর গোপন রাখতে পারবেন না। অনেকেই জানে আপনার সম্পত্তি এখন চলে যাবার মুখে। বাজারে অনেক দেনা হয়েছে, মার্কেটের অবস্থা এই মুহূর্তে ভালো নয়। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারে ছাওয়া–একথা কি অস্বীকার করা যায়?

হিউজের এই কথা শুনে লারা হেসে উঠলেন। তিনি বললেন–এ সমস্ত কথা তাহলে এখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে? মিঃ থমসন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুদ্ধিমান। এসব গুজবে বিশ্বাস করছেন কেন? আমি আপনাকে সব বলব। আমার ফিনান্সিয়াল সব রেকর্ডও। আপনাকে দেখাবো।

–আচ্ছা মিস ক্যামেরন, নতুন হোটেলটা উদ্বোধনের সময় আপনার স্বামীকে কোথাও দেখলাম না কেন?

লারা এবার যেন লজ্জায় পড়লেন। বললেন, ফিলিপের থাকার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওকে কনট্রাক্ট ট্যুরে যেতে হল তাই।

–আচ্ছা আমি বছর তিনেক আগে একবার পোগাম দেখেছিলাম, দিব্যি চমৎকার লেগেছিল। ওঁর মধ্যে অনেক প্রতিভা লুকোনো আছে। আচ্ছা লারা, একবছর আগে আপনি ওকে বিয়ে করেছেন তাই তো?

লারা বললেন–হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, আমার জীবনের সবথেকে আনন্দের সেই মুহূর্তটি। আমি খুবই সৌভাগ্যবতী, বিভিন্ন জায়গাতে আমাকে যেতে হয়, ফিলিপকেও যেতে হয়। কিন্তু যখন আমরা দুজন একসঙ্গে থাকি না তখন আমি ওর রেকর্ডিং শুনি। আমি যেখানেই যাই না কেন, ওর রেকর্ড আমার সঙ্গে থাকে।

থমসন হেসে উঠল। বলল, ঠিক বলেছেন ক্যামেরন, উনিও যখন যেখানে থাকেন তখন আপনার তৈরি করা বিল্ডিংগুলো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাই তো?

হিউজের কথায় লারা হেসে উঠলেন। বললেন–এবার আপনি আমার প্রশংসা করতে শুরু করেছেন কিন্তু।

–তা কেন? বিভিন্ন জায়গাতে আপনার হাতে তৈরী বিল্ডিং আছে। অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস, হোটেল আরও কত কি। আপনি কেমন করে সব বিল্ডিংগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন।

লারা জবাব দিলেন–আয়নার মাধ্যমে।

–আপনি কিছুটা বিহ্বল হয়ে গেছেন।

–তাই নাকি?

–এই মুহূর্তে নিউইয়র্কে আপনি সবথেকে সফলতম এস্টেট বিল্ডার। এই শহরে অর্ধেক রিয়েল এস্টেটে আপনার নাম খোদাই করা আছে। পৃথিবীর সব থেকে উঁচু

স্কাইক্যাপারটা আপনারই তৈরি। আপনার প্রতিযোগীরা আপনার কি নামকরণ করেছেন তা জানেন কী?

লারার মুখের দিকে তাকিয়ে হিউজ বলল–লোহার প্রজাপতি। পুরুষরা যে পথে পা দিতে তিনবার চিন্তা করেন, নারী হয়ে আপনি অনায়াসে সেই পথে হাঁটেন কি করে?

–এটাই কি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে মিঃ থমসন?

–মোটেই না, মিস ক্যামেরন, লোককে সম্পূর্ণ বুঝে ওঠার আগে পর্যন্ত আমি অস্বস্তিতে : থাকি না। আমি জানি আপনি একজন সুদক্ষ এবং বুদ্ধিমতী ব্যবসায়ী। আপনাকে এখনও পর্যন্ত তেমন সংকটে পড়তে হয়নি। এ লাইনে যারা আছেন তারা অন্ধকার জগতের লোক। আপনি কিভাবে তাদের কাজে লাগাচ্ছেন?

মিস ক্যামেরন বললেন–সিরিয়াসলি বলছি, আমার এই কাজের জন্য যাকে যোগ্যতম বলে মনে করি তাকেই নিয়ে নিই। তাছাড়া আমি খুব ভালো বেতনও দিয়ে থাকি।

থমসন মনে মনে ভাবল, এত কঠিন বিষয়টাকে মিস ক্যামেরন কত সহজ করে নিলেন। আসল কথা তিনি বোধহয় বলতে চাইছেন না। থমসন এবার প্রসঙ্গ পাল্টাবে। সে বলল, আমি যতগুলো ম্যাগাজিন দেখেছি, প্রত্যেকটিতে আপনার সাফল্য বড়ো বড়ো করে লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি এর আড়ালে কিছু অন্ধকার দিক আছে। দোহাই লারা, আপনি কি আপনার ফেলে আসা দিনযাপনের সহজ সরল স্বীকারোক্তি আমার সামনে রাখবেন? আপনার ব্যক্তিগত কাহিনী আমি শুনতে চাই, আপনার অতীত সম্পর্কে বিশেষ লেখা কোথাও হয়নি।

লারা বললেন–আমার অতীত নিয়ে আমি গর্ববোধ করি।

–তা ভালো! আমাকে সেই ব্যাপার কিছু বলুন। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসাতে আপনি কি করে এলেন?

লারার হাসিটা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। বাচ্চা মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল তাকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন আপনার জিন? লারা জিন তুলে দিলেন হিউজের হাতে।

তারপর পিছনের একটা ছবির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। দেওয়ালে টাঙানো আছে ওয়েলপেন্টিংটা। সুন্দর দেখতে এক পুরুষের ছবি। মাথার চুলটা রূপালী, চোখ মুখে প্রত্যয়ের ছাপ। লারা বললেন–উনি হচ্ছেন আমার বাবা জেমস হিউজ ক্যামেরন। আমার সাফল্যের জন্য তিনি সব থেকে বেশি দায়ী। আমি তার একমাত্র সন্তান। আমার যখন খুবই কম বয়স অর্থাৎ আমি চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরী তখন আমার মায়ের মৃত্যু হয়। বাবা যদি তখন মায়ের স্নেহ দিয়ে আমাকে বড়ো করে না তুলতেন তাহলে আমি আজ এই চেয়ারটায় বসতে পারতাম না। আমার পুরো পরিবারের লোকজন অনেক আগেই স্কটল্যান্ড থেকে চলে এসেছিলেন। আমার বাবা উদ্বাস্তু হিসাবে এসেছিলেন নিউ স্কটল্যান্ডের নোভাসকটিয়া অঞ্চল থেকে। জায়গাটির নাম গ্রেস বে।

হিউজ থমসন জিজ্ঞাসা করলেন। ||||||||| -গ্রেস বে?

লারা বললেন, কেপ্টরেটর্নের উত্তর-পূর্বদিকের একটা গ্রাম। সেখানে মূলতঃ জেলেরা বসবাস করে। আটলান্টিকের উপকূলে। জায়গাটার নাম ফরাসী আবিষ্কারকের দেওয়া। এর অর্থ হল আইস বে। আপনি কি একটু কফি খাবেন?

–না ধন্যবাদ। সংক্ষেপে জবাব দিল হিউজ।

–আমার দাদু স্কটল্যান্ডে অনেকটা জমি কিনেছিলেন। আমার বাবা সেটাকে আরও বাড়িয়েছেন, তিনি ছিলেন বেশ ধনী। নামদ্রি বলে একটা জায়গা আছে সেখানে আমার বাবা একটা ক্যাসেল তৈরি করেছিলেন। আমি যখন মাত্র আট বছরের বালিকা তখন আমার একটা নিজের ঘোড়া ছিল। আমার পোশাক-আশাক আসতো লন্ডন থেকে। বিরাট বড়ো অট্টালিকাতে আমি থাকতাম। অসংখ্য চাকর বাকর ছিল আমার সেবাযত্ন করার জন্য। যে কোনো একজন বালিকার পক্ষে এই জীবনযাপন বোধহয় রূপকথার গল্প।

লারা ক্যামেরনকে দেখে মনে হল যে তিনি সত্যি সত্যি অতীতে ডুব দিয়েছেন। চোখ দুটোতে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব জেগেছে। ধীরে ধীরে লারা বলতে লাগলেন শীতকালে আমরা আইস্কেটিং করতে যেতাম। আইস হকি দেখতাম, গ্রীষ্মে গ্রেস বে-তে গিয়ে সাঁতার কাটতাম সবাই মিলে। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যেবেলায় নাচের আসর বসতো।

লারা বলে যাচ্ছেন, মিঃ থমসন নোট নিচ্ছেন। লারা বলতে লাগলেন–এডমন্টেরোতে আমার বাবা একটা বাড়ি করেছিলেন। ক্যালগ্যোরি এবং ওনটারিতেও বাড়ি তৈরি হয়েছিল। বাবার রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা ছিল। পরে এই ব্যবসাতে তিনি খুব একটা মনযোগ দিতেন না। তার কাছে এই ব্যবসাটা ছিল জুয়া খেলার মতো। শেষপর্যন্ত উনি

এই ব্যবসাটাকে ভালোবেসেছিলেন। আমি যখন একটু বড় হলাম, তখন উনি আমার মাথার ভেতরে ব্যবসার পোকা ঢুকিয়ে দেন। ধীরে ধীরে আমি এই ব্যবসাটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, এখন আমার অতীত ভবিষ্যত সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই ব্যবসাটি।

লারার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। লারা বললেন–আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ থমসন, আমি মানুষের মাথার ওপর ছাদের আড়াল দিতে চাইছি। বিভিন্ন জায়গাতে আমি তাই করছি। সকলে যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে এবং নিশ্চিন্তে কাজকর্ম করতে পারে সেটা করাই আমার এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারটা আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি বলে মনে হয়।

হিউজ বলল–আচ্ছা মিস ক্যামেরন, আপনার সব থেকে প্রথম রিয়েল এস্টেটটা কোথায় তা আপনার মনে আছে কি?

লারা বললেন–নিশ্চয়ই, সেটা ছিল আঠারোতম জন্মদিন। আমার বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি ধরনের উপহার আমার পছন্দ। তখন গ্রেস বে-তে অসংখ্য মানুষের আগমন ঘটেছিল। পুরো জায়গা জুড়ে ক্রমশ ভীড় বাড়ছিল। আমার মনে হয়েছিল সকলের জন্য আরামপ্রদ ছোট একটা বাসস্থান চাই। আমি বাবাকে বলেছিলাম উপহার হিসাবে আমি একটা ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং তৈরি করতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন। সবটাই জন্মদিনের উপহার হিসাবে। দুবছর বাদে আমি আমার বাবাকে পুরো টাকাটা ফেরত দিতে সমর্থ হয়েছিলাম।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন লারা ক্যামেরন। এরপর বললেন–এবার আমি দ্বিতীয় বিল্ডিং তৈরিতে হাত দিলাম। ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ ধার করেছি। যখন আমার বয়স একুশ তখন আমি তিন তিনটে বিল্ডিং তৈরি করে ফেলেছি। প্রত্যেকটা বিল্ডিং থেকে বহু লাভ হয়েছে।

–হুঁ, থমসন বলল, আপনার বাবা নিশ্চয়ই এর জন্য গর্ববোধ করেছিলেন।

লারা হেসে উঠলেন, নিশ্চয়ই, উনি আমার নাম রেখেছিলেন লারা, এটা একটা পুরনো স্কটিশ শব্দ। এর উৎস ল্যাটিন শব্দ, এর অর্থ হল বিখ্যাত, আমি যখন কিশোরী তখন আমার বাবা ভবিষ্যৎবাণী করে বলতেন–আমি একদিন খুব বিখ্যাত হব।

হঠাৎ থেমে গেলেন লারা ক্যামেরন। মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন এরপর আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। অত্যন্ত কম বয়েসে ওর মৃত্যু হয়। প্রত্যেক বছর স্কটল্যান্ডে ওর সমাধিস্থলে যাই। বাবাকে ছাড়া ওখানে থাকাটা কোনমতেই সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি চিকাগোতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। কয়েকটা বুটিক হোটেল খুলবো এমন একটা ইচ্ছা ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথার মধ্যে। একজনকে পাকড়াও করলাম, প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় হয়ে গেল, সফল হলাম ওই ব্যবসায়।

এবার থেমে গেলেন লারা। হিউজের মুখের দিকে তাকালেন। লারা বলতে লাগলেন–আমি আমার একার জন্য এতকিছু করেছি। যত জন পুরুষকে এযাবৎ দেখেছি তার মধ্যে জেমস ক্যামেরন অর্থাৎ আমার বাবা ছিলেন খুবই আশ্চর্যজনক ব্যক্তি। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমি এই কাজটা করেছি।

–আপনি নিশ্চয়ই আপনার বাবাকে খুবই ভালোবাসতেন?

–হ্যাঁ, তিনিও আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

লারা মৃদু হাসলেন, বললেন–আমি যেদিন জন্মেছিলাম আমার বাবা গ্রেস বের। প্রত্যেকটি মানুষকে পানভোজনের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

হিউজের গলায় তখন বিনয়ের সুর-গ্রেস বে-তে সবকিছু আরম্ভ হয়েছে?

–হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, লারা মৃদু স্বরে বললেন, গ্রেস বে-তে সবকিছু আরম্ভ হয়েছে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে।

.

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রেস বে, নোভাসকটিয়া।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২।

একটা গণিকালয়ে বসে জেমস ক্যামেরন মদ খাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ সেই রাতে তার স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

জেমস আরাম করছিলেন, মুখের ভেতর স্যান্ডুউইচের টুকরো। তখনই ওই লাল আলোর ম্যাডাম ক্রিস্টি দরজার কাছে এসে সুরেলা গলায় ডাকলেন-জেমস ভেতরে আসবো?

ক্রিস্টি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঠিক তখনই জেমস খেঁকিয়ে উঠলেন–কোথাও কি একটুও গোপনীয়তা রাখা যাবে না?

–তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত জেমস। আসলে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে এসেছি।

গর্জন করে উঠলেন জেমস ক্যামেরন–আঃ, আমাকে বিরক্ত কোরো না।

জেমস ক্যামেরনের কথা শেষ হল না, ক্রিস্টি হাসি মুখে বলল–তোমার স্ত্রী তোমার সন্তানের মা হয়েছে।

–তাতে আর নতুন খবর কি? এর জন্য আমার মুডটা নষ্ট কোরো না তো। ক্রিস্টি বলল–আমি এসেছি অন্য কারণে।

–কারণটা কি?

–ডাক্তার তোমাকে ডেকেছে, তোমার স্ত্রীর শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। তুমি এখন একবার যাও।

এই কথা শুনে জেমস ক্যামেরনের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। চোখ দুটো হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে উঠলো। তিনি বললেন–আঃ, আমাকে এতটুকু শান্তিতে থাকতে দেবে না।

ক্রিস্টির দিকে তাকালেন জেমস। বললেন, ঠিক আছে যাব।

পাশেই শুয়েছিল তার নগ্ন সঙ্গিনী। জেমস তার দিকে তাকিয়ে বললেন–আমি কিন্তু এক পয়সা খরচা করবো না।

–ঠিক আছে, এখন তুমি এসো।

ক্রিস্টি তাকালো সেই মেয়েটির দিকে। বলল–তুই আমার সঙ্গে চল।

জেমস ক্যামেরন উঠে বসলেন। মেয়েটি পোশাক পরে চলে গেল তার মায়ের সঙ্গে। এবার জেমসকে বোধহয় যেতে হবে।

জেমস ক্যামেরনকে দেখতে খুবই সুন্দর, প্রকৃত বয়স থেকে তাকে একটু বেশি দেখায়। তখন তার বয়স ত্রিশ বছর, একটা বোর্ডিং হাউসের ম্যানেজার। হাউসের মালিকের নাম সিন ম্যাক অ্যালিস্টার। তিনি একজন ব্যাঙ্কার।

গ্রেস বে-তে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি। জেমসের ওপর অনেক কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। এত কাজ করতে করতে জেমস মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েছেন।

জেমসের ব্যবহার মোটেই ভালো নয়। মাঝেমধ্যে খিটখিটে মেজাজটা প্রকাশিত হয়। ব্যর্থতাকেও যে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা যেতে পারে, জেমস সেই মন্ত্র সযত্নে শিখেছেন।

নিজেকে শহীদের পর্যায় ফেললেন। যখন পুরো পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল স্কটল্যান্ডের গ্রেস কেতে, তখন কিছুই ছিল না। শুরু হয়েছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। চোদ্দ বছর বয়সে জেমসকে একটা খনির কাজে লেগে পড়তে হয়েছিল। ষোলো বছর বয়সে সেখানে কাজ করতে করতে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন জেমস। এরপর ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মা বাবা দুজনের মৃত্যু হয়। তখন থেকেই জেমস একা একা মানুষ হতে থাকেন। ভাগ্যের প্রতিকূলতার জন্যই হয়তো তার ওই অবস্থা, সবকিছু তখন বিপক্ষে চলে গেছে। কিন্তু ক্যামেরনের দুটি মূল্যবান সম্পদ ছিল। প্রথমত চমৎকার আকর্ষণীয় চেহারা, দ্বিতীয়ত নিজের আকর্ষণী শক্তি।

এই সময়ে সিডনিতে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে তার দেখা হয়। মেয়েটি মার্কিন দেশের, নাম পেগি ম্যাক্সওয়েল। পরিচয় থেকে হলো প্রণয়। তারপর একদিন জেমস ভাবী শ্বশুরের বিরোধিতা সত্ত্বেও পেগিকে বিয়ে করলেন। পেগির বাবা পাঁচ হাজার ডলার যৌতুক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসাতে নামতে। পরামর্শ দিয়েছিলেন–পাঁচ বছরের টাকাটা দ্বিগুণ হবে।

জেমস কিন্তু পাঁচবছর অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। তিনি এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপ ব্যবসায় নেমে পড়লেন। একধরনের তেলের ব্যবসা। মাস দুয়েক বাদে, সব অর্থ ডুবে গেল। শ্বশুর মশাই এই খবর শুনে খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন ভবিষ্যতে আর এক কানাকড়িও জামাইকে দেবেন না। এর ফলে জেমসের ভাগ্য আরও খারাপ হল। কিন্তু এই দুঃখ যন্ত্রণার দিনেও স্ত্রী পেগি সবসময় স্বামীকে সাহায্য করে গেছে।

এই সময় জেমসের সঙ্গে হঠাৎ সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের দেখা হয়ে যায়। তার হাতে হাত রেখে জেমস উঠে আসেন অন্ধকার গর্ত থেকে। বছর পঞ্চাশের মতো বয়স সিন ম্যাকের। থলথলে চেহারা, সর্বত্র শিথিলতার ছাপ। তিনিও ভাগ্যান্বেষণে এখানে এসেছিলেন। শহরের বিভিন্ন জায়গাতে হোটেল আর বোর্ডিং হাউস খুলেছেন। এইসব বাপারগুলো দেখাশোনার ভার দিলেন জেমস ক্যামেরনকে। জেমস ম্যানেজারি করতে শুরু করলেন। এই কাজে অসম্ভব দক্ষ ছিলেন তিনি।

কয়েক বছরের মধ্যে আরও ভালো কাজের সুযোগ এল জেমসের কাছে। জেমস কিন্তু । মালিকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন না। এই ব্যর্থতার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চাইলেন। তিনি অদ্ভুত একটা মতবাদে বিশ্বাস করতেন। তিনি ব্যবসা বা চাকরির পরিবর্তনের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করতেন না। তারপর? তারপর জেমসের জীবনে নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। পেগির ওপর আর আশা নেই জেমসের। তিরিক্ষি মেজাজে একদিন জেমস হাজির হয়েছিলেন নিউ অ্যাবরডিন-এর বোর্ডিং হাউসে। গ্রেস বের সবথেকে গরীব মানুষেরা ঘেঁষাঘেঁষি করে এখানে বসবাস করে।

একজন বলেছিল–আপনি শীগগিরি স্ত্রীর একটা ব্যবস্থা করুন। ডাক্তার আনা হয়েছে।

জেমস দ্রুত ওপরে উঠতে লাগলেন। যখন গিয়ে হাজির হলেন দেখলেন স্ত্রী দুটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। বিছানার ওপর তার ফ্যাকাসে শরীরটা পড়ে আছে।

ডাক্তার ডানকান বিরক্ত হয়ে বললেন–এতক্ষণে নবাবের আসার সময় হল। বাঁচাতে পারলাম না তোমার স্ত্রীকে। তোমার যমজ সন্তানের মধ্যে ছেলেটা বাঁচলো না। সৌভাগ্যের কথা মেয়েটা ভালো আছে।

জেমস অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন–আঃ, আবার সেই ভাগ্য!

ইতিমধ্যে তোয়ালে জড়ানো একটা ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে নার্স ঘরে ঢুকল। জেমসের। কাছে গিয়ে বলল–মিঃ ক্যামেরন, এই দেখুন আপনার মেয়ে।

নরপিশাচ আমার মেয়ে, মেয়ের সম্পর্কে বাবার এটাই ছিল প্রথম মন্তব্য। কয়েক মুহূর্ত বাদে জেমস মেয়ের দিকে তাকালেন। একেবারে নিস্পৃহ দৃষ্টি। মনের ভেতর ক্ষীণ আশা ছিল, এই মেয়েটা হয়ত আগামীকাল মরে যাবে। মরে যাওয়াটাই মঙ্গল।

তিনটি সপ্তাহ ছোট্ট মেয়ে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছিল। শেষপর্যন্ত ডাক্তার ডানকান আশ্বাস দিলেন, তোমার মেয়েটা বেঁচে গেল বোধহয়।

জেমস মনে মনে এমনটি চাইছিলেন না, কিন্তু তাই হল। নির্বিকারভাবে তিনি বললেন আপনি কি ঠিক বলছেন?

নার্সের দেওয়া নামানুসারে জেমস ক্যামেরন মেয়ের নাম রাখলেন লারা ক্যামেরন।

ছোট্ট মেয়েটার প্রতি কিছুমাত্র যত্ন ছিল না বাবার। দেখাশোনার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত অবশ্য একটা সুরাহা হল। পেগির মৃত্যুর পর বার্থা বলে একজন

মহিলাকে আনা হয়েছিল, সে রান্না বান্না এবং অমান্য কাজকর্ম করতো। লারার দেখাশোনার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হল।

মেয়েটার প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না জেমসের। হতাশা ভুলতে মাঝেমধ্যে তিনি মদে আসক্ত হতেন। হুইস্কি গলায় ঢালার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে চিৎকার করতেন। অশ্লীল গালিগালাজ করতেন। জীবিত কন্যাকে অভিশাপ দিতেন, জেমসের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল, তা হল স্ত্রী আর পুত্রের মৃত্যুর জন্য ওই ছোট্ট মেয়েটাই দায়ী।

ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে লারা বড়ো হতে লাগল। গ্রেস বে-তে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ যাতায়াত করত, আসতো ফ্রান্স, চীন, ইতালী প্রভৃতি দেশের মানুষেরা। এদের মধ্যে নানা পেশার লোকজন ছিল। তাদের সকলেরই একটা লক্ষ্য, যে করেই হোক অনেক টাকা কামাতে হবে।

এখানকার প্রকৃতি অদ্ভুত ধরনের। শীতের সময় প্রচুর বরফ পড়তো। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত একটানা ঠান্ডা পড়তো, আবার শুরু হয়ে যেত বৃষ্টি। শহরে ১৮ টার মতো বোর্ডিং হাউস আছে। কোনোটাতে ৭২ জনের মতো থাকতো। জেমস যে বোর্ডিং হাউসের ম্যানেজার ছিলেন। সেটাতে ৪০ জনের মতো বোর্ডারের বাস। এদের বেশির ভাগ এসেছে স্কটল্যান্ড থেকে।

লারা যতই বড়ো হচ্ছিল তার খিদে ততই বাড়ছিল। কিন্তু এই খিদেটা যে কীসের লারা বুঝতে পারছিল না। খেলবার মতো খেলনা তার ছিল না, পৃথিবীতে আপনজন বলতে

একমাত্র বাবা। লারা বাবাকে ভীষণভাবে কাছে পেতে চাইতো। কিন্তু জেমস এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাতেন না।

পাঁচ বছর বয়সে লারা জানতে পারলো তার একটা ভাই মারা গেছে। এই ভাইয়ের ওপর বাবার খুব আশা ছিল। এই মতবাদ লারাকে বিষণ্ণ করে দেয়। সেই রাতে ঘুমোতে যাবার আগে লারা খুব কেঁদেছিল, কান্নার পরে বাবার প্রতি ওর একটা অদ্ভুত ঘৃণা আসে।

লারা ছবছরে পা দিল। তখন তার মুখখানি সর্বদাই বিষণ্ণ, শরীরে শীর্ণতার ছাপ। এই সময়ে বোর্ডিং-এ একজন নতুন বোর্ডার এল। তার নাম মাংগো ম্যাককুইন। মাংগো একটা অদ্ভুত ধরনের আকর্ষণ বোধ করল লারার প্রতি।

শেষপর্যন্ত মাংগোর উৎসাহে লারাকে স্কুলে ভর্তি করা হল। শুরু হল লারার নতুন জীবন। জেমসের একটাই সান্ত্বনা ছিল, কিছুক্ষণের জন্য লারা চোখের বাইরে থাকবে।

সেন্ট অ্যান স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস আমিন ছিলেন ভারিক্কি চালের মহিলা। বয়স খুব একটা বেশি নয়, বিধবা এবং তিনটি সন্তানের জননী। লারাকে স্নেহবশত অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। লারা স্কুলে থাকতে চাইতো না, কিন্তু কান্নাকাটি করেনি। ধীরে ধীরে স্কুল জীবনের সাথে নিজেকে জমিয়ে নিল সে।

অক্ষর দিয়ে শব্দ খেলার ক্লাসে লারা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো। একদিন শিক্ষিকা এফ দিয়ে একটি শব্দ বানাতে বলেছিলেন।

দুটি মেয়ে এই কাজে ব্যর্থ হয়, লারা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়–ফাক।

অবাক হয়ে শিক্ষিকা লারার দিকে তাকিয়েছিলেন। ক্লাসে বোম পড়লেও বোধহয় তিনি এতটা অবাক হতেন না। যত ছাত্রী ক্লাসে ছিল, তাদের মধ্যে লারার বয়স হয়তো সবার থেকে কম, কিন্তু ইতিমধ্যেই সে যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠেছে।

একদিন ওই শিক্ষিকা কথা প্রসঙ্গে প্রিন্সিপালকে বলেছিলেন, মিসেস আমিন, আমার মনে হচ্ছে লারা এখনই বেশ পেকে উঠেছে, শুধু লম্বা হওয়ার অপেক্ষা।

মিসেস আমিন এই কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলেন। এবার ওই ঘটনাটা বললেন শিক্ষিকা। আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। মেয়েরা সবাই টিফিন এনেছিল। লারাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে মিস চার্চেল অর্থাৎ ওই শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার তুমি টিফিন আনোনি কেন?

–আমার খিদে পায়নি, সকালবেলা পেট ভরে খেয়ে এসেছি।

মিস বুঝতে পারলেন, লারা মিথ্যা কথা বলাতে বেশ রপ্ত হয়েছে।

অন্য মেয়েদের স্কুলের পোশাক ছিল, কিন্তু লারার ছিল না, বাবাকে এ ব্যাপারে আবদার করেছিল, বাবা সেই আবদারে কর্ণপাত করেন নি। বরং বলেছিলেন শ্যালভেসন আর্মির কোয়ার্টার থেকে জোগাড় করতে।

লারা গম্ভীর হয়ে বলেছিল–ভিক্ষের পোশাক?

মেয়ের এই কথায় জেমসের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেয়ের গালে থাপ্পড় কষিয়ে দিয়েছিলেন। লারা গুম হয়ে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অনেকক্ষণ।

লারা আরও অভীজ্ঞা হয়ে উঠল কয়েক মাসের মধ্যে। সব মেয়ের মা আর বাবারা কত সুন্দর। জন্মদিনে পার্টি দেয়, মেয়েকে আদর করে, লারার মনে হল এই জীবনে সে একেবারে একা।

বোর্ডিং হাউসের পরিবেশ একেবারে আলাদা, এই হাউসকে একটা ছোট্ট পৃথিবী বলা যেতে পারে। বিভিন্ন দেশের লোক এক জায়গাতে মিলিত হয়েছে। স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড থেকে আসা মানুষ। বিভিন্ন পেশা তাদের, ডাইনিং রুমে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার জন্য হাজির। হতো। তখন এক বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। লারা কারো কথা বুঝতে পারতো না। কেউ আবার এমন কথা বলতে যা লারার অবাক লাগতো। কেউ কেউ বলতো, লারা তুমি এসব কথার অর্থ বুঝতে পারবে না। আরেকটু বড় হও, তখন সব বুঝতে পারবে। বিয়েটা তো হয়ে যাক।

লারা জবাব দিতনাহ আমি কোনো দিন বিয়ে করবো না!

পনেরোতে পা দিল লারা, ভর্তি হল সেন্ট মিশেল হাইস্কুলে। ইতিমধ্যে ও অনেক বুদ্ধিমতী আর স্মার্ট হয়ে উঠেছে। অন্য মেয়েদের থেকে আরও অনেক অভীজ্ঞা। কারও কারও মনে । হতো লারা অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু অন্য কারো চোখে সে ছিল যথেষ্ঠ সুন্দরী।

জেমসের চোখে লারার কোনো রূপ সৌন্দর্য ধরা পড়েনি। এই সময় জেমস ক্যামেরন মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েকে এই প্রসঙ্গে একদিন জিজ্ঞাসা করা হল, কথাটা কানে গেল ম্যাককুইনের। তিনি এসে বললেন–তুমি এরই মধ্যে মেয়েটাকে তাড়াতে চাইছো কেন?

রেগে গিয়ে জেমস বলেছিলেন–তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

ম্যাককুইন বলেছিলেন–তুমি সত্যি মদমাতাল লোক।

–তাতে কি হয়েছে? মেয়ে মানুষের মতো আমার বুদ্ধি নয়। অন্যায়টা কি হয়েছে?

ম্যাককুইন লারার কাছে সরে গেলেন। ও তখন রান্নাঘরে ডিশগুলো ধুচ্ছিল। ম্যাককুইন বলল–তুই কিছু মনে করিস নারে, তোর বাবা তোকে ঘেন্না করে।

আর কোনো কথা বলবার মতো ছিল না ম্যাককুইনের।

একবার গরমকালে গ্রেস বে-তে অসংখ্য ট্যুরিস্ট এসে হাজির হয়েছিল। প্রত্যেকের পরনে দামী পোশাক, সত্যিকারের অবসর বিনোদন বলতে কি বোঝায় লারা বুঝতে পেরেছিল। গরমকাল কেটে গেল, ট্যুরিস্টরা চলে গেল। তাদের শূন্য তাবুর দিকে তাকিয়ে লারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে সে ট্যুরিস্টদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল।

লারা তার দাদু ম্যাক্সওয়েলের কাহিনী শুনেছিল। গল্প শুনে শুনে দাদুর প্রতি একটা

অজানা আকর্ষণ বোধ করতে সে। এই ব্যাপারটা বাবা জেমসের পছন্দ ছিল না।

দাদুকে সে কোনোদিন দেখতে পাবে না, সারাটা জীবন গ্রেস বে শহরে কেটে যাবে? এর থেকে খারাপ আর কি হতে পারে?

.

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রেস বে ইদানীং খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বয়ঃসন্ধিতে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের খেলাধূলার নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফুটবল, হকি, সাঁতারের পাশাপাশি দু-দুটো মুভি থিয়েটার, নাচের আসর আর ফুলের সৌন্দর্যে ঘেরা বাগান।

লারা অবশ্য এইসব উপভোগ করার মতো সময় অথবা সুযোগ কোনোটাই পায় না। ভোরবেলা উঠেই তাকে কাজে নেমে পড়তে হয়। বোর্ডারদের ব্রেকফাস্টের জন্য বার্থার সঙ্গে রান্নঘরে গিয়ে কাজ করতে হয়। স্কুলে যাবার আগে বিছানাপত্র পরিষ্কার করতে হয়। বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে আসার পরেও বার্থাকে সহযোগিতা করতে হয়। বোর্ডারদের খাওয়া শেষে হলে টেবিল পরিষ্কার করে সে। বাসনপত্র ধোয়ার কাজও নিজের হাতে করতে হয়। তাই লারার কাছে জীবন গতানুগতিকতায় ভরা।

বোর্ডিং হাউসের সিটিং রুমে একটা পিয়ানো আছে। সন্ধ্যের সময় অনেক বোর্ডার সেখানে জড়ো হয়। পিয়ানো বাজিয়ে তারা চিৎকার করে নিজেদের পছন্দ মতো গান গায়। এইভাবে গ্রেস বে-এর জীবন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক বছর

এখানে খুব বড়ো আকারের একটা প্যারেড হয়। ব্যাক পাইপ বাজিয়ে একধরনের ঘাঘড়া পড়ে স্কটিশরা মিছিল করে রাস্তা পরিক্রমা করে। মাংগোকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল লারা–পুরুষরা সব মেয়েদের ঘাঘড়া পড়েছে কেন?

মাংগো জবাব দিয়েছিল–আরে ওগুলো পুরুষদেরই পোশাক, অনেক কাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই ধরনের পোশাক পড়তো। শীতের প্রকোপের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই ধরনের পোশাকের পরিকল্পনা। পায়ের দিকটা খোলা থাকে, যাতে অনায়াসে ছোটাছুটি করা যায়। রাতের বেলা আবার পোশাক খুলে ভালো ভালো বিছানাতে শুয়ে পড়তো।

মাংগোর কথায় লারা ঘাড় নাড়লো। কবিতার বইতে লারা অনেকগুলো শহরের নাম পড়েছে। এভাবেই তার অভিজ্ঞতা তখন ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। প্রত্যেকদিন রাতে খাবার টেবিলে আলেচনা হতো। স্কটিশরা তর্ক-বিতর্ক করতে খুবই ভালোবাসে। নিজেদের সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেরা অসম্ভব অনুরক্ত। নিজেদের পুরনো ইতিহাসকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। লারা ওদের উত্তপ্ত আলোচনা শুনে অবাক হতো। লারার মনে হতো এখনই বোধহয় হাতাহাতি শুরু হবে। মাংগো অবশ্য লারাকে আগেই বলেছে, স্কটিশদের স্বভাবই এইরকম। ফাঁকা ঘরে একজন স্কটিশ নিজের সঙ্গে কথার লড়াই চালাবে। ইদানিং লারা কবিতা পড়তে খুবই ভালোবাসে। স্যার ওয়ালটার স্কোপের একটা কবিতা ওর খুবই প্রিয়। কবিতার বিষয়বস্তু হল কিভাবে একজন যুবক তার প্রেমিককে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করেছিল। তাকে অন্য একজনের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই কবিতাটা বার বার আবৃত্তি করে লারা। মনে মনে কল্পনা করে, একদিন এক সুদর্শন যুবক এসে সত্যি সত্যি ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ওই অচেনা যুবকের মুখটা কেমন হবে? স্বপ্নে বার বার ভেসে ওঠে, সেই মুহূর্তে লারা অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যায়। যে পৃথিবীটাকে ও স্বপ্নের মধ্যে দেখতে ভালোবাসে।

একদিন লারা রান্নাঘরে কাজ করছিল। হঠাৎ ম্যাগাজিনের একটা বিজ্ঞাপনের দিকে ওর চোখ পড়ে গেল। সুন্দর সোনালী চুলওয়ালা যুবকের ছবি। মুখে হাসি, পরনে রাজকীয় পোশাক, লারার মনে হল এই বোধহয় আমার স্বপ্নের রাজকুমার। এই সুপুরুষ যুবক আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবে।

ফ্রিজ পরিষ্কার করতে করতে পারার মনে হল ওই যুবক বোধহয় পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলছে–আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

তখনই বার্থা সেখানে হাজির হল। লারাকে এই অবস্থায় দেখে বার্থা খুবই রেগে গিয়েছিল। লারাকে বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসতে হল। স্বর্গ তখন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে।

ডিনারে বোর্ডিং–এর লোকেরা নানা বিষয়ে গল্পগুজব করতো। অবাক হয়ে ওদের গল্প শুনতো লারা। খুব একটা বুঝতে পারতো তা নয়, কিন্তু শুনতে ভীষণ আগ্রহ ছিল তার।

কোনো এক জুলাই মাসের সন্ধ্যেবেলা। ক্রিস্টির বেশ্যালয়ে এক সুন্দরী বেশ্যার সঙ্গে এক বিছানাতে শুয়েছিলেন জেমস ক্যামেরন। একটু আগে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। পাশেই শুয়ে আছে নগ্নিকা ওই মেয়েটি। তার সাথে মিলিত হয়েছিলেন জেমস। এখন

ওর দেহটা শীর্ণ ঝড়া পাতার মতো বিছানাতে পড়ে আছে। চোখ দুটো বোজা, মেয়েটি বলে উঠল, জেমস এবার ওঠো, উঠে পড়ো, আমার অন্য কাস্টমার আসার সময় হয়েছে।

জেমসের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। কোনোরকমে বললেন, শোনো তুমি বরং একটা ডাক্তার ডাকো। আমার শরীরটা কেমন করছে, শিগগির ডাক।

ঠিক আছে মেয়েটি পোশাক পরে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে অ্যাম্বুলেন্স এসে জেমসকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার ডানকান জেমসকে ভালোভাবে দেখলেন। লারাকে খবর পাঠালেন। কাঁদতে কাঁদতে লারা প্রশ্ন করলে, বাবার কি হয়েছে? বাবা বেঁচে আছে তো?

–বেঁচে আছেন, হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। লারা কোনো জবাব দিল না। একটু বাদে বলল– আমি কি বাবাকে একবার দেখতে পারি?

–এখন নয় কাল সকালে নার্সিংহোমে এসো।

–ঠিক আছে, লারা মনে মনে ভাবলো, যদিও বাবা তাকে কোনোদিন ভালোবাসে নি, কিন্তু সে রাতে বাবার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করল লারা। চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, হে ভগবান, তুমি আমার বাবাকে সারিয়ে তোলে।

বাড়ি ফিরতেই বার্থা জেমসের খবর জানতে চাইল। সবশুনে কেমন যেন হয়ে গেল সে। একটু বাদে বলল–আজ শুক্রবার, ভাড়া তুলতে যেতে হবে। সিন ম্যাক অ্যালিস্টার কঠোর স্বভাবের মানুষ। একটু বেচাল হলেই লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

লারা এসব নিয়ে মোটেই ভাবছে না। এর আগে মাতাল বাবা তাকে এই কাজে অনেকবার পাঠিয়েছে। তারা বিভিন্ন বোর্ডারের কাছ থেকে টাকা এনে বাবার হাতে তুলে দিতো।

বার্থা বলল–লারা এখন কি করা উচিত বলো তো?

লারা ভাবতে লাগল এখন কি করবে। বার্থাকে বলল–চিন্তার কি আছে, করতে তো বসে ছিলেন লারা হাজির হায্যের হাত বা কিছু একটা হবেই।

তখনকার মতো তারা দুজন বোর্ডিং হাউসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা বোর্ডাররা ডাইনিং রুমে জড় হয়েছিল। লারা ওদের সামনে গিয়ে বলল আপনারা একটু শুনবেন আমার কথা?

বোর্ডাররা চুপ করে গেলেন। সবাই তাকালো লারার মুখের দিকে। একজন বলল কী হয়েছে?

–আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। যতদিন না আমার বাবা সুস্থ হচ্ছেন, আমি আপনাদের কাছ থেকে ভাড়া নেব। খাওয়া শেষ হলে আপনাদের জন্য পার্লারে অপেক্ষা করবো।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন–উনি ঠিক হয়ে যাবেন তো?

লারা কণ্ঠে জোর আনার চেষ্টা করল, বলল, হ্যাঁ, গুরুতর কিছু ঘটেনি। আরও বলল সে, এখন চলি, আমি কিন্তু পার্লারে থাকবে।

খাওয়া শেষ হল, সবাই এসে হাজির হল পার্লারে। সপ্তাহিক ভাড়া দিতেই হবে। লারা সেগুলো সংগ্রহ করে বার্থার কাছে গিয়ে হাজির হল। বলল–আমি অন্য বোর্ডিংগুলো থেকে ভাড়া আদায় করে নিয়ে আসি। তুমি খাবার ডিশগুলো ধুয়ে ফেল।

লারা চলে গেল, তার অনেক কাজ বাকি আছে।

লারা যেমনটি ভেবেছিল, কাজটা তার থেকে সহজ হল। বেশিরভাগ বোর্ডার লারাকে খুবই ভালবাসে। প্রত্যেকে ওর কথা শুনে ওর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। পরের দিন ভোরবেলা সংগৃহীত সব টাকা নিয়ে লারা হাজির হল সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের কাছে। সিন ম্যাক নিজস্ব অফিসে বসে ছিলেন। লারা সেক্রেটারীকে খবর দিল।

সিন সামনে দাঁড়ানো বাড়িটার দিকে তাকালেন, বললেন–তুমি তো জেমসের মেয়ে তাইতো?

-হ্যাঁ।

–তোমার কি নাম সারা?

–না, আমার নাম লারা।

–তোমার বাবা তো অসুস্থ শুনলাম, খুব খারাপ লাগছে, তুমি ভালো আছো?

–হ্যাঁ স্যার।

এবার সিন ম্যাক অ্যালিস্টার-এর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। মুখে আর সহানুভূতির চিহ্ন মাত্র নেই। তিনি বললেন–আমাকে তো অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। জেমস খুবই অসুস্থ, সে তো আর টাকা তুলতে পারবে না।

লারা বলল–না স্যার, আমি আমার বাবার হয়ে সব কাজ করে দেব, আমি সেই কাজ শুরু করে দিয়েছি।

সিন ম্যাক অ্যালিস্টার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন তুমি পারবে?

–আমি পারবো স্যার, আপনার কোনো চিন্তা নেই। এই বলে সে সংগৃহীত অর্থের খামটাকে টেবিলের ওপর রাখলো, বলল–এটা আমাদের বোর্ডিং-এর সবটাই ভরা।

ম্যাক অ্যালিস্টার অবাক হলেন লারার এই কাজে। বললেন তিনি সবার টাকা এতে আছে?

–হ্যাঁ স্যার, লারা বলল।

–তুমি আদায় করেছো লারা? ভদ্রলোকের কণ্ঠে এখনও বিস্ময়ের সুর।

–হ্যাঁ, যদি না বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন তাহলে আমি ভাড়া আদায় করবো।

গুম হয়ে বসে থাকলেন সিন, ভাবতেই পারলেন না লারা এত সহজে কাজটা করল কি করে? খামটা নিয়ে তার ভেতর থেকে অর্থ বের করে গুনতে শুরু করলেন। সেটা একটা ড্রয়ারে রেখে সবুজ রঙের লেজার র‍্যাক থেকে পড়লেন। তারপর পাতা ওল্টাতে লাগলেন। লারা সামনে থেকে সবই দেখছিল।

সিন ম্যাক অ্যালিস্টার জেমসের অনেকগুলো স্বভাব মোটেই পছন্দ করতেন না। জেমস যে সারাদিন মদ খায় এ ব্যাপারটা তার অপছন্দের। জেমস যে মাঝেমধ্যে বেশ্যালয়ে যায়, এই ব্যাপারটাকেও তিনি কখনই মানতে পারেননি। মাঝেমধ্যে তিনি ভেবেছিলেন যে জেমসকে আর রাখবেন না, কিন্তু এখন লারাকে দেখে তার সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলেন। এই বাচ্চা মেয়েটার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েটা পারবে তো?

যদি পারে, তাহলে কেল্লা ফতে, জেমসকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আবার থমকে গেলেন। বাচ্চা এই মেয়েটাকে কাজে বহাল করে জেমসকে তাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? বেশ খানিকক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করলেন তিনি। তারপর বললেন–দেখো লারা, তোমাকে আমি এক মাস সুযোগ দেব। তারপর তুমি অন্য কোথাও কাজ দেখে নিও। আশা করি আমার কথার অর্থ বুঝতে পারছো?

–ধন্যবাদ স্যার, আপনি আমার একটা দুশ্চিন্তা দূর করলেন। খুশি মাখা স্বরে লারা বলল– এখন চলি স্যার।

–একটু দাঁড়াও।

–পঁচিশ ডলার লারার হাতে তুলে দিলেন উনি। বললেন–এটা তোমার প্রাপ্য।

লারা পঁচিশ ডলার হাতে নিল। ঠিক তখনই ওর মনে হল ও যেন একটু একটু করে মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে। এই প্রথম লারা কোনো কাজ করে টাকা নিয়েছে।

সিন ম্যাক অ্যালিস্টারকে ধন্যবাদ জানিয়ে লারা বেরিয়ে এল।

প্রথমে গেল ব্যাঙ্কে, তারপর সেখান থেকে হাসপাতাল। ডাক্তার ডানকানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে লারা জিজ্ঞাসা করল–ডাক্তারবাবু আমার বাবা কেমন আছেন?

ডঃ ডানকান জবাব দিলেন–তোমার বাবা ভালই আছেন, ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। কয়েকদিনের মধ্যে বাড়িতে যাওয়ার ছাড়পত্র পাবেন।

লারা বলল–আমি বাবাকে একবার দেখবো?

–হ্যাঁ যাও, তবে বেশিক্ষণ কথা বলবে না। লারা কেবিনে হাজির হল। বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, জেমসকে ভারী অসহায় দেখাচ্ছে। লারার মনে হল এই কদিনে বাবার বয়স যেন একলাফে অনেক বেড়ে গেছে। লারার বুকে কেমন একটা

মায়া হল। লারা ভাবল এটাই বোধহয় ভগবানের দেওয়া মস্ত বড় সুযোগ। যদি সে স্নেহত্ন মমতায় বাবাকে সারিয়ে তুলতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই বাবার স্বভাবে একটা পরিবর্তন দেখা দেবে।

মধুর গলায় সে বলল–বাবা? কোনো রকমে চোখ খুললেন জেমস ক্যামেরন। বুকের ভেতর থেকে একটা ঘরঘরে শব্দ বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন–তুমি এখানে কি করতে এসেছো? যাও বোর্ডিং-এ যাও। সেখানে অনেক কাজ আছে।

লারা বুঝতে পারলো, অসহ্য একটা যন্ত্রণাকে বাবা চেপে রাখার চেষ্টা করছেন।

লারা আমতা আমতা করে বলে উঠল–আমি একটা কথা বলার জন্য এসেছি। আরও বলতে থাকে সে–আমি মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছি। ওকে বলেছি যত দিন না তুমি সুস্থ হয়ে উঠছে, ততদিন আমি ভাড়া আদায় করবো।

মেয়ের এই প্রস্তাব শুনে অসুস্থতার মধ্যেও জেমস হেসে ওঠার চেষ্টা করলেন। বললেন–তুমি আদায় করবে? আমি তো...

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। তার সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত কাপুনি দেখা দিল। একটু বাদে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। দুর্বল গলায় জেমস বললেন–সবই আমার ভাগ্য! মনে হচ্ছে এবার আমাকে রাস্তায় সময় কাটাতে হবে।

লারার কি হবে এই ব্যাপারে জেমসের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। লারা বেশ কিছুক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল অবাক বিস্ময়ে। তারপর ধীরে ধীরে কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

লারার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পাক খেয়ে উঠছে। হায়, বাবা এখনও আমাকে এতটুকু ভালোবাসে না? কিন্তু কেন?

তিনদিন বাদে জেমসকে হাসপাতাল থেকে বোর্ডিং হাউসে নিয়ে আসা হল। ডাক্তার ডানকান বললেন–তুমি আরও কয়েক সপ্তাহ বিছানা থেকে উঠবে না। আমি সপ্তাহে দুদিন তোমাকে দেখে যাব।

জেমস বললেন–আমি ব্যাস্ত মানুষ ডাক্তারবাবু, না উঠলে খাব কি? আমার অনেক কাজ আছে।

ডাক্তার ডানকান কঠিন চোখে জেমসকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন–আমার উপদেশ শোনা অথবা না শোনা তোমার ব্যাপার জেমস। হয় বিছানায় শুয়ে ভালো হয়ে ওঠো কিংবা এখনই হাঁটাচলা করে জীবনটা শেষ করে দাও। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তোমার বয়স হয়েছে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলবো না।

ডাক্তার চলে গেলেন, জেমস ক্যামেরনের চারপাশে তখন বিরাট শূন্যতা ঘনিয়ে এসেছে।

ম্যাক অ্যালিস্টারের বোর্ডিং হাউসের লোকেরা একজন কিশোরী মেয়ের এই কর্তব্যপরায়ণতা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। প্রত্যেকের ভাড়া লারা হিসেব মতো তুলছে।

আবার অনেকের কাছ থেকে বেশ বাধা পেয়েছে। কেউ আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, তার ছেলে এখনও বিদেশ থেকে টাকা পাঠায়নি। কেউ আবার অসুস্থতার ভান করেছে। বেশির ভাগ বোর্ডারই কোনো না কোনো অজুহাতে লারাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এতে লারা বেশ অসুবিধায় পড়ে গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ও চিন্তা করলো লড়াইটা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে। অবশেষে একটা প্ল্যান ঠিক করলে। পরের দিন প্রত্যেকটি বোর্ডারের কাছেও গিয়ে বললে, তার কথা মিঃ ম্যাক অ্যালিস্টারকে জানিয়েছিল। কিন্তু ভাড়া দিতে না পারলে ঘর খালি করে দিতে হবে এমন কথাই বলেছেন মিঃ ম্যাক। এতে কাজ হল, কড়া ডোজের ওষুধ আর কী।

কেউ কেউ আবার লারাকে অভিশাপ দিতে থাকলো। বাবার থেকে সে নাকি এক কাঠি ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।

লারা ভেবেছিল অসুস্থ বাবার কাছাকাছি সে পৌঁছাতে পারবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ভাবনাটা ভুল বলে প্রমাণিত হল। দিন এগিয়ে যাচ্ছে, বাবার আচরণ ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।

লারা প্রত্যেকদিন ফুল নিয়ে আসতো। একদিন বাবা ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় বললেন–তুই কেন এসব নিয়ে আসিস?

এই কথা বলে দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন জেমস। লারার মনে এবার ঘৃণাবোধ জন্মাল। মনে মনে সে বলল–বাবা, আমি কিন্তু তোমাকে ঘেন্না করি!

কান্না ভেজা জ্বলন্ত চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লারা। মাস শেষ হল। খাম ভর্তি ভাড়ার অর্থ নিয়ে লারা হাজির হল সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের অফিসে। গোনা শেষ করে ম্যাক বললেন–লারা, তোমার কাজে আমি খুবই খুশী। তোমাকে আমি বুঝতে পারিনি। বাবার থেকেও তুমি অনেক চটপট কাজ করছো?

এই প্রশংসাতে লারা খুবই খুশী হয়েছে। সে বলল–ধন্যবাদ স্যার।

–আসলে প্রথম মাস তো, সেজন্য ঠিক সময় সবাই টাকাটা দিয়েছে। ম্যাক অ্যালিস্টারের কথার পর লারা জানতে চাইল–স্যার, আমি আর বাবা এই বোর্ডিং হাউসে থাকতে পারব তো?

ম্যাক অ্যালিস্টার বললেন–থাকতে পারো, তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালোবাসা, তাই না?

লারা আর কোনো কথা বলল না। সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেল। ম্যাক অ্যালিস্টার বুঝতে পারলেন, ভবিষ্যতে লারা তাঁর যোগ্য সহকারিণী হয়ে উঠবে।

.

পঞ্চম অধ্যায়

লারা এখন সতেরো বসন্তের তরুণী, স্কটিশ মুখের ছাঁচ পেয়েছে সে। ধূসর চোখদুটিতে যেন শত শতাব্দীর রহস্য আর রোমাঞ্চের হাতছানি। একরাশ কালো চুল যখন উথাল পাথাল বাতাসে উড়তে থাকে, তখন লারাকে সত্যি সুন্দরী বলে মনে হয়। কিন্তু ওর

সমস্ত শরীরের মধ্যে কী একটা অদ্ভুত বিষাদের ছায়াছবি। এর উৎস কোথায় কেউ জানে না। হয়তো জীবন যুদ্ধে একক সংগ্রাম করতে হচ্ছে বলেই লারা এমন বিষণ্নবতী হয়ে গেছে।

বেশীর ভাগ বোর্ডারের সঙ্গে কোনো মহিলা নেই। তাই অনেকে নিয়মিত বারবনিতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। কাছাকাছি বেশ্যালয় বলতে মাদাম ক্রিস্টির ওই বিনোদন জগত। কেউ আবার অন্য জায়গাতে যেত। সকলের লক্ষ্য ছিল সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গ উপভোগ করা। কিন্তু লারা যুবতী হওয়া মাত্র বোর্ডারদের নজর পড়ল তার দিকে। লারার মতো এক ভদ্রস্বভাবের সুন্দরী মেয়েকে কুক্ষিগত করার ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়।

একদিন এক বোর্ডারের ঘর পরিষ্কার করছিল লারা। সে হঠাৎ লারাকে বলল–লারা, তুমি খুব ভালো মেয়ে। যদি কোনো কিছুর দরকার থাকে, আমাকে বলতে পারো।

লারা হাসল। ইতিমধ্যে সে পুরুষের চোখের ভাষা পড়তে পারে। সে বলল–তাই নাকি? না, এখন আমার কিছুই দরকার নেই।

গায়ে পড়া বোর্ডার জানতে চাইল–তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই?

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে লারা বলল–নাঃ বয়ফ্রেন্ড নেই তো আমার।

–পরের সপ্তাহে আমি ক্যানসাস সিটিতে যাচ্ছি। তুমি কী আমার সঙ্গে যাবে নাকি? ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। লারা একটুখানি চুপ করে থেকে বলল–না, আমি এখন খুবই ব্যস্ত এই প্রস্তাব দেবার জন্য ধন্যবাদ।

লারা বেশ বুঝতে পারছে, এখন তাকে আরো কঠিন কঠোর সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হবে। প্রত্যেক বোর্ডারই তাকে ঠারে-ঠারে ইঙ্গিতে শয্যা সঙ্গিনী হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এমনকী লারার বাবাও তাকে সন্দেহ করছে। বিছানাতে অসহায়ভাবে শুয়ে আছেন তিনি। কিন্তু মেয়ের প্রতি মনোভাব এতটুকু পাল্টায় নি তার।

একদিন জেমস বললেন–তোমার চালচলন আমার ঠিক ভালো ঠেকছে না। বোর্ডারদের সাথে এত ঢলাঢলি করছো কেন?

লারা গম্ভীরভাবে জবাব দিল-বাবা, তুমি ভুল করছে। আমাকে এখানকার সব বোর্ডার পছন্দ করে, ওদের সকলের সঙ্গে আমার সুন্দর সম্পর্ক।

লারা চলে গেল। বাবার চোখের সামনে সে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে চায় না। তার কেবলই মনে হয়, বাবা বুঝি দুটি অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করছে।

এল বসন্তকাল। তখনই লারার জীবনে একটা বিরাট ছন্দ পতন ঘটে গেল। একদিন সকালে জেমস ক্যামেরনকে বিছানাতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। গ্রিনউড সমাধিস্থলে বাবাকে শেষ বিদায় জানাল লারা। বাথা সবসময় তার পাশে পাশে ছিল। লারার চোখে বিন্দুমাত্র জল ছিল না। শুধু কী একটা অদ্ভুত আক্রোশে তার হৃদয়ের কোথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে। লারা এখন খুবই স্বাভাবিক। তখন একজন নতুন বোর্ডার এল এই বোর্ডিং হাউসে। সত্তর বছর বয়স। জাতে মার্কিনী, নাম বিল রজার্স। কথা বলতে খুবই ভালোবাসে। একদিন খাওয়ার পর লারার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল সে।

রজার্স বলল–তুমি কেন এই ছোট্ট শহরে পড়ে আছো? তোমার যা রূপ আর প্রতিভা তোমার তো চিকাগো কিংবা নিউইয়র্কে চলে যাওয়া উচিত। এখনো তোমার বয়স আছে। নতুন করে জীবনটা শুরু করতে পারো।

–যাব নিশ্চয়ই।

–তোমার সামনে পুরো জীবনটা পড়ে আছে লারা। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ওখানে গেলে তোমার প্রতিভার সঠিক বিস্ফোরণ হবে।

এই প্রথম লারা ভাবল, অন্ধকূপে বন্দিনী থেকে কি লাভ? জীবনে অনেক কিছু করতে হবে তাকে। এত বছর সে শুধু দারিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে।

শেষে অব্দি রজার্সের কথাতে নিমরাজি হল লারা।

রজার্স বলতে থাকে–এক সময় আমি রিয়েল এস্টেটে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম।

লারা বলল–তাই নাকি?

বিল রজার্স বলল–পশ্চিম এলাকাতে অনেকগুলো বিল্ডিং আমার ছিল। তাছাড়া অনেক ভালো ভালো হোটেলও আমি তৈরী করেছিলাম।

–সেগুলো কী হল?

বিল রজার্সের চোখ দুটিতে হারানো দিনের প্রতিচ্ছবি। সে অনেক দিন আগের স্মৃতিতে ফিরে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল–আমি কিছুটা লোভী হয়ে পড়েছিলাম। সব কিছু আমার চলে গেছে। বলতে পারো, নিজের হাতে আমি সব নষ্ট করেছি।

–আপনার কাছ থেকে তা হলে সবটা শুনতে চাই।

এরপর শুরু হল এক অদ্ভুত গল্পকথা। প্রত্যেক রাতে বিল রজার্স তার রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা সম্পর্কে লারাকে গল্প বলতে লাগল। এই ব্যবসা কীভাবে করতে হয়, এই ব্যবসা করতে গেলে কোন্ কোন্ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, কীভাবে সেই বাধাগুলিকে অতিক্রম করতে হয়। বিল রজার্স সবকিছুই গুছিয়ে বলল।

বিল রজার্স বলল–রিয়েল এস্টেটের ব্যবসার প্রথম নিয়ম হল ও. পি. এম.। এটা কখনোই ভুলবে না।

–এর অর্থ কী? জিজ্ঞসু দৃষ্টিতে লারা জানতে চাইল।

–আদার পিপলস মানি। অর্থাৎ অন্যের অর্থ, এটা সব সময় মনে রাখবে। রিয়েল এস্টেটে ব্যবসায় যখন তোমার লাভ হবে, তখন সরকার ইন্টারেস্ট আর ডেপ্রিসিয়েসন,

দুটোই কাটতে শুরু করবে। অবশ্য তখন থেকেই তোমার সম্পদ ধীরে ধীরে বাড়বে। এটাই একটা মজার ব্যাপার।

–আরো একটা বিষয় মনে রাখবে। তা হল, এই ব্যবসার লোকেসন হল আসল ব্যাপার। পাহাড়ের ওপর যদি একটা চমৎকার বিল্ডিং তৈরী হয়, তাহলে সেটা সময় আর অর্থ অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যদি শহরতলিতে তুমি একটা সুন্দর বাড়ি তৈরী করো, সেই বাড়িটা তোমাকে ধনী করে দেবে।

এবার ধীরে ধীরে বিল রজার্স মর্টগেজ, রিফাইনার, ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবহার সবকিছু ভালো করে বোঝাল। লারার মন অনেকটা স্পঞ্জের মতো। যে কোনো কথা সে চট করে মনে রাখতে পারে।

শেষ অব্দি রজার্স বলল–গ্রেস বে-তে গৃহ সমস্যা ভয়ংকর। এই ব্যবসায় নামার পথে এটাই হল আদর্শ জায়গা। আমার বয়সটা যদি আরো কুড়ি বছর কম হত, তাহলে আমি এখানে ওই ব্যবসায় নেমে পড়তাম।

সেই মুহূর্তে লারার যেন নবজন্ম ঘটে গেল। এতদিন পর্যন্ত গ্রেস বে-কে সে যে দৃষ্টিতে দেখে এসেছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা একেবারে পাল্টে গেল। চোখ বন্ধ করল লারা। কল্পনার জগতে ভেসে উঠল ওর হাতে তৈরী করা অসংখ্য বাড়ির ছবি। এক-একটি ওর কৃতিত্বকে মাথায় নিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। লারা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা হতাশাবোধ তার সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করল। হায়

ঈশ্বর! রিয়েল এস্টেট-এর ব্যবসা করতে গেলে যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দরকার–তা আমি কোথায় পাব?

বিল রজার্স একদিন চলে গেল। যাবার সময় স্নেহমাখা কণ্ঠস্বরে বলল–মনে রেখো, আদারস পিপলস মানি, ও. পি. এম.। আশা করি এই তিনটি শব্দ তুমি সারা জীবন ধরে মনে রাখবে কেমন?

লারার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। সত্তর বছর বয়সী এই লোকটা মাত্র কদিনে তার খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিল। রজার্স চলে যেতে লারার চোখে সত্যি জলের রেখা দেখা দিল।

এরপর সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে। চার্লস কোহন নামে বছর ষাট বয়সের ছোটোখাটো চেহারার এক মানুষ এসে হাজির হয়েছে বোর্ডিং হাউসে। নিজস্ব কথাবার্তা খুবই কম বোধহয় তার। সবসময় চুপচাপ খাওয়া দাওয়া করে। লারা যখন তার কাছে আসত, সে লারাকে দেখে অমায়িকভাবে হাসত।

একদিন লারা জিজ্ঞাসা করল–কোহন, তুমি এখানে কতদিন থাকবে?

–ঠিক বলতে পারছি না। আসলে আমার জীবনটাই একটা ধাঁধার মতো। কাল সকালে কী হবে, আমি তা জানি না।

কোহনের এই কথা শুনে লারা হেসে উঠেছিল। লারার কাছে কোহন বোধহয় একটা জীবন্ত হেয়ালি। কোহনকে বোঝার চেষ্টা সে অনেকবার করেছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি।

কোহন লোকটা অদ্ভুত স্বভাবের। অন্য কারো সাথে একেবারেই মেলামেশা করে না। ব্যবসায়ী কি? তা তো মনে হয় না। কেমন যেন বিজ্ঞ ধরনের, নিজেকে কেউকেটা বলে ভাবতে ভালোবাসে। প্রথমে অন্য কোথাও উঠেছিল, সেখানকার পরিবেশ ভালো না লাগায় এখানে এসে জুটেছে।

আর একটা ব্যাপার লারা লক্ষ্য করল, অন্য বোর্ডাররা হাউ হাউ করে খেতে ভালোবাসে, চার্লস কিন্তু খুবই কম খায়।

একদিন লারাকে চার্লস বলল–সামান্য ফল কিংবা সজি হলে খুব ভালো হয়।

লারা জিজ্ঞাসা করল–তুমি কি স্পেশ্যাল কোনো খাবার পছন্দ করো?

–আমি নিয়ম মেনে খাওয়া-দাওয়া করতে ভালোবাসি। অর্থাৎ স্বাস্থ্য সম্মত খাবার বলতে পারো।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা লারা ডিশের ওপর খানিকটা মাংসের কিমা নিয়ে চার্লস কোহনের কাছে হাজির হল।

চার্লস এই খাবার দেখে অবাক হয়ে জানতে চাইল–এটা কি দিয়েছো? এ তো আমি খাই না।

–কেন এটা তো স্বাস্থ্যসম্মত খাবার। লারা হেসে বলল–ভেড়ার মাংস তোমার মতো লোকেরাই খায়। এমনিতে তুমি তো খুব কম খাও। এই পদটা খেয়ে দেখতে পারো।

লারার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে কোহন খুবই খুশী হল।

এবার ধীরে ধীরে সে নিজেকে ভাঙতে শুরু করল। সে কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই বিজনেসে একজন এগজিকিউটিভ। এখানে লোকেসান খুঁজতে এসেছে। একটা নতুন স্টোর হাউস তৈরী হবে।

লারার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, এখান থেকে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করলে কেমন হয়।

স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে লারা। সেদিন রাতে তার ভালো করে ঘুম হল না। ভোর তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গেল তার। বিছানাতে উঠে বসল লারা। মনটা খুবই উত্তেজিত।

পরদিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে চার্লস কোহন চুপ-চাপ বসেছিল। অন্য বোর্ডাররা খাওয়া শেষ করে চলে গেছে। টেবিলে সে।

লারা বলল–মিস্টার কোহন, একটা কথা বলব?

–কী কথা?

–তুমি কি লোকেসান পেয়েছো?

–আমি তো পাইনি।

–মিস্টার কোহন, যদি তোমার জায়গাটা পছন্দ হয়, তা হলে বিল্ডিংটা আমি তৈরী করব। পাঁচ বছরের জন্য তুমি সেটা আমার কাছ থেকে লিজ নেবে। কি রাজী তো আমার এই প্রস্তাবে তা অনুমানের বিষয় আছে?

–সবই তো অনুমানের বিষয়। তুমি বিল্ডিং তৈরীর কী জানো? তাছাড়া আইনের জটিল নিয়ম কানুন কি তোমার জানা আছে?

লারা হেসে ফেলল, ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার সে জেনে নিয়েছে। যা একবার শোনে তা কখনো ভোলে না। তবু সে নিজেকে জাহির না করে বলল–আমি না জানলেই বা কী দোষ? একজন আর্কিটেক তো জানবে। তাছাড়া ভালো কনস্ট্রাকশন ফার্মকে নিয়ে কাজ করাব।

চার্লস কোহন বলল–কোথায় তোমার সেই চমৎকার লোকেন?

–মিস্টার কোহন, আমি বলছি, লোকেসনটা দেখলে তুমি পছন্দ করবেই।

খাওয়া দাওয়া শেষ করার কিছুক্ষণ বাদে চার্লস কোহনকে নিয়ে লারা শহরতলিতে গেল। গ্রেস বে-তে একেবারে মাঝখানে দুটি রাস্তার সংযোগ স্থলে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। লারা বলল–এই জায়গাটাই আমার মনের মতো।

চার্লস লারার এই নির্বাচনে খুবই খুশী হয়েছে। জায়গাটা সত্যি চমৎকার। শহরের একেবার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতে।

লারার মন খুশীতে ভরপুর। তাহলে? দেখার মতো চোখ পেয়েছে সে। চার্লস যখন প্রশংসা করেছে, তখন আর কীই-বা বলার থাকতে পারে।

আরো অনুসন্ধান করে চার্লস জানতে পারল, ওই জায়গাটা সিন ম্যাক অ্যালিস্টার নামে একজন ধনী ব্যাঙ্কারের। চার্লস, কোহনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রথম লোকেসন ঠিক করতে হবে। তারপর কাউকে দিয়ে বাড়িটা তৈরী করাতে হবে। লিজ হিসাবে অফিসের জন্য বাড়িটা নিতে হবে।

চার্লস ভাবল, এই বাড়ি কোনো একজন পেশাদার লোকের মাধ্যমে তৈরী করাটাই ভালো। লারাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল সে। লারার বয়স কম হতে পারে, কিন্তু আচরণের মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা আছে। কোনো ব্যাপার সে অযথা লুকিয়ে রাখে না। বুদ্ধি আছে, আন্তরিকতার অভাব নেই। মনে মনে চার্লস বলল, লারা, তোমার চিন্তা নেই, তোমার বানানো বাড়িটা আমি দশ বছরের জন্য লিজ নেব।

লারা তখন শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল।

সেদিন বিকেল বেলা লারা সোজা হাজির হল সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের কাছে। তাকে দেখে সিন অবাক হলেন। প্রশ্ন করলেন–কী ব্যাপার লারা, এত তাড়াতাড়ি এসেছো কেন? আজ তো সবেমাত্র বুধবার।

লারা বলল–না স্যার, একটু অন্য কারণে এসেছি।

এই প্রথম সিন লারার দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। উদ্ভিন্ন যৌবনা এক মোহময়ী নারী, পোশাকের ভেতর থেকে উদ্ধত স্তন দুটি যেন আমন্ত্রণ করছে।

তিনি বললেন–বসো, বলল তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?

লারা বলা-স্যার, আমি কি আপনার কাছ থেকে লোন পেতে পারি?

এবার সিন অবাক হলেন। কী জন্য টাকার দরকার সস্নেহে জানতে চাইলেন তিনি।

–পোশাক আশাক কিনতে চাও কি? তাহলে অ্যাডভান্স নাও।

লারা এবার সোজাসুজি সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল–আমি দুশো হাজার ডলার লোন হিসাবে আপনার কাছে চাই। ।

এই কথা শুনে ম্যাকের মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন–এত টাকা নিয়ে তুমি কী করবে লারা? আমি তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি আমার সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করছো নাকি?

না স্যার, সে স্পর্ধা আমার নেই। এই শহরে একটা খালি জায়গা আছে। আমি সেখানে একটা বাড়ি তৈরী করতে চাই। আমার কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ভাড়াটিয়া আছে, যে দশবছরের জন্য ওই বাড়িটা লিজ নেবে। ওটাই হল আমার গ্যারান্টি। আপনার বাড়ি এবং জমির খরচ উঠে আসবে।

সিন ম্যাক অ্যালিস্টার রীতিমতো অবাক হলেন। চোখ দুটো কুঁচকে গেছে তার। তিনি বললেন–তুমি জমির মালিকের সঙ্গে কথা বলেছো?

এখনই এই চেয়ারে বসে বলছি। লারা তখনো পর্যন্ত রহস্যটা ভাঙেনি।

সিন আরো অবাক হলেন। তিনি বললেন–তার মানে জমিটা আমার?

–হ্যাঁ স্যার, শহরের মাঝখানে ওই দুটো বড়ো রাস্তা যেখানে এসে মিলেছে, তারই ঠিক মধ্যেখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে।

লারা থেমে গেল। সিন বললেন–তুমি আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আমারই জমি কিনতে চাইছো?

লারা বলল–স্যার, আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি, জমিটার দাম কুড়ি হাজার ডলারের বেশী হবে না। আমি আপনাকে তিরিশ হাজার ডলার দেব। অর্থাৎ জমি বিক্রি করেই আপনি দশ হাজার ডলার পারেন। এছাড়া বাড়ি তৈরী করার জন্য যে দুশো হাজার ডলারের লোনটা দেবেন, তার সুদও আমি আপনাকে দেব।

–আমি যে তোমাকে বাড়ি তৈরী করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দেব, সেটা ফেরত পাবো যে তার সম্ভাবনা কোথায়? তোমার কি কোনো সিকিউরিটি আছে?

লারা এখানেই থমকে গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বলল–স্যার, আমার কথা শুনুন, বাড়ি আর জমি আপনার কাছে বন্ধক থাকবে। ওই ঋণের টাকা সম্পূর্ণ শোধ না

হওয়া পর্যন্ত আমি তা হাতে নেব না। আর আমি ইতিমধ্যেই ভাড়াটে পেয়ে গেছি স্যার, আমি আবার বলছি, আমার এই প্রস্তাবে আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।

লারার কথা শুনে ম্যাক আরো অবাক হয়ে গেলেন। লারা ইতিমধ্যে এত গুছিয়ে কথা বলতে শিখল কী করে? তাছাড়া রিয়েল এস্টেট ব্যবসার খুঁটিনাটি বিষয় যেন তার নখদর্পণে।

শেষ পর্যন্ত উনি বললেন–তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস কি এই প্রস্তাব অনুমোদন করবে?

লারা বলল–আপনার কোনো বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস নেই। আপনার কথাই শেষ কথা তাই না স্যার?

লারার এই সাহসে আরো অবাক হয়ে গেলেন সিন। এবার তিনি হেসে ফেললেন। বললেন–ঠিকই বলেছো, তুমি বুদ্ধিমতী লারা।

লারা এবার আরো একটু ঝুঁকে বসল। লোকাট ব্লাউজের আড়াল থেকে ওর স্তন দুটো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ও ইচ্ছে করেই সে দুটো টেবিলের কিনারার সাথে ঠেকিয়ে রাখল। সিন একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিকে তাকালেন। লারা মুখের কোণে একটা অদ্ভুত আমন্ত্রণ হাসির টুকরো এনে বলল–স্যার, আপনি ঠকবেন না। আমি শপথ করে বলছি।

ম্যাক অ্যালিস্টারের চোখ দুটো বুঝি আটকে গেছে। তিনি বললেন–তুমি একেবারে অন্যরকম, তাই না? তোমার বাবার সঙ্গে তোমার চরিত্রের অনেক অমিল আছে।

লারা বলল–হ্যাঁ, স্যার, আপনি ঠিকই ধরেছেন। বাবার থেকে আমি অনেক বেশী বাস্তববাদী। আসলে পারিপার্শ্বিকতা আজ আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে।

বললেন–তোমাকে লোন দেবার ব্যাপারটা ভাবছি। কিন্তু ভাড়াটিয়া কে?

–চার্লস কোহন, কন্টিনেন্টাল সাপ্লাই কোম্পানীর এগজিকিউটিভ।

–ওদের চেন কি বিখ্যাত?

–হ্যাঁ স্যার।

এবার সত্যি সত্যি ম্যাক অ্যালিস্টার আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

লারা বলে চলল–এখানে ওরা একটা মস্ত বড়ো স্টোর করতে চায়।

শেষ পর্যন্ত ম্যাক বললেন–আগামীকাল সকালে এসো, ব্যাপারটা নিয়ে ভালোভাবে আলোচনা করতে হবে।

বেরিয়ে এল লারা, মনটা খুশীতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সে জানে, ম্যাক অ্যালিস্টারকে রাজী হতেই হবে। ভদ্রলোকের চোখে একটা লোভের ছায়া দেখতে পেল লারা।

সেদিন বিকেল বেলায় চার্লস কোহনের সঙ্গে দেখা করলেন সিন ম্যাক অ্যালিস্টার। নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি যে ওই বোর্ডিং হাউসের মালিক তাও জানালেন।

দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। সিন বললেন–আমার জমির ওপর বিল্ডিং করে তা আপনারা লিজ নিতে চান, কথাটা কি সত্যি?

–জায়গাটা চমৎকার। আমি ইতিমধ্যেই কথা বলে ঠিক করে রেখেছি। লারা মেয়েটি খুবই বুদ্ধিমতী, সে যদি বাড়িটা তৈরী করে তা হলে আপনি লাভবান হবেন।

–কিন্তু আমি তো জমিটা লারাকে বিক্রি করব না।

–তাহলে অন্য কোথাও বাড়ি তৈরী করাব। আরো তিনটে লোকেসন আমার দেখা হয়েছে, যে করেই হোক অফিসটা আমাকে করতেই হবে।

–আপনি কি সত্যি সত্যি এই কথা বলছেন।

–আমি কথার খেলাপ করি না ম্যাক অ্যালিস্টার।

–লারা কিন্তু বাড়ি তৈরীর বিষয়ে খুঁটিনাটি কিছুই জানে না।

–তা হলেও আমি চাইছি, কাজটা ও যেন পায়। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত আন্তরিকতা আছে।

–ঠিক আছে মিস্টার কোহন, আমাকে একটু ভাবার সময় দিন।

–ঠিক আছে।

সিন ম্যাক অ্যালিস্টার ওখান থেকে চলে এলেন। চার্লস কোহনের মুখে মৃদু হাসি।

একটু বাদে লারা সেখানে এসে হাজির হল। সিনের সঙ্গে চার্লসের যা কথাবার্তা হয়েছে তাও সে শুনল, লারা বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেল।

–তাহলে কী হবে? দুরু দুরু বুকে লারা জানতে চাইল।

–চিন্তার কিছু নেই লারা, উনি শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গেই চুক্তি করবেন।

–তুমি ঠিক বলছো?

–নিশ্চয়ই, উনি একজন ব্যাঙ্কার, লাভ না দেখলে কখনো এই পথের পথিক হতেন না।

লারা এবার প্রশ্ন করল–আচ্ছা, কোহন, তোমার সঙ্গে আমার মাত্র কদিনের পরিচয় তুমি আমার জন্য এতটা চিন্তা করছো কেন?

সত্যিই তো, চার্লস কোহন নিজের এই আচরণে একেবারে অবাক হয়ে গেল। সে একজন পেশাদার মানুষ, কোম্পানীর উন্নতি সাধনই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই প্রথম সে বোধহয় কোথাও তার দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। এই প্রশ্নের কোনো জবাব কি আছে তার কাছে? আছে। তা হল, লারা সত্যি সুন্দরী, তাছাড়া তার বয়স কম, অনেকটা মেয়ের মতো সে।

মুখে চার্লস এসব কিছুই বলল না। সে বলল–লারা, আমার কিছুই হারাবার নেই। ইচ্ছে করলে আমি অন্য জায়গা দেখতে পারি। কিন্তু তুমি যখন এতটা চাইছো, আমি আন্তরিকভাবে ভাবছি ওই জায়গায় অফিস করলেই বোধহয় ভালো হয়। আমি কার সঙ্গে কী চুক্তি করছি, এ বিষয় নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তুমি যদি লোন পাও, তাহলে তোমাকেই আমি বিল্ডার হিসাবে নিযুক্ত করব।

লারার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। কোনোরকমে সে বলল–তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না। আমি আবার সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে দেখা করব।

চার্লস বলল–লারা, একটা পরামর্শ শুনবে। তুমি এখনই দেখা করতে যেও না। আমার মন বলছে, কদিন বাদে উনি নিজেই আসবেন তোমার কাছে।

–যদি না আসেন?

–আসবেন। কোহন হাসল। ছাপানো কাগজ বের করে লারার হাতে দিয়ে বলল এটা হচ্ছে, দশ বছরের লিজ নেওয়ার প্রিন্টেড পেপার। আর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র।

একগুচ্ছ ব্লুপ্রিন্ট লারার হাতে তুলে দিল সে। বলল–বাড়ি তৈরী করার যাবতীয় সব কিছু এখানে আছে।

সমস্ত রাত্রি ধরে লারা সব কিছু ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করল, বোঝার চেষ্টা করল। শেষ রাতে গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল যে।

পরদিন সকাল হয়েছে, সিন লারাকে ফোন করলেন। বললেন–এখন তুমি একবার আসতে পারবে?

এই কথা শুনে লারার হৃৎপিন্ড লাফিয়ে উঠল। সে বলল স্যার, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি।

ফোনে ম্যাক বললেন–আমি তোমার ব্যাপারটা ভেবেছি, মিস্টার কোহনের কাছ থেকে দশ বছরের লিজের সই করা চুক্তিপত্রটা আমাকে একবার দেখতে হবে।

–সেটা আমি পেয়ে গেছি স্যার। ওই চুক্তিপত্রটা আমার হতেই আছে।

–এসো।

কুড়ি মিনিটের মধ্যে লারা হাজির হল ম্যাক অ্যালিস্টারের অফিসে। এগ্রিমেন্টের কপিগুলো দেখাল। নির্দেশনামা ভালোভাবে পড়লেন সিন।

লারা বলল স্যার, আমরা কি ব্যবসা আরম্ভ করতে পারি?

–না, ঘাড় নাড়লেন সিন।

এই কথা শুনে লারার মুখটা আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল, এই হল তার ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস। হঠাৎ কখন হাজার আলোর ঝলকানি। পর মুহূর্তে শত শতাব্দীর ঘন অন্ধকার।

লারার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে সিন বললেন–সত্যি কথা বলতে কী লারা, জমিটা আমি বিক্রি করার কথা ভাবছি না। ওটার দাম যখন পরে আরো বাড়বে তখন ভাবব।

–কিন্তু অপনি তো?

–তোমার অনুরোধটা আমি ভেবেছি। তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তবুও একটা শর্তে তোমাকে আমি লোন দিতে রাজী আছি।

–কী শর্ত? লারা আবার ঘাবড়ে গেল। কোনো কিছু বন্ধক রাখার কথা বলবেন নাকি উনি?

সিন বললেন–তোমার কোনো প্রেমিক আছে লারা?

এই মুহূর্তে এমন একটা প্রশ্ন শুনে লারা সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল।

আমতা আমতা করে সে বলতে থাকে-না, কিন্তু এখন এসব কথা উঠছে কেন স্যার?

ম্যাক অ্যালিস্টার এবার কিছুটা ঝুঁকে এলেন লারার দিকে, বললেন–লারা শোনো, তোমাকে একটা কথা অনেক দিন ধরেই বলব-বলব করছিলাম কিন্তু কথাটা আমার ঠোঁটের গোড়ায় এসে আটকে গেছে। তুমি অসম্ভব সুন্দরী এবং আবেদনময়ী, কোনো পুরুষই তোমার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না।

এ প্রশংসা শুনলে কোন মেয়ে না খুশী হয়?

লারা বলল–আপনি ঠিকই বলেছেন।

ম্যাক অ্যালিস্টার হাসলেন। এবার লারার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি সোজাসুজি বললেন লারা আমি তোমাকে আমার শয্যাসঙ্গিনী করতে চাই। আশা করি, এতে তোমার আপত্তি নেই?

গম্ভীর হয়ে গেল লারা, সে বলল–আপনি এ কী বলছেন?

কাটা কাটা শব্দে সিন বললেন–শোনো লারা, পৃথিবীটা এইভাবে লেনদেনের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আমি তোমাকে অতগুলো টাকা দেব, আর বিনিময়ে কিছু পাব না, তা কেমন করে হবে। কিছু পেতে গেলে তোমাকেও তো এগোতে হবে। তুমি তোমার আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করো যে, বাবার সঙ্গে তোমার অনেক তফাত আছে।

লারার মনে তখন দোলাচল তৈরী হয়েছে। কী আছে এই শরীরে, যার জন্য সব পুরুষরা তার দিকে লোভী চোখে তাকিয়ে থাকে? শরীর কি এঁটো হয়? ধুয়ে নিলে আবার সব আগের মতো পরিশুদ্ধ। তাই নয় কি?

সিন বললেন লারা, এই সুযোগ তোমার জীবনে দ্বিতীয় বার আসবে না। তুমি ভেবে। দেখো, এই একটা সুযোগ তোমার জীবনের গতি প্রকৃতিকে একেবারে পাল্টে দিতে পারে। তোমাকে আমি সময় দিচ্ছি।

লারা বলল–না, আমি সময় নেব না। আমি এখনই বলছি। আমি রাজী আছি।

তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। সতীত্ব বিক্রি করে সে অনেক ডলার হাতে। পাবে। ধীরে ধীরে তার স্বপ্ন সফল করবে। এটাই তো তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাই নয় কি?

সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের চোখ দুটো তখন জ্বলে উঠেছে। তিনি লারার হাতে হাত দিলেন। চাপ দেবার চেষ্টা করলেন। তারা আহত অভিমানে বলল–না স্যার, এখনই নয়, আগে বিজনেস কনট্রাক্টটা সই হোক, তারপর।

কিশোরী মেয়ের এহেন বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সিন অবাক হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, এমন মেয়ের সাথেই পাঞ্জা লড়া সম্ভব।

.

পরের দিন সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক লোনের চুক্তি পেয়ে গেল লারা। সিন বুঝিয়ে বললেন, শর্তটা খুবই সোজা, দশ বছরে শতকরা আট পারসেন্ট ইন্টারেস্ট। তোমাকে আমি দুশো হাজার ডলার লোন দিলাম। তুমি কনট্রাক্টের একেবার শেষ পাতায় একটা সই করে দাও।

লারা হাতে নিয়ে বলল–স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, আমি এটা ভালোভাবে দেখতে চাই।...এখন সময় নেই। আমি কি এটা নিয়ে যাব? কাল সকালে আপনাকে ফেরত দেব। আপনি রাজী তো?

সিন বললেন–ঠিক আছে, তারপর কণ্ঠস্বরটা নামিয়ে বললেন, আগামী শনিবার হ্যালিফ্যাক্সে যাচ্ছি। আমি চাই, তুমি আমার সফর সঙ্গিনী হবে।

লারার সমস্ত শরীরে কেমন একটা শিহরণ, ঠোঁটে শুকনো হাসি এনে সে বলল ঠিক আছে, আমি যাব।

–তুমি কাল কনট্রাক্ট সই করে আমাকে ফেরত দিয়ে যেও। এরপর আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর ব্যবসায়িক সম্পর্ক চালু হবে। আমি তোমাকে একটা ভালো বিল্ডার দেব। নোভাসকটিয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর নাম শুনেছো কি?

লারার চোখ দুটো জ্বলে উঠল–সে বলল, ওখনকার এক ফোরম্যান আমার চেনা। তার নাম বার্জ স্টিল।

–গ্রেস বে-তে বেশ কিছু বড়ো বড়ো বাড়ির সঙ্গে এই সংস্থা যুক্ত। আমি একটা কন্ট্রাক্ট করে দেব। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

লারা বেরিয়ে এল। এই মুহূর্তে সে অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে। ফেলে আসা অতীতটাকে মন থেকে ভুলে যেতে হবে। এখন সে শুধু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবে। কনট্রাক্ট নিয়ে লারা হাজির হল চার্লস কোহনের কাছে। সব কিছুই বলল। তবে একটা বিষয় বলতে পারল না। তা হল সিনের সঙ্গে তার যে গোপন চুক্তিটা হয়েছে, সেটা।

চার্লস ভালোভাবে কনট্রাক্টটা পড়ল। লারার হাতে ফেরত দিল। বলল–লারা, আমার পরামর্শ যদি শোনন, তাহলে তুমি এটাতে সই করো না।

লারা অবাক হয়ে বলল–কেন?

–কনট্রাক্টে একটা সাংঘাতিক শর্ত আছে। বলা হয়েছে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি তুমি বাড়িটা তৈরী করতে না পারো তাহলে তার মালিকানা ব্যাঙ্কের হাতে চলে যাবে। অর্থাৎ আমার কোম্পানী ম্যাক অ্যালিস্টারের ভাড়াটিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু ইন্টারেস্ট এবং লোনের পুরো অর্থ তোমাকে দিতে হবে। তুমি বলো, এই শর্তটা পাল্টাতে।

লারার বুক থেকে একট গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তার কেবলই মনে হল, লোভী নেকড়েদের মধ্যে সে বোধহয় এক অসহায় হরিণী।

সে বলল–যদি এই শর্তটা না বদলায়?

–তাহলে ব্যাপারটা বেশ ঝুঁকির হয়ে যাবে লারা। সময় মতে শেষ করতে না পারলে তুমি ওই বিরাট ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। তখন সারাটা জীবন হয়তো তোমাকে... কথা শেষ করল না কোহন।

লারা বললযদি ঠিক সময়ে বাড়িটা আমি তৈরী করতে পারি?

–অত সহজ নয়। তুমি এব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ, তুমি জানো না একটা বাড়ি তৈরী করতে গেলে প্রতি পদক্ষেপে কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সব ব্যাপারটা তো অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

লারা বলল–সিডনিতে একটা নামকরা কনস্ট্রাকশন কোম্পানী আছে। আমি ওদের ফোরম্যানকে চিনি, যদি তিনি আমাকে আশ্বাস দেন, তাহলে আমি এগিয়ে যাব।

লারার মধ্যে একটা মরিয়া ভাব আছে দেখে কোহন আর কোনো কথা বলল না। সে বলল–ঠিক আছে, তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো।

সিডনিতে একটা ছতলা বাড়ি তৈরী হয়েছিল। সেখানেই বার্জ স্টিলকে পাওয়া গেল। বছর চল্লিশেক বয়স, পেটানো চেহারা, লারাকে ভালোভাবেই অভ্যর্থনা করলেন তিনি।

লারা সোজাসুজি বলল–আপনাকে একটা বাড়ি তৈরীর দায়িত্ব নিতে হবে মিস্টার স্টিল।

–তুমি তৈরী করাবে? পুতুল খেলার বাড়ি নাকি?

–না স্যার, এবার লারা চার্লসের দেওয়া ব্লুপ্রিন্টটা তার ফাইল থেকে বের করল। মিস্টার স্টিলের হাতে দিয়ে বলল, এই বাড়িটার নকশা।

বার্জ স্টিল নকশাটা ভালোভাবে দেখলেন। অবাক হলেন রীতিমতো। বললেন–এটা তো একটা বিরাট কাজ, তুমি এটা পেলে কোথা থেকে?

–সে কথা থাক, আমি আর আপনি দুজনে মিলে বাড়িটা তৈরী করব। এটা কিন্তু আমার বাড়ি।

–তাই নাকি? স্টিলের কণ্ঠস্বর বেশ মোলায়েম। লারা বলল–বাড়িটা কিন্তু একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। বাড়ি তৈরীর খরচ এক লক্ষ সত্তর হাজার ডলারের বেশী হবে না।

বার্জ স্টিল কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন–ডিসেম্বর একত্রিশ। অর্থাৎ দশ মাস বাকি?

–আমি জানি, এর মধ্যে তৈরী করতে হবে।

বার্জ স্টিল ড্রইংটা দেখতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন–যদি এখনই কাজটা শুরু করতে পারো, তাহলে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে বাড়িটা তৈরী হবে।

–করব। তার আগে আমাদের মধ্যে চুক্তিগুলো সেরে ফেলা দরকার।

দুজনে হাত মেলাল। বার্জ স্টিল বললেন–এতদিন পর্যন্ত যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, সত্যি কথা বলতে কী, তারা সবাই ছিল নীরস ব্যক্তিত্বের মানুষ। তুমি আমার সবথেকে আকর্ষণীয়া বস হতে চলেছে।

–ধন্যবাদ স্যার, কত তাড়াতাড়ি কাজটা আরম্ভ করতে পারবেন?

–আমি কালই গ্রেস বে-তে যাচ্ছি। আমি জায়গাটা দেখব। তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। একটা কথা বলতে পারি, বিল্ডিংটা গোটা শহরের গর্ব হয়ে উঠবে।

লারা বাইরে এল। মনে হল সে যেন ভারমুক্ত পাখির মতো আকাশে দুটি ডানা মেলে দিয়েছে।

গ্রেস বে-তে ফিরে চার্লস কোহনকে সমস্ত ব্যাপারটা বলল। চার্লস একটু গম্ভীর ভাবে জানতে চাইল–লারা, তুমি কি নিশ্চিত ওরা খুব বিশ্বাসযোগ্য কোম্পানী?

–হ্যাঁ, হ্যাঁলিভারস আর সিডনিতে ওরা অনেকগুলো বাড়ি তৈরী করেছে।

এবার আসল লড়াই শুরু হবে। সিন অ্যালিস্টারের পাথর কঠিন মূর্তিটা হঠাৎ লারার চোখে সামনে ভেসে উঠল। একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বর গমগমিয়ে উঠল চার পাশে। আগামী শনিবার আমরা একসঙ্গে হ্যাঁলিফ্যাক্সে যাচ্ছি।

আজ বুধবার। শনিবার হতে আর মাত্র দুটি দিন বাকি।

পরের দিন সকালবেলা লারা কনট্রাক্ট ফর্মে সই করল। সিন একভাবে তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে, লারা চলে যাবার পর সিনের ঠোঁটের কোণে পরিতৃপ্তির হাসির রেখা ফুটে উঠল। ভাবলেন, যাক শেষপর্যন্ত ওই সুন্দরী মেয়েটকে তিনি সম্পূর্ণভাবে কজায় আনতে পেরেছেন। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু লারাকে দেওয়া টাকাটা দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসবে, এব্যাপারে উনি সুনিশ্চিত।

সিন চোখ বন্ধ করলেন, লারার আবেদীন চেহারাটা তার চোখের তারায় ফুটে উঠল। আর মাত্র কিছুটা সময়, তারপর? তারপর যা ঘটবে তা ভাবতে ভাবতে সিনের সমস্ত পৌরুষ তখন আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। দুধসাদা বিছানাতে দুটি নগ্ন শরীর মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, এর থেকে আনন্দের মুহূর্ত আর কখনও আসবে কি?

এর আগে লারা দুবার হ্যাঁলিফ্যাক্সে এসেছে। গ্রেস বে শহরের সঙ্গে এই শহরের অনেক তফাৎ আছে। এই শহরটা ক্রমশ চারদিকে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। রাস্তা পার হওয়া। খুব সমস্যা। দুপাশে অসংখ্য দোকান। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। শহরের এক প্রান্তে হোটেলে গিয়ে হাজির হলেন সিন ম্যাক অ্যালিস্টার। সঙ্গে লারা। সিনের গাড়িটা একেবারে আধুনিক মডেলের। মাঝমধ্যে তিনি গাড়ির মডেল পাল্টান। হোটেলের কিছুটা দূরে গাড়িটাকে পার্ক করে সিন বললেন, তুমি একটুখানি অপেক্ষা কর। আমি আসছি, তুমি গাড়িতেই বসে। থাকবে কিন্তু।

লারা গাড়ির মধ্যে বসেছিল। মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের ছাপ, শেষপর্যন্ত নিজেকে সমর্থন করে বিড়বিড় করে বলে ওঠে–আমার উচ্চাকাঙ্খ পরিতৃপ্ত করতে আমি আমার শরীরকে বিক্রি করছি। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়?

পরের মুহূর্তে তার মনে অন্য একটা অপরাধবোধ জেগে উঠল। পথচলতি বেশ্যার সঙ্গে তার কোনো তফাৎ আছে কি? কিন্তু? যে করেই হোক দুশশা হাজার ডলার তার চাই। তার বাবা এত বিশাল অর্থ জীবনে দেখেনি। ছোটো থেকে সে কি পেয়েছে? সকলের কাছ থেকে সীমাহীন অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যদি সে তার শরীরটা বিক্রি করে ভাগ্যের চাকাটা পাল্টাতে চায়, তাতে দোষের কিছু আছে কি?

চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল, হাসি মুখে সিন দাঁড়িয়ে আছে। বললেন–নেমে এসো লারা, রুম পেয়ে গেছি।

লারার হঠাৎ মনে হল নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, হৃদস্পন্দনের শব্দ সে বুঝি। শুনতে পাচ্ছে। তার চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। লারার এই অভাবিত পরিবর্তনে সিন অবাক হলেন, অভিজ্ঞ মানুষ তিনি, বললেন–লারা তোমার কষ্ট হচ্ছে কি?

–না ঠিকই আছি, মুখে একটা সুস্মিত হাসির টুকরো আনার ব্যর্থ চেষ্টা করল। মনে মনে ভাবল, আমি মরে যাচ্ছি, আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আমি পবিত্র শরীরে মরতে চাই। আমি বারবনিতা হতে চাই না!

শেষ পর্যন্ত লারা গাড়ি থেকে নেমে এল। সিনের সঙ্গে হাজির হল একটা কেবিনে।

বেশ বুঝতে পারল সে, এবার তার জীবনে কোন্ ঘটনাটা ঘটতে চলেছে। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করল সে। বুঝতে পারল একটা দুধসাদা বিছানা ঝড় তোলার। অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে একটা ড্রেসিং টেবিল, ছোট্ট একটা বাথরুম। দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক পেয়ে বসল লারাকে। মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বিছানাতে কোনোরকমে বসল।

ম্যাক অ্যালিস্টার চেয়ারে বসে বললেন, এই বোধহয় তোমার প্রথমবার তাই না লারা?

–হ্যাঁ। লারার মনে ভেসে উঠল পুরনো একটা ছবি। স্মৃতি বড্ড বেশি টানছে তাকে এখন। কিশোরী বয়সে স্কুলের একটা ছেলে ওর বুকে একবার চুমু খেয়েছিল। উরুর সন্ধিস্থলে হাত রেখেছিল। কিন্তু সেটা তো হঠাৎ আচমকা ঘটে গেছে। আজ? আজ ও নিজে থেকেই ধর্ষিতা হতে এসেছে!

লারার পিঠে হাত রাখলেন ম্যাক অ্যালিস্টার। তিনি বললেন–ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই, এই ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। দেখবে পরে তোমার সব অভ্যেস হয়ে যাবে।

লারা অবাক চোখে তাকাল সিনের দিকে। সিন তখন পোশাক খুলতে ব্যস্ত। লারার দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন–কি ব্যাপার? তুমি এখনও এভাবে বসে আছো কেন?

সিনের পরনে সংক্ষিপ্ত একটা পোশাক। লারা নিজেকে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করতে থাকে। প্যান্টি আর ব্রা ছাড়া কিছু রইল না তার আবেদনময়ী শরীরে। তাকে এই অবস্থায় দেখে সিন একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। এত কামনা জেগে আছে ওর শরীরের খাঁজে খাঁজে।

অ্যালিস্টার আর স্থির থাকতে পারলেন না। উন্মাদের মতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লারার নরম শরীরের ওপর। প্রথম মিলন, লারার দেহ মনে এক টুকরো সুখ নিয়ে এল না। সর্বগ্রাসী এক অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে লারা তখন এগিয়ে চলেছে, স্থির লক্ষ্যে অবিচল, যে করেই হোক ওই স্বপ্নের চাবিকাঠি তাকে মুঠোবন্দী করতেই হবে।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

চার্লস কোহন নোভাসকটিয়া কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর তৈরী পাঁচটা বিল্ডিং দেখেছে। লারাকে সে বলল–লারা তুমি সঠিক লোককে নির্বাচন করেছে, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ওরা ভালোবেসে কাজটা করে। তুমি মিঃ স্টিলকে জায়গাটা দেখিয়ে দাও।

লারা মুচকি হেসে বলল ঠিক আছে।

চার্লস কোহন আর বার্জ স্টিলকে নিয়ে লারা ঠিক জায়গাতে গেল। সাইটটা পছন্দ হয়েছে মিঃ স্টিলের। তিনি বললেন–বাঃ, এটা চমৎকার! আগে থেকেই মাপজোক করা ছিল।

চার্লস কোহন তবু জিজ্ঞাসা করল–৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যে করেই হোক কাজটা কিন্তু শেষ করতে হবে।

মেয়েটাকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে, সিন ভীষণ চালাক, কায়দা করে শর্তের মধ্যে এমন একটা অসম্ভব ইঙ্গিত ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

বার্জ স্টিল বললেন–সম্ভবত তার আগেই হয়ে যাবে।

লারা অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল–মিঃ স্টিল, আপনি কবে থেকে কাজ করতে পারবেন?

–পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি। লারা বলল, আপনি একটু তাড়াতাড়ি করবেন কি?

লারার মুখে মৃদু হাসি, স্বপ্ন শেষপর্যন্ত বাস্তবের সরণী দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছে।

নতুন বিল্ডিং লারাকে একটা অন্য জগতে নিয়ে যাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেকদিনই সে একবার করে সাইটে আসে। যতদিন যাচ্ছে ততই সে আরও বেশি অভিজ্ঞা হয়ে ওঠে। লারার স্বপ্নে এবং জাগরণে এখন শুধু ওই বাড়িটা। শুধু ওইটা নয়, একদিন সে শখানেক বাড়ি তুলবে শহরের বিভিন্ন জায়গাতে। মনের এই কথাটা বলল চার্লসকে। চার্লস তার কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেছে। চার্লস জানে, লারা যেভাবে এগিয়ে চলেছে, আজ অথবা আগামীকাল তার এই আপাত অসম্ভব স্বপ্নটা সফল হবে।

দুদিনের মধ্যে জমি মাপার কাজ শেষ হয়ে গেল, তিনদিনের দিন সকালবেলা আর্ট মোবিন রিক্রুইটমেন্ট বোল্ডার এসে গেল। সার্ভেটার ভালই ছিল, বার্জ সাইটে ছিলেন। তদারকির কাজ শুরু হয়ে গেল। বাড়ি তৈরীর প্রথম পর্যায়ের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

বোর্ডিং হাউসের লোকেরা ব্যাপারটা ভালোভাবে জেনে গেছে। লারার মুখে সাফল্যের হাসি, তারা লারার এই ভাগ্যের পরিবর্তনে খুবই উল্লাসিত। ডিনারের আসরে সবার মুখে মুখে এই কথা ফিরতে থাকে। তারা সকলে লারার কাছ থেকে খুঁটিনাটি বিষয় জানতে ইচ্ছুক। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে যে যতটা অভিজ্ঞ, অবিরতভাবে সেই অভিজ্ঞতা দান করছে লারাকে। প্রত্যেকটা দিন লারার কাছে একটা নতুন সূর্য সঙ্গে নিয়ে আসে। দেখতে দেখতে দুসপ্তাহ কেটে গেল। তারপর লারার চোখের সামনে দেখা দিল স্বপ্নের

ওই বাড়িটা, লারা বিশ্বাস করতে পারছে না। এই বাড়িটা তারই মালিকাধীন থাকবে। এমন একটা অসম্ভব স্বপ্ন তাহলে সফল হচ্ছে?

অনেকের চোখে এই বাড়ি প্রাণহীন ইট কাঠ পাথরের সমাবেশমাত্র। কিন্তু লারার চোখে এটি ছিল স্বপ্নের একটা মন্দির। প্রত্যেকদিন সকাল এবং সন্ধ্যেবেলা নিয়ম করে সে ওই বাড়িটাতে যেত। মনে মনে ভাবতো এটা একেবারে আমার।

এর পাশাপাশি অবশ্য একটা দুঃখ কাটার মতো খচখচ করতে তার মনের ভেতর। ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের পর প্রতি মুহূর্তে তার আশঙ্কা ছিল সে হয়তো গর্ভবতী হয়ে উঠবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তা হয়নি। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। লারা নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলল।

সিন ভাড়াগুলো যথারীতি তুললেন। তখন লারার থাকার ব্যাপারটা খুবই জরুরী হয়েছে। ম্যাক অ্যালিস্টারের মুখোমুখি হতে সে চাইছে না। কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে লারা দেখা করল ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে। ম্যাক লারাকে দেখে খুবই খুশি হলেন। বললেন–লারা আমরা আরও একবার হ্যাঁলিফ্যাক্সে যাব তাই নয় কি?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, লারা এখন অতি সহজেই কামুক পুরুষের চোখের ভাষা পড়তে পারে। কিন্তু অ্যালিস্টারকে চটিয়ে লাভ নেই। দুকূলে নৌকা ভেড়ানোর চেষ্টা করে সে বলল–আমি তো এখন বাড়ি তৈরীর কাজে খুবই ব্যস্ত। কথাটা ঠিক, বাড়ি তৈরীর ব্যাপারটা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। সিটমিটার লাগানোর কাজ বাকি আছে, ছাদ জানলা এসব হয়নি। লারা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল, শুনে সিন আর যাবার জন্য চাপ দিলেন না। যাক

বাবা। আপাতত বাঁচা গেছে, লারা ভাবল। চার্লস কোহন বোর্ডিং হাউস থেকে চলে গেছে। তবে প্রত্যেক সপ্তাহে সে ফোন করে বাড়িটা কতদূর এগোচ্ছে সে বিষয়ে খবর নিত। লারার সবথেকে আনন্দ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়িটা তৈরী হয়ে যাবে। চার্লসকে সে একথা জানিয়ে দিয়েছে। চার্লস জানিয়েছে লারা যে শেষপর্যন্ত একটা অসম্ভব স্বপ্নকে বাস্তব করেছে তাই চার্লস খুবই খুশি।

লারার সঙ্গে সিন ম্যাক অ্যালিস্টার একাধিকবার বিল্ডিং সাইটে হাজির হয়েছেন। তিনিও ভাবতে পারেন নি এত সহজে লারা সবকিছু সামাল দিতে পারবে। তিনি বললেন, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে আমি পারছি না।

তিনি আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছেন, অন্তত লারার তাই মনে হল। চার্লস ম্যাক অ্যালিস্টারের ব্যাপারে একটু বেশি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সিন এখনও পর্যন্ত এমন কোনো কাজ করেননি যাতে লারার মনে হতে পারে যে তিনি সন্দেহ পরায়ণ। তিনি লারার দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না।

.

নভেম্বর শেষ হয়ে এল, বাড়িটা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। জানলা আর দরজা বসানোর কাজ একেবারে শেষে। বাইরের দেওয়াল তৈরী হয়ে গেছে, এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের সোমবারে কাজের গতি সামান্য কমে গেল। লারা সঙ্গে সঙ্গে সাইটে হাজির হল। সকাল বেলা মাত্র দুজন লোকে রয়েছে। তারাও খুব ধীরে ধীরে কাজ করছে। লারা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, হঠাৎ কাজের গতি কমে গেল কেন?

একজন বলল–সব লোকেরা অন্য জায়গাতে কাজ করতে গেছে, কাল ফিরে আসবে।

পরের দিন আরো শোচনীয় অবস্থা, লারা গিয়ে দেখল একজনও আসেনি। ব্যাপারটা লারার কাছে মোটেই ভালো বলে মনে হল না। সে বুঝতে পারল কোথাও একটা ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। তবে কি অ্যালিস্টারের কালো হাত? কিন্তু কেন? লারা তো তার কথা মতো সবকিছু করেছে। পবিত্র শরীরটাকে অপবিত্র করেছে। বাসে চড়ে এসে হাজির হল সে হ্যাঁলিফ্যাক্সের বাস ডিপোর কাছে। মিঃ স্টিল অফিসেই ছিলেন, তিনি লারাকে দেখে বললেন–এসো লারা, ভেতরে এসো।

লারা জানতে চাইল–কি হয়েছে, কাজ বন্ধ কেন?

মিঃ স্টিল হেসে বললেন–এত চিন্তার কি আছে? আমরা অন্য একটা কাজ হঠাৎ পেয়ে গেছি। সে জন্য ওখানকার কাজে একটু ঢিলে দিতে হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

–কবে কাজ আরম্ভ হবে?

–পরের সপ্তাহে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমার কাজটা শেষ করবো। তুমি এব্যাপারে একদম চিন্তা কোরো না।

–আপনি কি জানেন মিঃ স্টিল, একেকটা দিন আমার কাছে এক একটা বছরের সমান।

–নিশ্চয়ই আমি জানি।

লারা আবার বলে উঠল–আপনি তো জানেন চুক্তিপত্রে লেখা আছে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাড়িটা তৈরী না হলে আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলবো। জীবনটা আমার একেবারে শেষ হয়ে যাবে। তাই আশা করি আপনি আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন।

বার্জ স্টিলকে দেখে মনে হল তিনি যেন একেবারে মোমের মানুষ। তিনি মোলায়েমভাবে হেসে বললেন–না, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি কথা দিচ্ছি এ ঘটনা কখনই ঘটবে না।

লারা বোর্ডিং-এ ফিরে এল। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। পরের সপ্তাহে লারা দেখল কাজ এতটুকু এগোোয়ে নি। শ্রমিক কর্মচারীরা কোনো অজ্ঞাত কারণে । কাজে আসছে না। লারা হ্যালিফ্যাক্সে গেল বার্জ স্টিলের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মিঃ স্টিল ছিলেন না। সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করা হল উনি কোথায় গেছেন।

সেক্রেটারী জবাব দিলদুঃখিত মিঃ স্টিল এখানে নেই, বিশেষ একটা কাজে উনি বাইরে গেছেন। এখন কদিন আসবেন না।

এই প্রথম লারার মনে হল চারপাশ যেন অন্ধকারে ভরে গেছে। সাফল্যের কাছাকাছি, এসে এইভাবে সে পা হড়কে পড়ে যাবে নাকি? লারা বার বার বলতে লাগল—আমার কাছে এখন জীবন মরণের সমস্যা। মিঃ স্টিল যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ

করতে না পারেন তাহলে আমি একেবার পথের ভিখারী হয়ে যাব। লারাকে এইভাবে অসহায় আর্তনাদ করতে দেখে সেক্রেটারী হেসে ফেলল। তারপর বলল–মিস ক্যামেরন, আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি জানেন না আমাদের বস কি ধরনের মানুষ। তিনি কখনও কথার খেলাপ করেন না।

লারা ধরা গলায় বলল–কিন্তু কাজ তো এখনও আরম্ভই হয়নি!

–অত ভাবছেন কেন? আপনি মিঃ স্টিলের অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে দেখা করুন, উনি সব ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

–নাম কি ভদ্রলোকের?

–এরিকসেন, সেক্রেটারী বলল। লারা তার কাছে হাজির হল। উনি মোটা সোটা চেহারার বেঁটে মানুষ।

লারা তার কাছে হাজির হতে তিনি বললেন–আমি জানি আপনি এখানে কেন এসেছেন। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই। মিঃ স্টিল আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা আপনার প্রজেক্টের কাজ সামান্য থামিয়ে রেখেছি। আবার শুরু করবো। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের আগে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। আপনার বিল্ডিং শেষ হতে আর মাত্র একুশ দিন লাগবে।

–কিন্তু এখনও অনেকখানি কাজ বাকি আছে।

–আবার বলছি, ভাবনার কিছু নেই, আপনি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছেন। লারা বলল–ধন্যবাদ মিঃ এরিকসেন, আপনাকে বিব্রত করার জন্য আমি ভীষণভাবে দুঃখিত। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি এখন কি মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছি। আমার খুবই নার্ভাস লাগছে। আসলে এটা তো আমার কাছে একটা বাড়ি শুধু নয়, আমার জীবন মরণের ব্যাপার।

লারার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে। মিঃ এরিকসেন লারাকে আশ্বস্ত করে বললেন–চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনি এখনই বাড়ি ফিরে যান। সব ঠিকমতো হয়ে যাবে।

লারা মিঃ এরিকসেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে এল। তখনও পর্যন্ত আশঙ্কাটা । রয়ে গেছে ওর মনের মধ্যে।

লারা শুনেছিল পরের সোমবার আবার কাজ আরম্ভ হবে। কিন্তু সোমবার ভোরবেলা লারা সাইটে গিয়ে দেখল কাজ শুরু হয়নি। একজনও শ্রমিক কাজে আসেনি। লারার তখন উন্মাদের মতো অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে চার্লস কোহনকে সে ফোন করল। চার্লসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল–কি ব্যাপার লারা? তোমার গলা এত শুকনো লাগছে কেন? এনি প্রবলেম?

লারা বলল–জানো চার্লস, ওরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে বার বার আশ্বাস দিচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকবার সেই আশ্বাস ভেঙে দিচ্ছে।

–ব্যাপারটা বেশ ভাববার তো, চালর্স বলল–শোনো লারা, ওদের কোম্পানীটার নাম যেন কি? নোসকটিয়া কনস্ট্রাকশন তাই তো?

–হ্যাঁ, বলল লারা।

ফোনে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ঠিক আছে, সবকিছু খতিয়ে দেখে তোমাকে ফোন করছি।

লারা রিসিভার নামিয়ে রাখল। এই প্রথম তার শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের একটা শিহরণ প্রবাহিত হল। বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকের ভেতর থেকে। সে শুয়ে পড়ল বিছানাতে। কেন এই ঘটনা ঘটছে কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না। দু-ঘন্টা বাদে রিসিভার বেজে উঠল। চার্লসের ফোন। চার্লস কোহন লারাকে জিজ্ঞাসা করল–আচ্ছা এই কোম্পানীর নাম কে তোমাকে রেকমেন্ড করেছে? কার প্রস্তাব বলো তো?

–প্রস্তাবটা সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের ছিল।

এবার চার্লসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল–আমি অবাক হইনি, এই কোম্পানীটা উনিই কিনেছেন।

খবরটা শুনে লারার মনে হল তার পায়ের নীচ থেকে মাটি বুঝি সরে গেছে। পৃথিবীর ভেতর সে ঢুকে যাচ্ছে। ঘোর লাগা স্বরে সে বলল–তাহলে উনি কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। যাতে ঠিক সময় মতো কাজটা শেষ হতে না পারে, তাই তো?

চার্লসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল–আমারও তাই ধারণা।

–হায় ভগবান, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লারা।

চার্লস তখনও বলে চলেছে-শোনো লারা, সিন ম্যাক অ্যালিস্টার লোকটা মোটেই ভালো নয়। মুখে ভালো ব্যবহার করেন, অন্তরে বিষ, উনি একটা কেউটে সাপের মতো।

আবার লারাকে সে বলল–আর ভেবো না, চাকা ঘুরে তোমার দিকে যাবে, তোমার, স্বপ্ন বাস্তব হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে এ যাত্রা বোধহয় তোমাকে সমস্যায় পড়তে হবে।

–আমি যে তাহলে পাগল হয়ে যাব।

চার্লস কোহন আর কি বলবে? নিজেকেই ভীষণ অসহায় বলে মনে হল তার। লারাকে অন্তত সতর্ক করে দিতে পেরেছে, সেটাই তার সবথেকে বড় সান্ত্বনা। সিন ম্যাক অ্যালিস্টার কোনো কথাই শুনবেন না, চার্লস তবু বলল–আমি আবার তোমাকে ফোন করবো, এখন এত ভেঙে পড়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি।

লারা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল। একটা অনিশ্চয়তার সামনে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। সমস্ত রাত্রি লারার চোখের তারায় ঘুম আসতে পারল না। এলোমেলো নানা চিন্তা ওর মনকে আক্রমণ করেছে। সত্যি সত্যি যদি ঠিক সময় মতো বাড়িটা তৈরী না হয় তাহলে কি হবে? তাহলে ওকে এমন দেনার মুখে পড়তে হবে যে দেনা ও সারাজীবনে শোধ : করতে পারবে না। এর থেকে কঠিন শাস্তি আর কল্পনা করা যায় না। লারার চোখে জল এসে গেল। অসহায় লাগছে নিজেকে। অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে লারা ভাবল, পৃথিবীর সব লোক এত বেইমান কেন? ·

কাঁদতে কাঁদতে শেষপর্যন্ত তারা যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বেচারী নিজেই জানে না। ঘুম ভাঙতে তার মনে হল এখুনি সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের কাছে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে

সিনের কাছে গিয়ে হাজির হল। সিন বোধহয় এই অপেক্ষাতেই বসেছিলেন। তিনি বললেন–বাঃ লারা, তোমাকে তো দারুণ সুন্দরী লাগছে আজকে। আজ তোমাকে ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি ব্যাপার সুন্দরী, এই সাত সকালে আমার কাছে কি মনে করে?

–আমি আপনার কাছে এসেছি একমাস সময় নিতে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে ৩১ শে ডিসেম্বর সোমবারের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারা যাবে না।

লারার কথা শুনে ম্যাক অ্যালিস্টারের মুখমন্ডল লাল বর্ণ ধারণ করল। উনি ভুরুটা কুঁচকালেন। বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি বললেন–খবরটা খুবই খারাপ।

–আমি আরও একটা মাস সময় চাই।

ম্যাক অ্যালিস্টার বললেন আমার তো মনে হচ্ছে তা সম্ভব নয়। তুমি কি জানো লারা, কনট্রাক্টে তুমি সই করেছে। এ ব্যাপারে আমি কোনো দর কষাকষি করতে ভালোবাসি না। এটা একটা ব্যবসা সেটা আশাকরি মনে রাখবে।

–কিন্তু।

–দুঃখিত লারা, ৩১ তারিখে এটা ব্যাঙ্কের হাতে চলে যাবে। আমার কিছু করার নেই। লারা প্রতিবাদ করতে পারল না, সে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল।

বোর্ডিং হাউসের সকলের কানে এই অশুভ সংবাদটা পৌঁছে গেছে, তারাও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছে। তারা রাগে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ ম্যাক অ্যালিস্টারকে গালগাল দিতে শুরু করল। লারা তখন শরীর ও মনের দিক থেকে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বোর্ডারদের একজন বলল–হারামজাদা এটা কিছুতেই করতে পারে না।

–কিন্তু করেছে, লারা বুক চাপড়ে বলে আমার সব শেষ হয়ে গেল, আমি এখন কিভাবে দিন কাটাবো বুঝতে পারছি না।

একজন বোর্ডার বলল–আমরা সবাই মিলে যদি ওঁর কাছে যাই তাহলে কি কিছু হবে?

লারা বলল–আর কিই বা হবে? মাত্র আড়াই সপ্তাহ বাকি আছে।

একজন বোর্ডার বলল–আচ্ছা, একবার সাইটে গিয়ে বিল্ডিংটা দেখে আসবো কি?

সবাই সাইটে গেল, সত্যিই তো, বাড়িটা শেষ হতে অনেক টুকিটাকি কাজ বাকি আছে। ডিসেম্বরের ঠান্ডায় সকলে ঠকঠক করে কাঁপছিল, সেসব উপেক্ষা করে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোনো পথ বের করা গেল না। লারার তখন কথা বলার মতো অবস্থা নেই। তার পরিচিত একজন বোর্ডার বলল–তোমার লোকটা সত্যিই খুব ধূর্ত ব্যাঙ্কার। বাড়ি তো প্রায়ই শেষ হয়ে এসেছে। এখন সে পাল্টা চাল খেলে তোমাকে হারাবার চেষ্টা করছে। তবে...।

–তবে কি?

বোর্ডাররা বলল–আড়াই সপ্তাহ বাকি আছে। আমি বলছি বাড়িটা এখন যে অবস্থায় আছে, সকলে মিলে চেষ্টা করলে আড়াই সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

বাকি সকলে সমস্বরে সায় দিল, লারা তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছে না কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। সে আমতা আমতা করে বলল–তোমরা কেউ ঠিকমতো বুঝতে পারছে না কেন? আমার সমস্যাটা যে কত গভীর? মিস্ত্রীরা কাজে না এলে আমি কি করবো?

–শোনো লারা, এই বাড়িটার কিছু কাজ এখনও বাকি। জল, গ্যাস এসবের পাইপ বসানা হবে। ইলেট্রিকের কাজ আর কিছু কাঠের কাজ। ওরা না এলেও ক্ষতি নেই। আমাদের বেশ কিছু লোকজন এখানে আছে যারা এসব কাজ করতে পারে। তারা অনায়াসে এসব কাজগুলো করতে পারবে।

লারা তখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, সে অসহায় হয়ে বলল–আমি তোমাদের কোনো পয়সা দিতে পারবো না। ম্যাক অ্যালিস্টার আমাকে খরচের অর্থ দেবেন না। কারণ...

–আমরা দেবো, বোর্ডাররা সমস্বরে বলল, মনে করো এটা আমাদের ক্রিসমাসের উপহার।

খবরটা একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে গেল। গ্রেস বে শহরের সকলের কানে পৌঁছে গেল এই শুভ সংবাদ। অন্যান্য জায়গার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কাররা এসে বাড়িটা দেখতে লাগল। তাদের মধ্যে অর্ধেকই লারাকে পছন্দ করে। বাকি অর্ধেক ম্যাক অ্যালিস্টারের

সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, কিন্তু ম্যাক অ্যালিস্টারকে কেউ ভালোবাসে না। থেমে থাকা কাজ আবার জোর কদমে শুরু হল।

সকলেই ম্যাক অ্যালিস্টারকে গালগাল দিচ্ছিল। এতদিন নিস্তব্ধ জায়গাটা আবার শ্রমিকদের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। কাজের নেশা সবাইকে পেয়ে বসেছে। এটা ওদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বাড়িটা শেষ করতেই হবে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের কানে গেল। রাগে চিৎকার করতে করতে তিনি সাইটে, এলেন। তখন কাজ চলছিল। তিনি চিৎকার করে বললেন–এসব কি হচ্ছে? এরা তো কেউ আমার লোক নয়।

লারা দাঁড়িয়েছিল, লারা বলল ঠিকই বলেছেন, এরা আমার লোকজন, কনট্রাক্টে এমন

কোনো শর্ত নেই যা আপনার লোক দিয়েই বাড়িটা শেষ করতে হবে।

–ঠিক আছে, কিন্তু আমি দেখে নেবো সবকিছু ঠিকমতো হয়েছে কিনা, একটা বাজে বাড়ি কিন্তু আমি কখনই নেবো না।

–তাই করবেন, লারা দৃঢ়স্বরে বলল।

সিন প্রচণ্ড রেগে গেছেন, কিন্তু মনের ক্ষোভ আর রাগকে চেপে রাখতে বাধ্য হলেন তিনি। বাড়িটা শেষ পর্যন্ত শেষ হচ্ছে, এই ঘটনাটাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত কাজটা শেষ হয়ে গেল। গর্বিতা রূপসীর মতো আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলো ওই স্বপ্নের মানসকন্যা। লারার দুচোখে তখন মুগ্ধতা এসেছে। মুখে কোন কথা বলতে পারছে না সে।

সেই রাতে সমস্ত বোর্ডারকে নিয়ে একটা সুন্দর পার্টি দিয়েছিল লারা। শুধু বোর্ডাররা নয়, যে সমস্ত মিস্ত্রী মজুররা কাজ করেছে, সকলকেই সে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানালো। এটা লারা ক্যামেরনের তৈরি প্রথম বাড়ি। লারা এই প্রথম বুঝতে পারল এই শহরের লোকজন তাকে কতখানি ভালোবাসে। কিন্তু বিপদের মুখে না পড়লে আমরা এসব অনুভূতিগুলো উপলব্ধি করতে পারি না। লারা বুঝতে পারল, এবার সে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এতবড় বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছ, ভবিষ্যতে আর কোনো সমস্যা তাকে থামাতে পারবে না।

.

এরপর থেকে সত্যি সত্যি লারাকে আর থামতে হল না। ওর মনের ভেতর নানারকম পরিকল্পনা ভেসে উঠেছে। চালর্স কোহনের সঙ্গে দেখা করল ও। চার্লস তো আনন্দে অভিভূত। এইভাবে যে ব্যাপারটা শেষ হবে চার্লস তা ভাবতে পারেনি।

লারা বলল–চার্লস তোমার নতুন কর্মচারীদের একটা বাসস্থানের প্রয়োজন আছে এই শহরে। আমি ওদের জন্য একটা বাড়ি তৈরি করতে চাই, তোমার আপত্তি নেই তো?

–না না, তোমার কাজে আমি খুব উৎসাহী। চার্লস কোহন তার সবথেকে কাছের বন্ধু, লারা সেই গোপন সত্যটা বুঝে গেছে। লারা সিডনিতে একজন ব্যাঙ্কারের সঙ্গে দেখা

করল। নতুন একটি প্রজেক্ট নিয়ে তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করল। প্রয়োজন মাফিক অর্থ পেতে এখন লারার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ তার তৈরি করা ওই বাড়িটার গর্বগাথা সকলেই জেনে গেছে। একটির পর একটি বাড়ি তৈরি হবার পর তারা একদিন চার্লসকে বলল–চার্লস, তুমি বলতে পারো এই শহরে আর বাড়ি তৈরি করতে হবে?

চার্লস বলল–এখানে গরমকালে অনেক ট্যুরিস্ট আসে মাছের জন্য। আমরা যদি খাঁড়ির কাছে একটা সুন্দর ট্যুরিস্ট হোম তৈরি করি তাহলে কেমন হবে? তাহলে মনে হয় তোমার দুপকেট উপচে পড়বে।

প্রস্তাবটা লোভনীয় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরের তিন বছরের মধ্যে লারা আরেকটি অফিস বিল্ডিং তৈরি করল, সমুদ্র সৈকতের ধারে বেশ কয়েকটি কটেজ আর একটা শপিং ম্যাল। অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশি সাহায্য করল সিডনি আর হ্যালিফ্যাক্সের ব্যাঙ্কগুলো। তারাও খুশি লারার মতো এক তরুণী কন্যার এই অভাবনীয় উদ্যমে।

এরপর দু-বছর কেটে গেছে, তারা এখন রিয়েল এস্টেটের পুরো বিল্ডিংটা কিনে নিয়েছে। ইতিমধ্যে সে তিন মিলিয়ন ডলারের মালিক। তার বয়স এখন একুশ বছর।

হঠাৎ একদিন সকালে গ্রেস বে-কে বিদায় জানিয়ে লারা রওনা হল চিকাগোর উদ্দেশ্যে।

.

সপ্তম অধ্যায়

চিকাগো একটি আনন্দ উজ্জ্বল শহর। প্রবাদ আছে এই শহরের সূর্য কখনও অস্ত যায় না। লারা এই জীবনে যে কটা শহর দেখেছে তার মধ্যে হ্যাঁলিফ্যাক্স সবথেকে বড় শহর। তবে হ্যাঁলিফ্যাক্সের সঙ্গে চিকাগোর কোনো তুলনা হয় না। চিকাগোর সঙ্গে একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা স্তরীভূত হয়ে আছে। শহরের লোকজনেরা হৈ-চৈ করতে এমনিতে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু হঠাৎ তারা চুপ হয়ে যায়। সেখানে মলিন রাত নামে অন্ধকারের ঘোমটা মুখে লাগিয়ে।

লারা সেখানকার স্টিভোস হোটেলে হাজির হল। লবিতে এক সুসজ্জিত এবং স্মার্ট মহিলার সঙ্গে দেখা হল। লারা বুঝতে পারলো এই মহিলার খুবই আত্মবিশ্বাস। পোশাক আশাক খুবই জমকালো। ||||||||| -লারা অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াল নিজের ইচ্ছে মতো। পোশাকের ডিজাইন জুতো গয়না সবকিছুই পছন্দ হল তার। কিনেও ফেলল কিছুটা। শেষপর্যন্ত ভাড়া করা স্যুইটে ফিরে এল।

টেলিফোন গাইড থেকে রিয়েল এস্টেটের ব্রোকারদের নাম খুঁজল। একটা নাম বার বার ওর চোখে ভেসে উঠল। পার্কার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। লারা টেলিফোন করে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ও প্রান্তে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল–কাকে চাই?

–আমি কি মিঃ পার্কারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

লারা মোলায়েম কণ্ঠস্বর ভাসিয়ে দিল।

ওপ্রান্তে শোনা গেল–ওকে আমি কি নাম বলব?

–লারা ক্যামেরন।

কয়েক মিনিট পরে একটা ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল আমি ব্রুস পার্কার কথা বলছি। বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

–আমি এখানে একটা চমৎকার লোকেসন খুঁজছি, সেখানে নতুন ধরনের হোটেল করতে চাইছি।

–বেশ তো, আমরা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ মিস ক্যামেরন।

–ঠিক আছে, তাহলে কখন দেখা করা যাবে?

মাঝপথে মিঃ পার্কার বললেন, আমি আপনাকে কিছু ভালো জমির সন্ধান দিতে পারি। আপনি জানান কি ধরনের জমি আপনার পছন্দ। কতটা পরিমাণ অর্থ আপনি খরচ করতে পারবেন।

লারা বলল, তিন মিলয়ন ডলার।

ওপ্রান্তে কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর প্রশ্ন–তিন মিলিয়ন?।

–হ্যাঁ।

–আপনি কি এখন নতুন ধরনের হোটেল করতে চলেছেন?

–হ্যাঁ।

আবার নীরবতা, তারপর পার্কারের ভরাট কণ্ঠস্বর শোনা গেল–শহরের ভেতরের দিকে কোনো বাড়ি বা জমি হলে চলবে কি?

লারা বলল–না, আমি ঠিক তার উল্টোটাই ভেবেছি। আমি একটা ভালো জায়গায় হোটেল করতে চাই। সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইনের।

–তিন মিলিয়ন ডলারে, মিস ক্যামেরন, এব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না।

লারা রিসিভারটা রেখে দিল, সম্ভবত কোনো ভুল ব্রোকারকে ও ফোন করেছে। আবার গোটা ছয়েক নাম ঠিক করল। সবাইকে ফোন করে ও বাস্তব একটা ছবি আঁকল ওর মনের ক্যানভাসে। কেউ তিন মিলিয়ন ডলারে কাজ করতে রাজি নয়। মাঝেমধ্যে অনেকে লারাকে উল্টোপাল্টা পরামর্শ দিল। অর্থাৎ এই টাকায় কেন ওরা রাজি হচ্ছে না? লারার কেবলই মনে হচ্ছে, আরও সস্তায় সুন্দর একটা হোটেল তৈরি করা সম্ভব। অনেক ভেবেচিন্তে লারা ঠিক করল ও আবার গ্রেস বে-তেই ফিরে যাবে। মাসের পর মাস লারা কেবল একটা স্বপ্ন দেখে চলেছে, শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে একটির পর একটি বাড়ি তৈরি করবে। এবার তার স্বপ্ন অত্যন্ত দ্রুত সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে। একটা ভালো প্রবাদ আছে সেটা হল a real home away from home. নিবাস থেকে দূরে অতিথি নিবাসের ব্যাপারটা কি লারা তা জানে। কি কি ব্যবস্থা থাকলে একজন মানুষ বিদেশে গিয়েও নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে, সেই ব্যাপারটাও লারা শিখে

নিয়েছে। এমনকি একটা বাড়িতে কোথায় পিয়ানো রাখতে হবে, তাও লারা জানে। এবার লারা নিজের নামে শখানেক কার্ড ছাপালো, তাতে লেখা আছে মিস লারা ক্যামেরন। তার নিচে নিজের পরিচয় দিয়েছে ডেভলপার। সন্ধ্যেবেলা লারা ছাপানো কার্ডগুলো পেয়ে গেল। এবার থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ ফেলতে হবে। মিচিগান এ্যাভিনিউ সমেত আরও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দোকান থেকে চিকাগো বিষয়ে একটা বই কিনলো। এই শহরে যাদের বড় বড় বাড়ি আছে, তাদের নাম ঠিকানা লেখা আছে ওই বই-এর মধ্যে, লারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নামগুলি দেখল। বিভিন্ন দেশের মানুষরা এখানে বাস করে। গ্রেস বে যেমন ঠিক তেমনই। সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, বেসবন থেকে এসেছে তারা। লারা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেল একটা জায়গাতে একটা ফর সেল বোর্ড লাগানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে ও এক ব্রোকারের সঙ্গে যোগাযোগ করল আর ওই বাড়িটার দাম জানতে চাইল।

ব্রোকার বলল, আশি মিলিয়ন ডলার।

এবার আরেকটি ব্রোকারের সঙ্গে তার দেখা হল। সেও একটা বাড়ির খবর দিল, দাম ষাট মিলিয়ন ডলার, আরেকটা একশো মিলিয়ন ডলার। আর জানতে ইচ্ছে হল না লারার। কারণ ওর কাছে মাত্র তিন মিলিয়ন ডলার আছে।

সরাসরি সে হোটেলে রুমে চলে এল। ভাবনা চিন্তার জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, শেষপর্যন্ত সে ভেবে দেখল ওর সামনে একটা রাস্তা খোলা আছে। তাহল কোনো বস্তিতে ছোট্ট একটা হোটেল তৈরি করা কিংবা আবার তার নিজের দেশে ফিরে যাওয়া। কিন্তু এই দুটো সিদ্ধান্তের কোনোটাই তার মনে ধরল না। সে মনে মনে ভাবল আমাকে যে করেই

হোক সামনের দিকে এগোতে হবে। তার জন্য যদি কিছু ত্যাগ করতে হয় আমি অনায়াসে তা করতে পারবো।

পরদিন সকালবেলা, লারা একটা ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হল। কাউন্টারের পেছনে একজন ক্লার্ককে দেখতে পেয়ে সে বলল–আমি এখানকার ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বলে তার হাতে একটা কার্ড দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বেয়ারা লারাকে নিয়ে গেল। ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম টম পিটারসন, মাঝবয়সী মোটাসোটা এক মানুষ। মনে হয় সব ব্যাপারে তিনি যেন ভয় পাচ্ছেন। কার্ডটা তার হাতে ধরা ছিল। তিনি লারাকে জিজ্ঞাসা করলেন-বসুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

–আমি চিকাগোতে একটা হোটেল তৈরি করতে চাইছি। তার জন্য আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন।

লারার এই কথা শুনে মিঃ পিটারসন হেসে ফেললেন। তিনি বললেন–সে জন্যই তো আমরা এখানে বসে আছি। বলুন আপনি কি ধরনের হোটেল তৈরি করতে চাইছেন।

–একটা বুটিক হোটেল।

–বাঃ চমৎকার পরিকল্পনা।

–সত্যি কথা বলতে কি আমার হাতে মাত্র তিন মিলিয়ন ডলার আছে। এটাকে আমি প্রাথমিক অর্থ হিসেবে ব্যবহার করবো ঠিক করেছি।

–কোনো সমস্যা হবে না, মিঃ পিটারসন হাসলেন। তার হাসির মধ্যে কি একটা অদ্ভুত শব্দ ঝংকারের সুর ছিল। লারার দেহে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। লারা বলল, আপনি সত্যিই বলছেন মিঃ পিটারসন?

মিঃ পিটারসন বললেন–দেখুন মিস ক্যামেরন, আপনি যদি ঠিকমতো পরিকল্পনা করেন তবে ওই তিন মিলিয়ন দিয়েই কাজ হয়ে যাবে।

রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, মিস ক্যামেরন, এখুনি আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সবথেকে ভালো হয় যদি আপনি আজকে ডিনারের আসরে চলে আসেন। তখন আমার মাথার ওপর চাপ থাকবে না, তখন আমি শান্ত মনে আপনার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

লারা এটাই চাইছিল, যে করেই হোক এই মানুষটাকে চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে বাইরে নিয়ে আসতে হবে। লারা বলল ঠিক আছে, কোথায় কখন যেতে হবে বলুন তো?

মিঃ পিটারসন জানতে চাইলেন–আপনি এখানে কোথায় উঠেছেন?

–পামার হাউসে।

–আটটার সময় আপনাকে তুললে কি আপনি আপত্তি করবেন?

লারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল–ভালোই হবে, আমার এখন ভালোই লাগছে। দিনটা শুরু হয়েছে হতাশার মধ্যে দিয়ে কিন্তু যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল, তখন আমার মনে হল হতাশার ঘন অন্ধকার কোথায় হারিয়ে গেছে।

মিঃ পিটারসনের ঠোঁটের কোণে অভয়ের হাসি। তিনি বললেন–ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই।

লারা ওখান থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। সারা দিন কেটে গেল নানা দোলাচলের মধ্যে। মিঃ পিটারসন যে ঠিক লোক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার দেবার বিনিময়ে তিনি কি চাইবেন? মনে মনে সারা হেসে ফেলল। এই শরীরটা ছাড়া আর কীই বা তার দেবার আছে।

আটটার সময় মিঃ পিটারসন এসে তুলে নিয়ে গেলেন লারাকে। হোটেলে গিয়ে হাজির হল দুজনে। মিঃ পিটারসন মিটিমিটি হেসে বললেন, আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন এতে আমি খুবই আনন্দিত। আমরা এখন পরস্পরকে আরও বেশি সাহায্য করবো তাই তো?

–আমরা?

–হ্যাঁ, এখানে অনেক সুন্দরী মহিলাকে আমি ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। কিন্তু সত্যি কথা–বলবো? আপনার মতো রূপসী সুন্দরী কোনো মেয়ে ইতিমধ্যে আমার চোখে পড়েনি। আপনি একটা বিলাসবহুল বেশ্যালয় খুলতে পারেন, এছাড়া...

লারা ভাবতে পারেনি সদ্য পরিচিত একজন তাকে এই ভাবে ভোলাখুলি কথা বলতে পারেন।

লারা বলল–ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মিঃ পিটারসন শয়তানি হাসিতে মুখ উল্লাস করেছেন। তিনি বললেন, যদি গোটা ছয়েক সুন্দরী মেয়েকে জোগাড় করতে পারেন তাহলে আপনাকে কে পায়? আপনি পায়ের ওপর পা রেখে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারবেন।

লারা বুঝতে পারল ভদ্রলোকের মতলবটা কি। সে ওখানে আর একমুহর্ত থাকলো না । সে নিজের হোটেল রুমে চলে এল। মনটা একেবারে বিগড়ে গেছে তার।

পরের দিন আরও তিনটে ব্যাঙ্কারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। প্রথম ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বললেন, মিস ক্যামেরন, আমি আপনাকে একটা ভালো পরামর্শ দিচ্ছি। রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্টের ব্যবসা কোনো মহিলা কখনও করতে পারবে না। এতে এত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট আছে যে পুরুষরাই পাগল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনি সফল হবেন এমন কোনো চাল নেই।

–ধন্যবাদ, কিন্তু একথা কেন বলছেন?

–এ লাইনে অনেক বাজে লোক আছে, তারা অন্ধকারের জীব, তারা আপনার সর্বনাশ করবে এক নিমিষে।

–কিন্তু গ্রেস বে-তে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি তো? কেউ আমার সর্বনাশ করেনি কেন?

ম্যানেজার হেসে বললেন, গ্রেস বে আর চিকাগো এক নয়।

–ঠিক আছে ধন্যবাদ। লারা উঠে পড়ল, আরেকটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সেখানকার ম্যানেজার ওকে বললেন–আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুবই খুশি। হব। কিন্তু খরচের ব্যাপারটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া বিনিয়োগের ব্যাপারটাও।

লারা বুঝতে পারল এখানে আর এক মুহূর্ত থাকাটা উচিত নয়। সে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এবার তিন নম্বর ব্যাঙ্ক। সেখানে দুজন বসেছিল, দুজনেই পুরুষ, একজনকে দেখতে খুবই সুন্দর, চমৎকার পোশাক আর অন্যজন কিছুটা রোগা। পোশাক-আশাকে তেমন জেল্লা নেই, মাথার চুল কম।

প্রথম জনকে প্রেসিডেন্ট বলে মনে হল লারার।

সুন্দর দেখতে লোকটা অন্য লোকটার সঙ্গে লারার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল–মিস ক্যামেরন, ইনি হচ্ছেন হাওয়ার্ড কেলার। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমার নাম বব ভ্যান্স। বলুন আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

লারা জানালো–আমি চিকাগোতে একটা হোটেল করতে চাই। তার জন্য আমার ঋণের দরকার।

বব ভ্যান্স মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনি সঠিক জায়গাতে এসেছেন, আপনি কোনো লোকেশন সুনির্দিষ্ট করেছেন?

–আমি একটা মোটামুটি ভালো জায়গা চাই। এখনও ঠিক করতে পারিনি, জায়গাটা মিচিগান এ্যাভিনিউ থেকে বেশি দূরে হলে কিন্তু চলবে না।

–ঠিক আছে।

লারা ওদের দুজনকে বুটিক হোটেলের ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলল। বব ভ্যান্স সব কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে বললেন–চমকার প্রস্তাব, আমার তো খুবই ভালো লাগছে। একাজে অনেক টাকা খরচ হবে তা আপনি জানেন কি? আপনার হাতে কত ফ্র ক্যাশ আছে?

লারা বলল–আমার কাছে তিন মিলিয়ন ডলারের মতো আছে। বাকিটা আমি লোন হিসেবে নেবো।

এবার বব ভ্যান্স-এর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। উনি বললেন না তাহলে বোধহয় হল না , মিস ক্যামেরন আপনাকে আমরা কোনো সাহায্য করতে পারছি না, আপনার যে পরিকল্পনা আছে তাতে অনেক বেশি অর্থ লগ্নি করতে হবে। তার চেয়ে বরং আপনার অর্ধেক ইনভেস্ট করতে রাজি থাকেন তাহলে...

–ধন্যবাদ, এসবের কোনো দরকার নেই।

একটা বোবা কান্না তখন লারার বুক থেকে বেরিয়ে এল। গ্রেস বে-তে তিন মিলিয়ন ডলারের গুরুত্ব আছে, কিন্তু চিকাগোতে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। সাত-পাঁচ ভাবতে ভারতে সে ফুটপাত ধরে হাঁটছিল, হঠাৎ পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল–এই যে মিস ক্যামেরন?

লারা পেছন ফিরে তাকাল। ভদ্রলোককে চিনতে তার মোটেই অসুবিধা হল না। সে হাওয়ার্ড কেলার, যার মুখোমুখি লারা বসেছিল একটু আগে। মিঃ কেলার ওর সামনে এগিয়ে এলেন। লারা বললেন কি ব্যাপার বলুন তো?

–আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আসুন কফি খেতে খেতে আলোচনা করা যাক।

লারা কিছুক্ষণ ভাবল। ওর মনে একটা আশঙ্কার উদয় হল। ভদ্রলোকের আসল মতলবটা কি? চিকাগো শহরের সব পুরুষই কি খুবই কামুক নাকি? নাহলে এই লোকটা হঠাৎ আমাকে অনুসরণ করল কেন?

হাওয়ার্ড বলল–পাশেই একটা কফিশপ আছে, সেখানেই যাওয়া যাক কেমন?

–ঠিক আছে, লারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল। ওরা কফি শপে হাজির হল। কফি খেতে খেতে হাওয়ার্ড বলল মিস ক্যামেরন, আমি আপাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, অবশ্য যদি আপনি কিছু মনে না করেন।

–বেশ তো, লারা সংক্ষেপে জবাব দিল, তার পরামর্শটা কি লারা হয়তো বুঝতে পারছে। ওই ভদ্রলোক হয়তো লারাকে কোনো ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। হাওয়ার্ড বলল–বুটিক হোটেল একটা চমৎকার পরিকল্পনা। এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। চিকাগোতে এই ধরনের হোটেলের দরকার আছে। কিন্তু আপনি কি তা করতে পারবেন?

হাওয়ার্ডের এই কথায় লারা একটু রুষ্ঠ হল। এখনও তাকে দেখে কি এক নাদান মেয়ে বলে মনে হয়? সে বলল–আপনি কি বলতে চাইছেন?

মৃদু হেসে হাওয়ার্ড বলল–আমার পরামর্শ হল আপনি এখানে একটা ভালো লোকেসনে পুরনো হোটেল কিনে নিন। সেই হোটেলটাকে ভালোভাবে তৈরি করে নিন।

সামান্য চুপ করে হাওয়ার্ড লারাকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বলল–ম্যাডাম, আপনি একটু দেখলেই কম দামে হোটেল কিনতে পারবেন। প্রথমে তিন মিলিয়ন ডলার দিয়ে হোটেলটা কিনে নিন। তারপর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে সেটাকে বুটিক হোটেলে পরিবর্তন করুন।

পরিকল্পনাটা ভালোই লাগল লারার। এই ভদ্রলোককে অযথা সে সন্দেহ করেছিল, নাহ, তার মাথা বোধহয় ঠিক মতো কাজ করছে না। সে বলল–আপনার হাতে কি তেমন কোনো লোক আছে যারা এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ?

হাওয়ার্ড বলল–হ্যাঁ, ভালো আর্কিটেক্ট এবং বিল্ডারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, কবে তাদের সঙ্গে মিটিং করবেন?

বার্জ স্টিলের মুখটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল লারার। লারা ভাবল আবার কোনো ষড়যন্ত্রের জালে সে পা দিচ্ছে নাকি?

শেষ অবধি সে বলল, আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

হাওয়ার্ড কেলারের দিকে তাকাল লারা। তারপর বলল–আমি যদি কোনো ভালো জায়গা খুঁজে পাই তাহলে কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

–যে কোনো সময়ে, গুডলাক।

লারা এবার একটু অপেক্ষা করতে লাগল। নিশ্চয়ই হাওয়ার্ড বলবে ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে কথা বলতে যেমনটি সব পুরুষেরা বলে থাকে। দুর্বল অসহায় মেয়ে দেখলে সুযোগ নেয়। কিন্তু এ কি? হাওয়ার্ড বলল, মিস ক্যামেরন, আপনি কি আরেকটু কফি খাবেন?

–না আপনাকে ধন্যবাদ, লারা উঠে পড়ল। বিদায় জানিয়ে চলে এল ওখান থেকে। ফুটপাত দিয়ে চলার সময় সে সর্তক দৃষ্টিতে দুপাশে নজর রাখছিল। হঠাৎ একটা পুরনো ধরনের হোটেল তার চোখে পড়ে গেল। থমকে থেমে গেল লারা। ভালো করে দেখল ওই হোটেলটাকে। অনেক বছরের পুরনো তা ওই হোটেলের জরাজীর্ণ দশা দেখেই বোঝ যাচ্ছে। দেওয়ালের রং উঠে গেছে, হোটেলটা নতলা উঁচু। বাইরে অস্পষ্টভাবে লেখা আছে–

কংগ্রেসনাল হোটেল। লারা হোটেলের ভেতর ঢুকে পড়ল। ভেতরের অবস্থা আরও শোচনীয়, দরজার সামনে একজন ক্লার্ক বসে আছে। ডেস্কের কাছে টিকিট কাউন্টার এবং রিসেপশনের জায়গা। সব কিছুই কেমন ম্লান এবং জরাজীর্ণ। মানুষটাকেও মনে হচ্ছিল যেন কোনো রকমে বেঁচে আছে। লবির শেষপ্রান্তে পুরনো দিনের একটা সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। লারা ক্লার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা জিজ্ঞাসা করল–আপনার ঘর চাই?

–না আমি জানতে চাই... ।

হঠাৎ ও দেখল একজন ভারী চেহারার মহিলা ওর দিকে এগিয়ে আসেছ। মহিলা এসে ওই ক্লার্ককে বললআমাকে চাবি দাও মাইক। কাছেই এক বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিল। ক্লাকটি সঙ্গে সঙ্গে চাবি দিয়ে দিল। চাবি নিয়ে ওরা হেলতে দুলতে ভেতরে চলে গেল। ক্লার্ক আবার জিজ্ঞাসা করল–বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি? ||||||||| —

লারা জিজ্ঞাসা করল–এই হোটেলটা কি বিক্রির জন্য আছে? সঙ্গে সঙ্গে সে বলল আমি এইরকমই একটা হোটেল কিনতে চাইছি।

ক্লার্ক ব্যাপারটা বুঝলল, সে বলল–এখানকার সবকিছুই বিক্রির জন্য। আপনার বাবা নিশ্চয়ই রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ী?

–না, আমি নিজেই, লারা বলল। এই কথা শুনে ক্লার্কের চোখ দুটো কুঁচকে গেল, সে বুঝি এমন কথা এ জীবনে কখনও শোনেনি।

ক্লার্কটি এবার বলল ঠিক আছে, যদি আপনি আগ্রহী থাকেন তাহলে ডায়মন্ড ব্রাদার্সের একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখন ওরাই এই হোটেলটার মালিক।

–কোথায় পাবো ওদের? লারা জিজ্ঞাসা করল। ক্লার্ক ডায়েরী দেখে ঠিকানাটা বের করে কাগজে লিখে লারার হাতে দিল, স্টেট স্ট্রীটে ওদের পাওয়া যাবে। কাগজের টুকরোটা পকেটে ঢুকিয়ে লারা বলল–আমি একটু জায়গাটা ঘুরে দেখতে পারি?

লোকটা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন, আমার অনুমতির কোনো দরকার নেই।

লারা বুঝতে পারলো, এই লোকটাকে ঠিকমতো মাইনে দেওয়া হয় না। তাই এর স্বভাবটা এমন কুঁড়ে টাইপের হয়ে গেছে। লারা এগিয়ে গেল। পুরো হোটেলটা ঘুরে দেখতে লাগল। সব কিছু পুরনো আমলের, বেশির ভাগের অবস্থা শোচনীয়। লারা মনে মনে খুশি হল। মনের উত্তেজনা চেপে রেখে আবার ক্লার্কের কাছে ফিরে এল সে। বলল–একটা ঘর দেখতে পেলে ভালো হত।

ক্লাকটি এবার মৃদু হাসল, একটা চাবি পেড়ে ওর হাতে দিয়ে বলল–দেখে আসুন বি ১০।

ক্লার্ককে ধন্যবাদ জানিয়ে লারা এগিয়ে গেল। এলিভেটরে চড়ে ওপরে উঠতে উঠতে লারার মনে হল এত ধীর গতির এলিভেটর এই প্রথম দেখতে পাচ্ছে। এটাকে নতুন করতে হবে। ভেতরে আধুনিক ডিজাইনের মূরাল লাগানো যেতে পারে। মনে মনে সে ভেবে নিচ্ছিল কিভাবে এই হোটেলটার খোলনলচে পাল্টাবে। ঘরে ঢুকে দেখল একেবারে এলোমেলা অবস্থা। ঘরটা বড়ো কিন্তু ফার্নিচারগুলো খুবই বেসামাল। রুচিবোধের কোন

ছাপ নেই। লারার হৃৎপিন্ডের গতি আচমকা বেড়ে গেল। এটাই ওর পক্ষে একটা আদর্শ হোটল হতে পারে। সবকিছু ভালো করে দেখে আবার ক্লার্কের কাছে ফিরে এল। ক্লার্কের হাতে চাবিটা জমা দিল।

ক্লার্ক প্রশ্ন করল-সব দেখেছেন ভালোভাবে?

–হ্যাঁ ধন্যবাদ, মুচকি হেসে লারা বলল।

ক্লার্ক জানতে চাইল–সত্যি সত্যি আপনি এই ডেঞ্জার বাড়িটাকে কিনতে চান?

–হ্যাঁ চাই, জবাব দিল লারা। লোকটা আর কিছু বলল না। হঠাৎ এলিভেটরের দরজাটা খুলে গেল। ভেতর থেকে একজন তরুণী আর তার সঙ্গী বেরিয়ে এল। মেয়েটা ক্লার্কের হাতে চাবি আর কিছু নগদ টাকা দিয়ে বললধন্যবাদ মাইক।

ওরা বেরিয়ে গেল, লোকটা লারাকে জিজ্ঞাসা করল সত্যি সত্যি আপনি কি আবার আসবেন?

–হ্যাঁ, আসবো, এই কথা বলে তারা বাইরে বেরিয়ে এল। পরের স্টপেজটা হল সিটি হল অব রেকর্ডস। সেখানে গিয়েও রেকর্ড পত্রগুলো দেখতে চাইল। দশ ডলারের বিনিময়ে কনগ্রেসনাল হোটেলের যাবতীয় রেকর্ডপত্রের ফাইল পেয়ে গেল। পাঁচ বছর আগে ডায়মন্ড ব্রাদার্স ছমিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে হোটেলটাকে কিনেছে। এখন ওকে ডায়মন্ড ব্রাদার্সের অফিসে যেতে হবে।

স্টেট স্ট্রীটের একেবার শেষপ্রান্তে ডায়মন্ড ব্রাদার্সের অফিস। এই বাড়িটা পুরনো ধাঁচের। লারা ভেতরে ঢুকে পড়ল। ডেস্কের সামনে প্রাচ্যদেশীয় এক মহিলা বসেছিলেন। তারা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল–আমি ডায়মন্ডদের সঙ্গে দেখা করবো কি করে?

–কার সঙ্গে?

–যে কোনো একজনকে পেলেই চলবে।

–ঠিক আছে, ফোনটা তুলে নিয়ে মহিলা কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর মাউথপিসটা চেপে লারাকে প্রশ্ন করল–আপনি কি জন্য এসেছেন?

–আমি ওদের একটা হোটেল কিনতে চাই। লারা স্পষ্টভাবে বলল, রিসেপশনিস্ট ফোনে তাই বলল। কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হল লারাকে। ভদ্রমহিলা বলল, আপনি ভেতরে যান।

লারা ভেতরে ঢুকে পড়ল। জন ডায়মন্ড চেয়ারে বসেছিল। মাঝ বয়সী, চেহারাটা মোটাসোটা ধরনের। মাথায় একরাশ চুল, মুখটা খেলোয়াড়দের মতো চোয়ারে ধরনের। লম্বা একটা সিগারেট টানছিল সে। লারা যেতেই তাকে বসতে বলা হল। জন ডায়মন্ড বলল–আমি আমার সেক্রেটারীর মাধ্যমে জানলাম যে আপনি একটা হোটেল কিনতে চাইছেন। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি এখনও নাবালিকা। এটা কি আপনার রসিকতা?

লারা মৃদু হেসে বলল–না না, আমি ভোট দিয়েছি। তাছাড়া আপনার বাড়ি কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার আছে।

–আচ্ছা চমৎকার ব্যাপার, আপনি কোন্ হোটেলটা কিনতে চাইছেন?

–কংগ্রেসনাল হোটেল।

–কি? লারার কথায় জনের ভুটা কুঁচকে গেল।

লারা বলল–হ্যাঁ এই নামটাই তো লেখা আছে সাইনবোর্ডে।

–আচ্ছা, এই হোটেলটা বিক্রির জন্য আছে।

জন আরও প্রশ্ন করল–হ্যাঁেটেলটার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি কি সব ঘুরে দেখেছেন? যে কোনো সময়ে ওটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। এটা আপনি কেন কিনতে চাইছেন?

আমি কিনে সামান্য কিছু সংস্কার করতে চাই। লোকজন থাকলে খালি করে দিতে পারলে ভালো হয়।

–ঠিক আছে কোনো সমস্যা হবে না। ওখানে যারা থাকে তারা সপ্তাহের ভাড়াটে। আশা করি আমার কথার অর্থ আপনি বুঝতে পারছেন?

–কটা রুম আছে মোট?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

–সব মিলিয়ে একশো পঁচিশটা, বাড়িটার আয়তন এক হাজার স্কোয়ার ফিট।

লারা ভাবল রুমের সংখ্যাটা ভালোই হল। কিন্তু সংখ্যাটা কমিয়ে ৬০-৭৫ করতে হবে।

লারা প্রশ্ন করল–কত দাম ছাইছেন?

–ডায়মন্ড বলল–দশ মিলিয়ন ডলার। তার মধ্যে ছমিলিয়ন আগেই নগদ দিতে হবে।

লারা বলল–আমি...

ওকে থামিয়ে জন ডায়মন্ড বলল–এব্যাপারে আমি দর কষাকষি পছন্দ করি না।

লারা মনে মনে ভাবতে লাগল হোটেলটাকে সংস্কার করতে কত খরচ হবে। প্রতি স্কোয়ার ফিটে আশি ডলার করে খরচ করলে ৮ মিলিয়ন ডলার। এর সঙ্গে ফার্ণিচার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ আছে। লারা জানে ব্যাঙ্ক থেকে লোন পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু এখনই ছমিলিয়ন ডলার চাই। ওর কাছে ৩ মিলিয়ন ডলার আছে, ডায়মন্ড বোধহয় একটু বেশি চেয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় লারাকে পিছিয়ে গেলে চলবে না, যে করেই হোক ওই হোটেলটাকে কিনতেই হবে। লারা বলল–এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই।

–কি চুক্তি?

–আপনি যা বলেছেন তাই হবে।

–তাহলে?

–আমি এখনই আপনাকে ৩ মিলিয়ন ডলার নগদ দেবো।

–না, মাথা নেড়ে জন ডায়মন্ড বলল,.৬ মিলিয়ন এক বারে ক্যাশ আমার সামনে রাখতে হবে।

–আপনি পাবেন।

–ঠিক আছে, বাকি ৩ মিলিয়ন কোথা থেকে আসবে?

–ওটা আসবে আপনার কাছ থেকে।

–কি? এবার জন ডায়মন্ডের অবাক হওয়ার পালা। লারা হাসি হাসি মুখ করে তার পরিকল্পনাটা বোঝাতে শুরু করেছে–আপনার কাছ থেকে আমি তিন মিলিয়ন ডলার ধার নেবো।

জন ডায়মন্ডের মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। সে বলল–আপনি আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আমারই হোটেল কিনতে চাইছেন?

হঠাৎ লারার মনে পড়ে গেল সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের মুখটা। এইরকমই হয়েছিল ব্যাপারটা। লারা বলল–দেখুন ভাবনার কিছু নেই। আমি যত দিন না শোধ করতে পারি ততদিন এটা আপনার থাকবে। এমন কি আমি যদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এই টাকা

দিতে না পারি তাহলে হোটেলটা আপনার কাছেই ফিরে যাবে। আমার এই ৩ মিলিয়ন ডলার নষ্ট হবে। আপনি কিছুই হারাবেন না।

এবার জন ডায়মন্ড হেসে ফেলল। বলল–ঠিক আছে তাই হোক। জন ডায়মন্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল লারা। যে করেই হোক হোটেলটা তার চাই।

দরজার সামনে নেম প্লেট লেখা আছে হাওয়ার্ড কেলার। রুমটি বেশ সাজানো গোছানো। লারাকে দেখে হাওয়ার্ড অবাক হল। বলল–কি ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি?

লারা বলল–কেন, আপনি বলেছেন হোটেল পাওয়া গেলেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি পেয়েছি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে হাওয়ার্ড বলল, ঠিক আছে, বলুন।

লারা বলল–মিচিগান এ্যাভিনিউ থেকে কিছুটা দূরে আমি একটা পুরনো হোটেলের সন্ধান পেয়েছি। আমি ওটাকেই কিনতে চাই। একসময় এটাই হবে চিকাগোর সেরা হোটেল।

–ব্যবসায়িক চুক্তি?

জন ডায়মন্ডের সঙ্গে যা কথা হয়েছিল লারা সব গড়গড় করে বলে গেল। পাশেই বব ভ্যান্স বসেছিল। সেও মন দিয়ে লারার কথা শুনছে। লারার কথা বলা শেষে হতেই বব বলল–আপনি কি আগে কখনও হোটেল চালিয়েছেন মিস ক্যামেরন।

গ্রেস বে-তে লারা কি করেছিল সব মনে পড়ে গেল। হোটেল চালানোর অভিজ্ঞতা রীতিমতো তার আছে। সে বলল–আমি হোটেলের সমস্ত কাজকর্ম জানি। আমার বোর্ডিং হাউসে কুলি শ্রমিক থেকে শুরু করে কাঠের মিস্ত্রি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোকজন ছিল। ওদের নিয়ে চলতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।

এবার হাওয়ার্ড ববকে বললবব, চল হোটেলটা ঘুরে দেখে আসি।

–বেশ তো।

লারা এবার উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে গেছে। আরেকটা স্বপ্ন সফল হবার পথে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে সে।

লারার উদ্যমী ক্ষমতা তুলনাহীন। হাওয়ার্ড কেলার লারার সঙ্গে হোটেলটা দেখে এল। লারা যা যা বলেছে সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। হোটেলটা সত্যিই পুরনো ধাঁচের, লারা ওকে বুঝিয়ে বলল কিভাবে প্রতিটি ঘরদোর তৈরি করবে। অবস্থাপন্ন ট্যুরিস্টদের জন্য একেবারে নিজের মতো পরিবেশ হবে। এই হোটেলের চরিত্র হবে A real home away from home। নিবাস থেকে দূরে এই প্রকৃত নিবাসে অতিথি যে খুবই আনন্দ পাবে এ বিষয়ে লারার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সব শুনে হাওয়ার্ড কেলার বলল–আপনার মাথাটা খুবই পরিষ্কার, আপনার পরিকল্পনা শুনে আমার খুবই ভালো লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা আর্কিটেক্টরা বোধ হয় আপনার মতো এত সুন্দর পরিকল্পনা তৈরি করতে পারবে না।

প্রশংসায় লারার মুখ লাল হয়ে গেল। সে বলল–তাহলে ব্যাঙ্ক লোন পাবো বলছেন?

–দেখা যাক কত দূর এগোনো যেতে পারে।

ওরা দুজন চলে এলো। লারার দুচোখে স্বপ্ন তখন আরও জমাট হয়েছে।

আধ ঘন্টা পরে হাওয়ার্ড কেলার এবং বব ভ্যান্স পরস্পরের মুখোমুখি বসে আছে। বব জিজ্ঞাসা করল–তুমি এ ব্যাপারে কি ভাবছো হাওয়ার্ড, সত্যি করে বলে তো?

–মেয়েটার প্রতিভা আছে, ওর বুটিক হোটেলের ভাবনাটা আমার মনে ধরেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম বব ভ্যান্স। তারপর বলল–আমারও ভালো লেগেছে, কিন্তু সমস্যা একটাই, মেয়েটার বয়স খুবই কম, এই ব্যাপারে এত ঝক্কি ঝামেলা পোয়াতে পারবে? আমার মনে হয় ব্যাপারটাতে বেশ ঝুঁকি আছে।

এ ব্যাপারে হাওয়ার্ডও এক মত হয়েছে ববের সঙ্গে। তবুও বলল, দেখা যাক আমরা দুজনে মিলে সমস্যার সমাধান করতে পারি কিনা।

পরিকল্পনার নানা দিক নিয়ে দুজন আলোচনা করলো। শেষপর্যন্ত হাওয়ার্ড বলল আমার মনে হয় সাবধানে পা ফেলে চললে কোনো ক্ষতি হবে না। যদি লারা এই কাজে অসফল হয় তাহলে আমরা দায়িত্ব নিতে পারি।

তাহলে আমরা একসঙ্গে হোটেলের দায়িত্ব নেব।

–এই প্রস্তাবটা খুব একটা খারাপ নয়, বব ভ্যান্স মাথা নাড়ল।

তখনকার মতো আলোচনা শেষ হল। এবার এগোতে হবে।

পামার হাউসে লারা হাওয়ার্ড কেলারের ফোনটা পেল। ফোনটা পেয়েই সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে বলল–বলুন, কী করতে হবে?

–আপনাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। আপনি লোন পেয়েছেন, ব্যাঙ্ক আপনার লোন অনুমোদন করেছে।

লারা তখন আর কথা শুনতে পাচ্ছে না। তীব্র আনন্দে তার বাকশক্তি একেবারে হারিয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপ করে ও উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল–সত্যি, আমি যে কতটা আনন্দ পেয়েছি, তা বলে বোঝাতে পারব না।

হাওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর ভেসে এল-মিস ক্যামেরন, আরো কিছু কথা বাকি আছে। আজ সন্ধ্যেবেলা আসুন। আমরা একসঙ্গে ডিনার করব। ওখানেই বাকি কথা হবে।

–ঠিক আছে।

–চমৎকার। আমি সন্ধ্যে সাতটার সময় আপনাকে তুলে নেব।

লারা খুশীর গলাতে জবাব দিল–আমি তৈরী হয়ে থাকব।

হাওয়ার্ড ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন কেটে দিল। লাফিয়ে গিয়ে লারা শুয়ে পড়ল বিছানাতে, এই কাজে আর একটা কঠিন ধাপ ও পার হতে পেরেছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ইমপিরিয়াল হাউসে ওরা ডিনার করছিল। লারা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, ভালোভাবে কথা বলতে পারছে না। এমন কী মাঝে মধ্যে খেতেও ভুলে যাচ্ছিল।

সে বলল–বিশ্বাস করবেন না, আমি ভাবতে পারিনি, এত সহজে এত বড়ো স্বপ্নটা সফল হবে।

সামান্য খাবার মুখে দিয়ে সে বলল–আমি বলছি, এক সময় এটাই হবে চিকাগোর সবথেকে সেরা হোটেল।

–একটু স্বাভাবিক হোন, এত আবেগ প্রবণ হলে চলবে কেমন করে?

হাওয়ার্ড মৃদু হাসল। তারপর বলল, এখনো অনেকটা পথ চলা বাকি আছে। আমি আপনাকে ভোলাখুলি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

–হ্যাঁ, বলতে পারেন।

–আপনি সত্যি একটা কালো ঘোড়া, তা আমি বুঝতে পেরেছি। জীবনের লড়াইতে চট করে হারবার জন্য আপনি আসেন নি। কিন্তু আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে আপনার কোনো ট্রাক রেকর্ড নেই। বুঝতেই পারছেন তো অবস্থাটা?

লারা আমতা আমতা করে বাধা দেবার চেষ্টা করল-গ্রেস বে-তে?

হাওয়ার্ড বলল–মনে রাখবেন, এটা কিন্তু গ্রেস বে নয়। এটা চিকাগো শহর। এই শহরের চরিত্র একেবারই আলাদা। আমার তো মনে হয়, পৃথিবীর আর কোনো শহরের সাথে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই।

–তাহলে ব্যাঙ্ক কেন লোন দিচ্ছে? লারা জিজ্ঞাসা করল।

হাওয়ার্ড কেলার বলল–আপনি আমাকে ভুল ভাববেন না। আমরা কোনো দাঁতব্য সংস্থা নই। ব্যাঙ্ক লোকসান হবে ভেবে লোন দেয় না। কিন্তু আপনার ব্যাপারটা আমরা অনুভব করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনি এই কাজটা করতে পারবেন। কিন্তু একটা হোটেল নিয়ে আপনি বসে থাকবেন না বলে আমার মনে হয়?

আপনি ঠিকই ধরেছেন, ভবিষ্যতে এমন আরো কতগুলো হোটেল তৈরীর পরিকল্পনা

আছে আমার।

হাওয়ার্ড লারার দিকে সোজাসুজি তাকাল। বলল–বলুন, একটা ব্যাপার পরিষ্কার করা যাক। এর আগে আমি যাদের লোন দিয়েছি, তাদের ব্যবসায়িক সফলতার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা ঠিক মতো লোনের টাকা শোধ করতে পারছে কিনা, সেটা আমি দেখতাম। কিন্তু আপনার বেলায় ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। যে কোনো সময় যদি আপনার সাহায্য লাগে, অনায়াসে আমার কাছে আসবেন। কোনো চিন্তা নেই, আপনি সাহস করে এগিয়ে চলুন।

এত প্রশংসাতে লারা অভিভূত হচ্ছিল। হাওয়ার্ড কেলারকে ও যত দেখছে, ততই ভালো লাগছে ওর।

হাওয়ার্ড কেলারও বোধহয় লারাকে ভাললাবেসে ফেলেছিল। প্রথম দেখার পর থেকেই মনে মনে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা বোধ করছিল সে। বিশেষ করে লারার উৎসাহ এবং তার মানসিক শক্তির পরিচয় পেয়ে হাওয়ার্ড অভিভূত হয়ে গেছে। মেয়েটা এখনো শিশুর মতো সরল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেলার মনে মনে স্বপ্ন দেখছিল, ভবিষ্যতের বিখ্যাত একটা মহিলাকে সে কেমন করে গড়ে তুলবে? অন্যদিকে লারার দুচোখে বড় হওয়ার স্বপ্ন। স্বপ্নের ঘুড়ি নীল আকাশে উড়তে উড়তে কোথায় উড়ে গেল, কেউ জানে না।

.

অষ্টম অধ্যায়

ছোটবেলা থেকে হাওয়ার্ড কেলারের স্বপ্ন ছিল বড়ো হয়ে সে একজন বেসবল খেলোয়াড় হবে। স্কুলে ভালো খেলত। ইউনিভারসিটিতে গিয়েও বিখ্যাত খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। বাবা ওকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন। মাকে বলতেন, দেখো হাওয়ার্ড একদিন বিশ্বের : এক বিখ্যাত খেলোয়াড় হবে।

তখনো সবকিছু ঠিক মতো চলছিল। ঠিকমতো চললে হয়তো হাওয়ার্ডকে আজ ব্যাঙ্কের খাঁচায় বন্দী হয়ে জীবন কাটাতে হত না। নামকরা খেলোয়াড় হিসাবে সর্বত্র ঘুরতে হত তাকে। কিন্তু বাবা আর মায়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেল। ব্যাপারটা এখনো

হাওয়ার্ড মন থেকে মানতে পারে না। হাওয়ার্ডের বাবা অন্য এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন। হঠাৎ সেদিন তিনি সেই মেয়েকে নিয়ে সংসার ছাড়লেন। সেদিনটা ছিল ইউনিভারসিটি ছাড়ার আগের দিন। সব শুনে হাওয়ার্ডের দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

সে বলেছিল-বাবা যে এরকম করবে আমি তা ভাবতে পারিনি। কীভাবে সব হয়ে গেল ভেবে পাচ্ছি না।

স্বামীর এই আচরণে হাওয়ার্ডের মা রীতিমতো ভেঙে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন–ওনার জীবনে একটা পরিবর্তন ঘটেছে, তা আমি ভাবছিলাম। কিন্তু এতটা আশা করিনি। তোমার বাবা আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে উনি আবার আমাদের কাছেই ফিরে আসবেন।

মায়ের কথা শুনে হাওয়ার্ড চুপ করে গেল। কোনো উত্তর দিল না। পরের দিন অ্যাটর্নি মারফত একটা চিঠি পেল হাওয়ার্ডের মা। তাতে লেখা আছে, হাওয়ার্ড কেলার সিনিয়ার, ওনার কাছ থেকে ডিভোর্স চাইছেন। এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা খোরপোষ তিনি দিতে পারবেন না। তবে ছোটো বাড়িটা ইচ্ছে করলে উনি ভোগ করতে পারেন। চিঠি পেয়ে হাওয়ার্ডের মা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। মাকে এই অবস্থায় সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, এটা বুঝতে পেরেছিল হাওয়ার্ড।

সে বলেছিল–মা, আমি আগে ঠিক মতো দাঁড়াই। তারপর তোমাকে দেখব। তোমার কোনো চিন্তা নেই।

হাওয়ার্ডের মা দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেননা, তোমাকে আর এখানে আসতে হবে না। আমি চাই না, আমার জন্য তোমার পড়াশুনার কোনো ক্ষতি হোক। তুমি আরো বড়ো হও। সেটাই হবে আমার জীবনের সবথেকে বড়ড়া পুরস্কার।

সমস্ত রাত্রি হাওয়ার্ড দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। একবার ভাবল, স্কলারশিপ নিয়ে হাভার্ডে চলে যাবে। বেসবল খেলোয়াড় হিসেবে ইতিমধ্যেই নাম হয়েছে ওর। সেখানে থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু মাকে ছেড়ে যাব কেমন করে?

সিডনি সেল্ডন রচনাসমগ্র পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে মাকে দেখতে না পেয়ে হাওয়ার্ড আরো অবাক হয়ে গেল। মায়ের ঘরে গিয়ে হাজির হল। সেখানে যে দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল, তা ওকে আতঙ্কিত করার পক্ষে যথেষ্ট। ও দেখল, মা স্ট্রোকে পাথরের মতো হয়ে গেছে। সমস্ত দেহটা স্থির আর মাথাটা একদিকে হেলে গেছে।

কোনোভাবে ওই যাত্রা সামলে উঠেছিলেন হাওয়ার্ডের মা। তবে সাময়িকভাবে শরীরটা অকেজো হয়ে গেল তার। হাওয়ার্ড কেলারের জীবনে তখন একটা নতুন পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। ব্যাঙ্কে চাকরি নিতে বাধ্য হল হাওয়ার্ড। সকালে বেরিয়ে যেত। ফিরতে ফিরতে বিকেল, এসে মাকে দেখাশোনা করত। তাই বেসবল খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন তার কোথায় হারিয়ে গেল।

স্ট্রোকটা অল্প ছিল বলে সে যাত্রা হাওয়ার্ডের মা বেঁচে গেলেন। এরপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে হাওয়ার্ডের মনে হল। তখনো হাওয়ার্ড খেলার প্রস্তাব পাচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। কিন্তু যাবে কেমন করে? অসুস্থ মাকে ছেড়ে সে কি যেতে পারে?

কয়েকটা মাস এইভাবে কেটে গেল। তখনো মা একইরকম অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। কথা বলতে পারেন না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। মায়ের মুখের দিকে তাকালে হাওয়ার্ডের বুকটা হুহু করে ওঠে। বাবাকে বারবার দায়বদ্ধ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু যে মানুষটা চলে গেছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কোথায় দায়ের করবে?

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে গেল হাওয়ার্ড। ডাক্তার বললেন–এই অবস্থায় রোগী কবে সুস্থ হবে কিছুই বলা যায় না। কয়েক মাস লাগতে পারে, আবার কয়েক বছরও হতে পারে।

হাওয়ার্ড আর কিছু বলল না। কঠিন বাস্তবটা তাকে মানতেই হবে।

বছর শেষ হয়ে আর একটা নতুন বছর এল। হাওয়ার্ডের মা একই রকম অবস্থায় বেঁচে আছেন। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এসে হাওয়ার্ড মনে-প্রাণে মায়ের সেবাযত্ন করছে। বেটি কুইননান নামে একটা মেয়েকে হাওয়ার্ড খুবই ভালোবাসতেন। সেও এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইল না। উচ্চাকাঙ্খী এক যুবকের সঙ্গে ঘর বাঁধল। হাওয়ার্ডের জীবনে মা ছাড়া কেউ রইল না। রান্নাবান্না থেকে বাজার করা–সবই একা হাতে করত সে। চারটি বছর কেটে গেছে। একদিন সকালে মাকে মৃত অবস্থায় বিছানায় পাওয়া গেল।

এবার সত্যি সত্যি পৃথিবীতে হাওয়ার্ড একা হল। খেলার প্রতি উৎসাহ কবেই হারিয়ে গেছে তার। ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রইল। এখন ও একজন ব্যাঙ্কার। ব্যাঙ্কার হিসাবেই বেঁচে থাকতে চায়।

হাওয়ার্ড কেলার আর লারা মুখোমুখি বসে আছে। হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে লারা জিজ্ঞাসা করল–আমরা কীভাবে আরম্ভ করব?

–তুমি যাতে হোটেলটা কিনতে পারে, তার ব্যবস্থা কর। এর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমরা তোমাকে দেব। তারপর রিয়েল এস্টেটের বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। দলিলের ব্যাপারে অনেক ফাঁকফোকর থাকে। আইন বিশারদ ছাড়া কেউ সেগুলো বুঝতে পারবে না। ডায়মন্ড ব্রাদার্স-এর সঙ্গে একটা চুক্তি করতে হবে। ভালো আর্কিটেক্টদের সাথেও দেখা করা দরকার। এব্যাপারে একজনকে আমি জানি। তারপর কনস্ট্রাকশন কোম্পানী ভাড়া করব। এক-একটা রুমের তিরিশ হাজার ডলার খরচ হবে। হোটেলটাকে ঠিকমতো দাঁড় করাতে গেলে সাত মিলিয়ন ডলার দরকার। যদি প্রতিবেদনে কোনো ত্রুটি না থাকে, তাহলে এখনই কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে।

লারা বলল–ঠিক আছে।

টেড টাটাল নামে একজন আর্কিটেক্টকে নির্বাচন করা হল। লারার সমস্ত প্রকল্পটা শুনে টেড বলল–ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। আমি অনেকদিন ধরে এমনি একটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছিলাম।

টেডকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হল লারার। দশদিন বাদে টেড একটা ড্রইং দেখাল। লারা আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। ওর স্বপ্নে দেখা প্রতিটি জিনিস টেডের ড্রইং-এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

টেড বলল–হ্যাঁ েটেলে মোট একশো পঁচাত্তরটা রুম আছে। আমি সেটাকে কমিয়ে পঁচাত্তরটা করেছি। পাঁচটা সুইট আর পঁচিশটা ডিলাক্স রুম আছে।

লারা বলল–চমৎকার হয়েছে। আমি এটাই চেয়েছিলাম।

প্ল্যানটা হাওয়ার্ড কেলারকে দেখানো হল। হাওয়ার্ডও এই প্ল্যানটা দেখে খুবই খুশী হয়েছে। স্টিভ রাইস নামে এক কনট্রাক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। বিল্ডিং-এর ড্রইং অনুসারে প্রথম পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হল। বিভিন্ন কনট্রাক্টরের কাছে ব্লু প্রিন্ট পাঠিয়ে দেওয়া হল। যারা স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার, তাদের হাতেও কাগজ পাঠিয়ে দেওয়া হল। পৌঁছে গেল উইন্ডো কোম্পানীর ইলেকট্রিক্যাল কনট্রাক্টারদের কাছে। ষাট জনের বেশী সাব কনট্রাক্টর বিশাল এই কর্মযজ্ঞে জড়িয়ে পড়ল।

হাওয়ার্ড আর লারা দুজনেই খুশী হয়েছে। হাওয়ার্ড এখন লারার প্রতি আরো বেশী অনুরক্ত। ব্যাঙ্কের কাজ শেষ হলে সে সোজা লারার কাছে চলে আসে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হয়। মাঝেমধ্যে সে আড় চোখে লারাকে পর্যবেক্ষণ করে। ভাবে, এই মেয়েটা বিয়ের ব্যাপারে কী ভাবছে?

একদিন কথা প্রসঙ্গে লারা বলল–আজকের খবরের কাগজ পড়লাম সিয়ারস টাওয়ার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একশো দশ তলা এই বাড়িটা হবে পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বাড়ি। তাই তো?

কেলার বলল–ঠিক বলেছো।

লারা বলল–আমি একদিন এর থেকেও উঁচু বাড়ি তৈরী করব।

হাওয়ার্ড বলল–আমি তোমার এই কথায় বিশ্বাস রাখছি।

হোয়াইট হলে স্টিভ রাইসের সঙ্গে সকলে মিলে লাঞ্চ করল। লারা জানতে চাইল–এরপর কী ঘটবে?

রাইস বলল–প্রথম বাড়ির ভেতরের ভিতটা আমরা ঠিক করে ফেলব। এখানে মার্বেল দেওয়াটাই সব থেকে ভালো। তারপর বাথরুমের পালা। তৃতীয় দফায় ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং আর চতুর্থ দফায় কাঠের কাজ হবে। তবে সবথেকে আগে পুরোনো হোটেলের অনেক কিছু ভেঙে ফেলতে হবে।

–কতজন কাজ করবে?

রাইস বলল বলতে পারেন বিরাট দল। জানলা তৈরীর লোকজন, বাথরুম তৈরীর লোকজন, করিডর রুম, প্রত্যেকের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। হোটেলে দুটো রেস্তোরাঁ থাকবে। একটাতে পরিবেশিত হবে ভালো খাবার। অন্যটাতে একটু কম দামী। আশা করি, আমার পরিকল্পনা ঠিক আছে।

আঠারো মাসের মধ্যে হোটেলটা ঝকঝকে অবস্থায় এসে যাবে বলে রাইসের মনে হল। কিন্তু লারা এতটা সময় অপেক্ষা করতে চাইছে না। সে এখন ছটফট করছে। সে বলল মিস্টার রাইস, যদি একবছরের মধ্যে বাড়িটা তৈরী করতে পারেন, তা হলে আপনাকে আমি অতিরিক্ত বোনাস দেব।

নামটাও পাল্টাতে হবে। এর নাম হবে ক্যামেরন প্যালেস। এই কথা বলে লারার শরীরে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগে। শিহরণ এবং উত্তেজনার অনুভূতি। নামটা ওর মাথায় হঠাৎ চলে এসেছে। ক্যামেরন প্যালেসের মাধ্যমে ওর নাম পৃথিবীর সমস্ত ধনী লোকের কাছে পৌঁছে যাবে।

সেপ্টেম্বরে শুরু হল হোটেলটাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজ। লারা সাইটেই থাকে বেশীর ভাগ সময়, মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। হঠাৎ লারা একজনকে দেখতে পেল, প্রথমে সে ভালোভাবে বুঝতে পারেনি। তারপর কাছে আসতেই অবাক হয়ে গেল। হাওয়ার্ড কেলার? লারা জানতে চাইলকী ব্যাপার? আপনি এত সকালে এসেছেন কেন?

কেলার-সারারাত আমি উত্তেজনায় ছটফট করেছি। আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে।

লারা জানতে চাইলকী রকম?

–একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের শুভ সূচনা হল।

লারা হেসে ফেলল।

তারা পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিমুগ্ধ বিস্ময়ে।

বারোটি মাস কেটে গেছে। ক্যামেরন প্যালেস খুলে দেওয়া হয়েছে। ল্যান্ড অফিস বসে গেছে। চিকাগোর ট্রিপল কাগজে সমালোচক লিখল–এই প্রথম চিকাগো শহরে একটা

বিশেষ উদ্দশ্য নিয়ে হোটেল তৈরী হচ্ছে। নিবাস থেকে দূরে এই প্রকৃত নিবাস, কনসেপ্টটা দারুন।

লারা ক্যামেরন ইতিমধ্যেই একজন গর্বিত ভদ্রমহিলাতে পরিণত হয়েছে। প্রথম মাসটা শেষ হবার আগেই হোটেলে লোকজন ভর্তি হয়ে গেল। দীর্ঘ লাইন পড়ে গেল ওয়েটিং লিস্টে। হাওয়ার্ড কেলারকে একজন উদ্যমী পুরুষ বলা যেতে পারে। লারাকে সে বলল– যদি এইভাবে চলতে থাকে, তাহলে বারো বছরের মধ্যেই ব্যাঙ্কের সমস্ত ধার পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

–তেমন কিছু এখনো হয়নি, আমি রুম রেন্টটা আর একটু বাড়াতে চাইছি।

কেলারের দিকে তাকাল লারা, তার অভিব্যক্তি দেখতে চাইছে সে। লারা বলল–ভাববার কিছু নেই, ওরা নিশ্চয়ই বেশী টাকা দেবে। কোথায় এমন সুন্দর দুটো ফায়ার প্লেস পাওয়া যাবে? পিয়ানো স্ট্যান্ড আর কোন হোটেলে আছে?

দুসপ্তাহ বাদে ক্যামেরন প্যালেস খুলে দেওয়া হল। বব ভ্যান্স আর হাওয়ার্ড কোর : লারার সঙ্গে আলোচনাতে বসল।

লারা বলল–আমি আর একটা ভালো জায়গা দেখেছি হোটেলের জন্য। সেটাও ক্যামেরন প্যালেসের মতো হবে। আরো বড়ো এবং আরো আরামদায়ক।

হাওয়ার্ড বলল–ওটার দেখাশোনা আমি নিজের হাতে করব।

–বেশ তো, করবেন।

তিনজনে মিলে তখন আর একটি হোটেল তৈরীর স্বপ্ন দেখছে।

নতুন এই সাইটটাও চমৎকার। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ব্রোকার বলল–আপনারা একটু দেরী করে ফেলেছেন। স্টিভ মার্কিন নামে একজন ডেভলপার ভদ্রলোক সকালে এখানে এসেছেন। তিনি একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। এটা উনি কিনতে চাইছেন।

লারা জানতে চাইল–উনি কত দাম দিয়েছেন?

–তিন মিলিয়ন ডলার।

–ঠিক আছে, আমি আপনাকে চার মিলিয়ন ডলার দেব। আপনি এখনই সব কাগজপত্র ঠিক করুন।

এই কথা শুনে ব্রোকার অবাক হয়ে গেল। সে বলল ঠিক আছে, আমি দেখছি।

সেদিন বিকালে লারা একটা টেলিফোন পেল। ও প্রান্তে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

সে বলল–আমি স্টিভ মার্কিন বলছি। শুনুন, এভাবে আমার অসুবিধা করার চেষ্টা করবেন না। তাহলে কিন্তু আপনার ক্ষতিই হবে।

লারা কিছু বলার আগে লাইনটা কট করে কেটে গেল। লারা রিসিভারটা একবার নাড়াচড়া করে রেখে দিল। তার ঠোঁটের কোণে তখন দুষ্টুমি ভরা হাসির টুকরো ফুটে উঠেছে।

১৯৭৪ সাল। সারা পৃথিবী জুড়ে তখন চলেছে এক উত্তাল অবস্থা। প্রেসিডেন্ট নিকসন। ইমপিচমেন্ট এড়াতে প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের প্রধান এখন জেরাল্ড ফোর্ড। ওপেকের বৈঠকে সে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইসাবেলা পেরন আর্জেন্টিনার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

ঠিক এই সময়ে চিকাগো শহরের বুকে লারা ক্যামেরনের দ্বিতীয় হোটেল তৈরীর কাজ শুরু হল। অত্যন্ত দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে। আঠারো মাস বাদে ক্যামেরন প্যালেসের। থেকে আরো বড়ো একটা চমৎকার হোটেল মাথা তুলে দাঁড়াল। এরপর লারা আর থেমে থাকল না। ওখানকার অন্যতম ম্যাগাজিন কোবারস লিখল-লারা ক্যামেরন একটা কিংবদন্তী, যাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তার নিত্য নতুন আবিষ্কার হোটেল সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণাকে একেবারে পাল্টে দিয়েছে। সে প্রমাণ করে দিয়েছে পুরুষ ডেভলপারদের থেকে সে অনেক কদম এগিয়ে আছে। একজন নারীও যে পুরুষের মতো ক্ষমতাশালী হতে পারে, লারা ক্যামেরন তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

চারিদিক থেকে অনবরত তার ওপর প্রশংসাবাণী বর্ষিত হচ্ছে। চার্লস কোন একদিন লারাকে ফোন করল। চার্লসের অভিভূত কণ্ঠস্বর শোনা গেল–আমি তোমার জন্য গর্ববোধ করছি। সত্যি কথা বলতে কী, তোমার মধ্যে যে এতখানি প্রতিভা আছে আমি তা আগে বুঝতে পারনি।

লারা শান্তভাবে বলল–আমার কোনো অভিভাবক ছিল না। চার্লস, সেই জায়গাটা আমি তো তোমাকেই দিয়েছি। তুমি না থাকলে এবং ওইভাবে সাহায্য না করলে আমি কখনো এখানে এসে পৌঁছাতে পারতাম না।

কোহনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল–তুমি এবার নিশ্চয়ই একটা সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে।

লারা বলল–ঠিকভাবে এগিয়ে যেও, কেমন? অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করো।

কোহন ফোনটা ছেড়ে দিল। লারা রিসিভারটা রেখে সামনের দিকে তাকাল। চার্লস কোহনের মুখটা তার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল। এই মানুষটা সত্যি তাকে অনেক সাহায্য করেছে।

১৯৭৫, জস নামে একটা ছবি তখন সমস্ত আমেরিকাকে আলোড়িত করেছে। ছবিটা দেখার পর লোকজন সমুদ্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই কথা শুনে লারা খুবই খুশী হল।

একদিন ও কেলারকে জিজ্ঞাসা করল মিস্টার কেলার, পৃথিবীর এত জনগণের জন্য কত বাড়ি দরকার পড়বে, বলুন তো?

হাওয়ার্ড কেলার লারার মুখের দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারল না, লারা তার সঙ্গে রসিকতা করতে চাইছে কিনা।

এরপর তিনটে বছর কেটে গেছে। দুটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে একটা কমিনিয়াম। লারা একদিন ডিনার টেবিলে কেলারকে বলল–আমি এবার অফিস বিল্ডিং তৈরী করতে চাইছি। শহরের কেন্দ্রস্থলে।

কেলার ওর দিকে তাকিয়ে বলল–বাজারে একটা চমৎকার প্রপার্টির অংশ আছে। যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহলে আমরা অর্থের ব্যবস্থা করতে পারি।

–ঠিক আছে। আগে দেখে আসি। তারপর ভাবব।

সেদিন বিকেলে দুজনে জায়গাটা দেখতে গেল। সামনেই একটা পুকুর। জায়গাটা বেশ ভালোই লাগল লারার। দাম কত?

–একশো কুড়ি মিলিয়ন ডলার।

লারা বলল–আমার তো আতঙ্ক হচ্ছে।

–লারা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করতে গেলে এধরনের ঝুঁকি নিতেই হবে।

লারার হঠাৎ সেই বাক্যটা মনে পড়ে গেল–অন্য লোকের অর্থ, অর্থাৎ জনসাধারণের অর্থ। বিল রজার্স তাকে একাধিকবার বলেছিল এই কথাগুলো। লারা সেগুলো সযত্নে মনে রেখেছে। মনে রেখেছে বলেই আজ সে এতটা উঠতে পেরেছে।

–এমন একজন ডেভলপারকে জানি, যারা বিল্ডিং তৈরীতে এক কপর্দকও খরচ করেনি।

লারা ভেবেচিন্তে কথাটা বলল, সত্যিই তো, অভিজ্ঞতা তার তো কম হল না। হাওয়ার্ড কেলার নানা কথা বলছে লারাকে। বলছেলারা, আপনাকে প্রতি পদক্ষেপে সাবধান থাকতে হবে। আসলে যে পিরামিড তৈরী হয়েছে সে তো কাগজের তৈরী, সবকিছু মর্টগেজ রাখা। কোথাও গোলমাল হয়ে গেলে মুনাফা অন্যের পকেটে চলে যাবে। আর আপনার ওই বিশাল পিরামিড তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। তার নীচে আপনিও চাপা পড়ে যাবেন।

–ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এই নতুন সম্পত্তিটা কীভাবে নেওয়া যায় বলুন তো?

–যদি আমরা দুজন উদ্যোগী হতে পারি, তাহলে একটা পন্থা বের হতে পারে।

কেলার বলল–আমি বব ভ্যান্সের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব। ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা ও দেখাশোনা করবে। অথবা আমরা কোনো ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাথে কথা বলতে পারি। এরকম জায়গা থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মর্টগেজ লোন নিতে কোনো অসুবিধা হবে না।

লারা মন দিয়ে সব শুনে বলল–আপনি আমার সঙ্গে আছেন তো?

–নিশ্চয়? পাঁচ-ছবছর বাদে লিজ শেষ হবে। তখন এটা আপনি বিক্রি করতে পারবেন। আমি হিসেব করে বলছি, তাহলে আপনার ভাগ্য আরো খুলে যাবে।

–চমৎকার। লারা হেসে উঠল।

লারা মনে প্রাণে চাইছে, হাওয়ার্ড যেন তার সঙ্গে কাছে থাকে। প্রস্তাবটা সে হাওয়ার্ডের সামনে পেড়ে ফেলল। মনে মনে ভাবল, এটাই ওর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। লারাকে হাওয়ার্ড ইতিমধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কীভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করবে সে?

সমস্ত রাত হাওয়ার্ডের চোখে ঘুম এল না। রাত বুঝি আর শেষ হতে চায় না। ভোর রাতের দিকে তন্দ্রা লেগেছিল চোখের তারায়। ভোর ছটার সময় তার ঘুমটা ভেঙে গেল। কোনোরকমে মুখটা ধুয়ে ও লারার কাছে গিয়ে হাজির হল। লারা তখন একমনে খবরের কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে। কোন বিজ্ঞাপনের মধ্যে কী লুকিয়ে আছে কে জানে।

এত সকালে হাওয়ার্ডকে আসতে দেখে তারা একটু অবাক হয়েছে। সে বলল কী ব্যাপার? এত সকালে?

হাওয়ার্ড বলল–লারা...আমি...

লারা এবার সোজাসুজি হাওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকাল, বলল কী হয়েছে? রাতে ঘুম হয়নি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? কী ব্যাপার বলুন তো?

–লারা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলল হাওয়ার্ড। তারপর ঢোক গিলে আরো কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু লারা বলল–আমি তা জানি হাওয়ার্ড। আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

এই বলে লারা এগিয়ে এসে হাওয়ার্ডের গালে একটা চুমু খেল। তারপর বলল এসো, আমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে হোটেল প্রোডাকসনের সিডিউলটা তৈরী করি।

হাওয়ার্ডের আর সাহস হল না লারাকে পাল্টা চুমু খাওয়ার। ওই চেষ্টা করল না সে।

লারা আবার জিজ্ঞাসা করল–তুমি আমার পার্টনার হবে তো?

হাওয়ার্ডের কাছে এটা একটা লোভনীয় প্রস্তাব। পার্টনার হলে সবসময় সে লারাকে কাছে কাছে পাবে। এর থেকে বুড়ো প্রাপ্তি আর কী বা তার হতে পারে। কিন্তু লারাকে সে কোনোদিন স্পর্শ করতে পারবে কি?

কদিন বাদে লারা প্রশ্ন করেছিল হাওয়ার্ড, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো?

হাওয়ার্ড বলেছিল, নিজের জীবনের থেকেও তোমাকে আমি বেশী বিশ্বাস করি।

–তুমি এতদিন যা করেছে, আমি তোমাকে তার দ্বিগুণ দেব। কোম্পানীর পাঁচ শতাংশ শেয়ার তোমার থাকবে।

–আমি কি এব্যাপারে ভাবতে পারি?

–ভাবনার কী আছে? কিছুই তো নেই তাই না?

–আমি তোমার পার্টনার হব? ভাবতেই পারছি না এই প্রস্তাবটা!

কথাগুলো অসংলগ্ন হয়ে গেল। লারা ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ও হাওয়ার্ডের কাছে এগিয়ে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরল, লারার আচরণ এখন আগের থেকে সাহসী হয়ে উঠেছে। হবারই কথা। এত অর্থের অধিকারিণী সে, যে কোনো পুরুষ এখন তার প্রেমে পড়ার জন্য ছটফট করবে।

লারা বলল–আমরা অনেক নতুন বাড়ি তৈরী করব। চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে। তাকালে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। পরিকল্পনা নেই, যে করেই হোক একটা বাক্স খাড়া করেছে।

হাওয়ার্ড লারার কাঁধে একটা হাত রাখল। তারপর বলল–ভবিষ্যতে তুমি একইরকম থাকবে তো?

লারা কঠিন দৃষ্টিতে হাওয়ার্ডকে পর্যবেক্ষণ করল। তারপর বলল–না, কোনোদিন আমি বদলাব না।

.

নবম অধ্যায়

১৯76 সালকে আমরা একটা পরিবর্তনের বছর হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এবছর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। ইজরায়েলের সেনাবাহিনী এনটেবেতে মারাত্মক আক্রমণ চালাল। বিশ্ববিখ্যাত নেতা মাও জে দং-এর মৃত্যু হল।

আর একটি ঘটনা ঘটল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হলেন জেমস আলকাটার জুনিয়ার।

লারা ইতিমধ্যে আরো কয়েকটা বাড়ি তৈরী করেছে। একটা সুন্দর অফিস বিল্ডিং বানিয়েছে সে। ১৯৭৭, বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চার্লি চ্যাপলিনের মৃত্যু হল। এল.ভি.বেসলেকেও মৃত্যু গ্রাস করল। লারা চিকাগো শহরের সবথেকে বড়ো শপিং মল তৈরী করল। এত সুন্দর মল চিকাগোতে এই প্রথম।

এবার এল ১৯৭৮ সাল। গুয়ানা শহরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। রেভারেন্ড জিম জেনস এবং তার নশশা এগারো জন অনুগামী গণ আত্মাহুতি দিলেন। আমেরিকা কমিউনিস্ট চীনকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল। অনুমোদন লাভ করল পানামা খাল চুক্তি।

লারা রজার্স পার্কে বেশ কয়েকটা উঁচু এবং সুন্দর কন্ডোমিনিয়াম তৈরি করে বসেছে।

এবার ১৯৭৯ সাল। ইজরায়েল আর ইজিপ্ট ক্যান ডেভিডে একটা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করল। নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা ঘটে গেল একটা দ্বীপপুঞ্জের তিন মাইল দূরে। ইরানে মুসলিম মৌলবাদীরা আমেরিকার দূতবাস বন্ধ করে দিল।

চিকাগো শহরের উত্তরে ডিয়ার ফিল্ডে লারা একটা আকাশ ছোঁয়া বাড়ি তৈরী করল। তৈরী করল একটা সুন্দর রিসর্ট।

এই হল পুরো সত্তর দর্শক জুড়ে সারা পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। এরই পাশাপাশি আমরা লারা ক্যামেরন নামে এক মেয়ের উত্থানের গল্প শুনিয়ে দিলাম। লারা মানসিকতা রক্ষার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল না। এসব ব্যাপার ওর মধ্যে কোনোদিনই নেই। আসলে

ও তো একটা ভূঁইফোড়, আকাশে একটা ধূমকেতু, আত্মীয়স্বজন কোনদিনই ছিল না। সামান্য কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল। কিন্তু কারো সাথে বেশীক্ষণ আড্ডা মারা তার ধাতে সইত না। অ্যাডি বলে একটা ক্লাবে যাওয়াটাই ওর বেশী পছন্দের, কারণ সেখানে ওর বিখ্যাত জাজ শিল্পীরা বাজায়। ওদের অনুষ্ঠান লারা উপভোগ করে। লারার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্য হল, সে কখনো নিঃসঙ্গতা মনে করে না। আসলে মনে করার জন্য যে সময় দরকার, সেটা ওর হাতে ছিল না। প্রত্যেকটা দিন ওকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হত। সেই আর্কিটেক্ট অথবা কার্পেন্টার, ইলেকট্রিসিয়ান অথবা অন্য কোনো শ্রমিক–এদের সাথে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসতো লারা। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারটা তার কাছে একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। চিকাগোতে একটার পর একটা বাড়ি তৈরী করেছে এবং আশাতীত সফলতা লাভ করেছে। এখন লারা ক্যামেরন একজন উদীয়মান তারকা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সত্যি কথা বলতে কী, ব্যক্তিগত জীবন বলতে ওর কিছুই ছিল না। সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে ওর যে যৌন সম্পর্ক হয়েছিল, তার স্মৃতি এখনো ওকে আচ্ছন্ন করে

রাখে। কোনো পুরুষের সাথে দুবার মেশার আগে অনেকক্ষণ চিন্তা করে। ওর প্রতি অনুরক্ত এমন অনেক পুরুষকে ও দুহাতে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আবার অনেকের সাথে একাধিকবার কথা বলেও তার মনে বা দেহে ছাপ ফেলতে পারেনি। মাঝে মধ্যে দু-একটা মুখ ভেসে আসত মনের ক্যানভাসে, আবার দ্রুত মিলিয়ে যেত।

লারার অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছিল। বিজনেস এগজিকিউটিভ থেকে শুরু করে সামান্য শ্রমিক সমাজের সর্বস্তরের পুরুষেরা তখন পাগলের মতো লারাকে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছে। এমন কী রাজনৈতিক নেতা থেকে কবি, সাহিত্যিকদের কানে কানে পৌঁছে গেছে লারার নাম। লারার প্রণয় প্রার্থী ক্রমশ আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। ও যাদের সঙ্গে কাজকর্ম করত, তাদের সকলেই একটু বেশী ভালোবাসত। প্রত্যেকের সঙ্গে ও হাসিমুখে কথা বলত। কিন্তু কারো সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করত না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত ঝাঁকানি দিত। কিন্তু কোনো গুণমুগ্ধ পুরুষ লারার অন্দরমহলের চাবি খোলার সুযোগ এবং সাহস পায়নি। খোলামেলা এবং মিশুকে স্বভাবের হলেও ও সবসময় মুখের ওপর একটা কঠিন গাম্ভীর্যের মুখোশ চাপিয়ে দিত।

এই সময় লারা পিট রায়ান নামে একজনের ওপর আকর্ষণ বোধ করেছিল। সে লারার কর্মচারী, বয়সে যুবক। দেখতে ভালো। সব সময় মুখে অমায়িক হাসি লেগে থাকে। কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লারার সঙ্গে সে আলোচনা করত। পিটের উপস্থিত বুদ্ধি লারাকে তার দিকে আরো আকর্ষণ করে। নিজের সংস্থার এই তরুণ ফোরম্যানটিকে লারার বেশী করেই ভালো লাগতে শুরু করে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে পিট লারাকে জিজ্ঞাসা করেছিল–আপনি কি আমার সঙ্গে ডিনার করতে রাজী আছেন?

–বেশ তো চলুন।

পিট বলল–তাহলে আমি আপনাকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সময় মতো তুলে নেব।

–ঠিক আছে।

লারা চলে এল। নির্দিষ্ট সময়ে পিট তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ডিনারে নয়, সোজা নিজের ফ্ল্যাটে, সেখানে গিয়ে বলল–জায়গাটা খুব সুন্দর।

–খুবই সুন্দর।

–তুমিও খুব সুন্দর লারা।

পিট দুহাত দিয়ে লারাকে জড়িয়ে ধরল। লারারও মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই করা ছিল। অনেক আগে থেকে সে একটা তীব্র আকর্ষণ টের পাচ্ছিল। লারাকে জড়িয়ে পিট বিছানাতে গেল। তারপর দুজন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়াল।

হঠাৎ সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের মুখখানা ভেসে উঠল লারার মনের প্রেক্ষাপটে। প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা তাকে প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু পিট রায়ানের সঙ্গে সে যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করল, সেটা তাকে চরম আনন্দের শিখরে নিয়ে গেল। মিলনে এত উত্তেজনা আর সুখ থাকতে পারে, লারা এই প্রথমবার তা অনুভব করল। পিট রায়ানের

কাছে ও সত্যি কৃতজ্ঞ। লারার প্রত্যাশা পিট মিটিয়েছে। সে যুবক, ভদ্র এবং সুন্দর ভাষায় কথা বলে। তারা একে অন্যকে বুঝতে পারে। আর কী চাই লারার?

পরের দিন সকালে লারা সাইটে গিয়ে হাজির হল। পিট রায়ানের সঙ্গে এখন দেখা করতে হবে। লারা সাইটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিল। হঠাৎ একজন শ্রমিক বলে উঠল–গুড মর্নিং মিস ক্যামেরন।

কথা বলার ভঙ্গীমাটা ভালো লাগল না লারার। ইতিমধ্যে আরো দুজন শ্রমিক এসে ওকে সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেছে। এখানকার সব শ্রমিক ওর দিকে তাকিয়ে কী সব বলাবলি করছে। লারা খানিকটা লজ্জা পেল। সোজা চলে এল পিট রায়ানের কাছে। পিট ওকে। দেখে হাসল, বলল–মর্নিং সুইটি, আজ রাতে তুমি কখন ডিনার করবে?

–তোমারই তো আগে খাওয়ার প্রয়োজন। আমি বুঝতে পারছি, তুমি খুবই ক্ষুধার্ত।

–যা বলেছে। পিট রায়ান হেসে উঠল।

লারা ওর দিকে আর তাকাল না।

প্রত্যেকটি বাড়ি তৈরী লারার কাছে এক একটি চ্যালেঞ্জ। কয়েকটা ছোটোখাটো অফিস বিল্ডিং ইতিমধ্যে সে তৈরী করে ফেলেছে। হোটেলের ধারে কয়েকটা কটেজবার নিয়েছে। বাড়িটা কী ধরনের হল, এব্যাপারে লারার যত না উৎসাহ, তার থেকে বেশী উৎসাহ লোকেসন নির্বাচন। বিল রজার্সের কথাটা ওর মনে গেঁথে আছে। রিয়েল এস্টেটের

ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনটে জিনিস মনে রাখা দরকার। এক, লোকেসন, দুই লোকেসন এবং তিন লোকেসন।

লারার সাম্রাজ্য তখন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শহরের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকরাও লারাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। প্রেসের লোকজন মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য । ছটফটানি শুরু করে। লারা এখন এই শহরের এক গ্ল্যামারাস ফিগার। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ও যেখানে যায়, চারপাশের গুণমুগ্ধদের ভিড় জমে ওঠে। ক্যামেরাম্যানরা ফটো তোলে। ওর খবর জানার জন্য প্রেস উদগ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করে। প্রচারমাধ্যমের মুখোমুখি ওকে মাঝে মধ্যে দাঁড়াতে হয়। এতগুলো সফল বিল্ডিং-এর মালিক হওয়া সত্ত্বেও লারা কিন্তু তৃপ্ত নয়। লারার কেবলই মনে হয়, ওর জীবনে এমন একটা ম্যাজিক ঘটুক, যা হবে কল্পনার বাইরে, অভিনব কিছু, যাকে ও কোনোদিন ভাবতে পারেবে না।

হাওয়ার্ড কেলার একদিন জিজ্ঞাসা করল–লারা, তুমি আর কী চাও?

লারা চোখ বন্ধ করে বলল–চাওয়ার কী শেষ আছে, হাওয়ার্ড? আমি অনেক কিছু চাই। আমি এই গোটা পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হতে চাই।

লারার দুটি চোখ তখন স্বপ্নের জগতে ভেসে গেছে। লারা তখন অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল সে। তারপর ওর ঘোর কেটে গেল। ও হাওয়ার্ডকে বলল–হাওয়ার্ড, তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে, আমরা বিভিন্ন সার্ভিসের পেছনে প্রতি মাসে কত খরচ করছি?

হাওয়ার্ড বলল–সেটা তো একটা প্রয়োজনীয় খরচ।

–আমি সেই খরচটা কিনতে চাইছি।

–তুমি কী বলতে চাইছো?

–আমরা একটা সাপ্লাই ডেয়ারি ব্যবস্থা কি চালু করতে পারি না? অন্য বিল্ডাররা তা কখনো ভেবে দেখেনি। ধরো, আমরাই এ ধরনের সার্ভিস চালু করলাম। লিনেন সার্ভিস থেকে উইন্ডো, ওয়াশার, দারোয়ান প্রভৃতি সব আমরাই সাপ্লাই করব।

এই ব্যবস্থা শুরু হল। প্রথম থেকেই এটা সফল হতে শুরু করল। হাওয়ার্ড কেলারের মনে হচ্ছিল, লারা নিজের চারপাশে আবেগের একটা দেওয়াল তৈরী করেছে। হাওয়ার্ড অন্যদের থেকে অনেক বেশী কাছের লোক। কিন্তু হাওয়ার্ডকে লারা কোনোদিন তার পরিবার সম্পর্কে কোনো কথা বলেনি। মনে হয়, ও বোধহয় একটা কুয়াশার ঘেরাটোপের মধ্যে বসে থাকতে ভালোবাসে। এই প্রহেলিকা ভেদ করা খুবই কঠিন। প্রথম থেকেই হাওয়ার্ড কেলার লারার কাছে অভিভাবকের মতো থেকেছে। মাঝেমধ্যে লারাকে শিখিয়েছে ওকে চালনা করেছে, কিন্তু ইদানিং লারা হাওয়ার্ডের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাওয়ার্ড বুঝতে পারছে, আগামীকাল লারা হয়তো ওর বাঁধন কেটে অন্য কোথাও উড়ে যাবে।

লারা জানে, তার নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য পথ নেই। স্মরণ করার মতো কোনো অতীত নেই। ভাববার মতো ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু নিজের ওপর প্রচণ্ড আস্থা আছে লারার, ওকে থামানোর সাধ্য কারোর নেই। এছাড়া আর একটা শব্দ ও মেনে চলে। তাহল, অল্পে তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। যে কোনো কাজ করতে গেলে সেই কাজকে ত্রুটি শূন্য করতে হবে।

লারা যেটাকে পেতে চায়, সেটাকে পাবার জন্য তীব্র জেদ আর ক্ষমতা জাহির করে। প্রথম দিকে লারা অনেক কিছু জানত না। কিছু কিছু শ্রমিক কর্মচারী ওর অসহায়তার সুযোগ নিয়েছিল। এখন লারা সব কিছু জেনে গেছে। কোনো কোনো পুরুষ কর্মীদের মনে একধরনের হীনমন্যতা দেখা দিয়েছিল। মহিলার অধীনে কাজ করতে হবে ভেবে তারা প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু এখন ব্যাপারটা একেবারে পাল্টে গেছে। এখন লারার কোম্পানীতে যোগ দেবার জন্য মানুষের লাইন চোখে পড়ে।

লারাও ব্যাপারটা উপভোগ করে। একদিন হাওয়ার্ড কেলারকে সঙ্গে নিয়ে লারা গাড়ি ড্রাইভ করে কে. জি. এভিনর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা মাঝারি গোছের ব্লক লারার চোখে পড়ল। সেখানে ছোটো ছোটো দোকান আছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থামাল। হাওয়ার্ডকে বলল হাওয়ার্ড, এই ব্লকটা তো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে একটা সুন্দর হাইরাইজ হতে পারে নাকি? দেখতেও সুন্দর হবে বাড়িটা, বেশী লাভ হবে। এইসব ছোটো দোকানের আয় কতই বা হয়?

হাওয়ার্ড বলল–সবই ঠিক ম্যাডাম, কিন্তু এই দোকানদাররা যদি তাদের দোকান বিক্রি করতে না চায়, তা হলে কী হবে?

–আমি সবটাই কিনে নেব। অর্থের কোনো অভাব হবে না। ওদের রাজী হতেই হবে। হাওয়ার্ড বলল ঠিক আছে, তুমি এখানে একটা উঁচু বাড়ি তৈরী করতে চাইছে, এই খবরটা জানলে রাজী হবে না।

–ওরা জানবে কী করে? আমি কী করতে চাইছি সে খবর বলব কেন? ওদের প্রত্যাশার থেকে অনেক বেশী দিয়ে আমি ওদের কাছ থেকে সবকিছু কিনে নেব।

লারা কেনবার উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে। সে বলল–আগে সবাইয়ের কাছে আমার প্রস্তাবটা দেওয়া যাক।

–ঠিক আছে। আমি আগে কথা বলি। কিন্তু সবাধান খবরটা যেন কোনো ভাবেই ফাঁস না হয়। তাহলে ওরা কিন্তু পেয়ে বসবে।

লারা আর হাওয়ার্ডদুজনেই ব্লকটা কেনার জন্য এগিয়ে এল, কে. জি. এভিনর এই ব্লকটাতে এক ডজনের বেশী দোকান আর স্টোর আছে। কোনোটা বেকারী, কোনোটা ওষুধের দোকান। কোনোটায় দরজি বসে বসে সেলাই করছে। কেউ বা পোশাকের দোকান দিয়েছে। আর আছে হার্ডওয়্যার স্টোর।

হাওয়ার্ড কেলার লারাকে সাবধান করে দিয়ে বলল–খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে হবে। একজন যদি না চায়, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রস্তাবটা কার্যকর হবে না।

লারা বলল–চিন্তার কিছু নেই। আমি নিজে এ ব্যাপারটা দেখছি।

এই মুহূর্তে লারাকে কেউ থামাতে পারবে না। এক সপ্তাহ কেটে গেছে। একজন আগন্তুক এসে একটি সেলুনে হাজির হল। তখন সেখানে একজন চুল কাটছিল। আগন্তুককে বসতে বলল লোকটি। পাশেই একজন বসে বসে ম্যাগাজিন পড়ছিল। সে বলল–আপনি কি চুল কাটবেন?

আগন্তুক বলল–না, আমি এখানে চুল কাটতে আসিনি। আমি এ শহরে প্রথম এসেছি। নিউজার্সিতে আমার একটা সেলুন আছে। কিন্তু আমার স্ত্রী চাইছে এখানে সেলুনটা নিয়ে আসতে। তা হলে সে অসুস্থ মায়ের কাছাকাছি থাকতে পারবে। সেজন্য আমি এখানে একটা দোকান খুঁজছি।

–এখানে সেলুন এই একটাই। বিক্রির জন্য কোনো চিন্তাভাবনা নেই আমার। আগন্তুক মৃদু হাসল-দেখুন, বিক্রি যখন ইচ্ছে করা যায়। এর কোনো সময় অসময় নেই। কি তাইতো? আমি যদি উপযুক্ত দাম দিই, এই ধরুন পঞ্চাশ কিংবা ষাট হাজার ডলার, তাহলে কি আপনি ব্যাপারটা নিয়ে ভাববেন?

লোকটা গম্ভীর হয়ে গেল, আগন্তুক বলল–দেখুন, আমি দোকানটা পাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী। আমি পঁচাত্তর হাজার ডলার পর্যন্ত দিতে রাজী আছি।

–আমি সেলুনটা বিক্রির ব্যাপারে এখনই কোনো চিন্তাভাবনা করছি না।

আগন্তুক তখনো নির্বিকার। সে বলল–একশো হাজার ডলার।

–আমি সত্যিই ভাবছি না।

আগন্তুক বলল–দেখুন, এখানে যা যা যন্ত্রপাতি আছে, সে সবও আপনি নিয়ে যেতে পারেন।

লোকটি এবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখল। বলল–আপনি বলছেন?

-হ্যাঁ, আমার নিজের যন্ত্রপাতি আছে।

–আমাকে একটু ভাবতে দিন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হবে।

–নিশ্চয়ই। আমি তাহলে আগামী পরশু আসব। ঠিক এই সময়ে।

আগন্তুক চলে গেল। লোকটা তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল।

দু-দিন বাদে দোকানটা বিক্রি হয়ে গেল। কিনল ওই আগন্তুক।

লারা মৃদু হেসে বলল–একটা হল, এর পরের লক্ষ্য বেকারী। সেটাকেও কিনে নিল সে।

প্রায় ছ-মাসের মধ্যে সব কিছু কেনা হয়ে গেল। এবার এখানে অন্য লোকজনের আগমন ঘটল। প্রথমেই লারা আর্কিটেক্টকে দিয়ে আকাশছোঁয়া অট্টালিকার একটা নকশা তৈরী করে নিল। কিন্তু হাওয়ার্ড একদিন বলল–লারা, একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

–কী সমস্যা?

–কফি শপের লোকটা এখনো রাজী হয়নি।

–আচ্ছা, এটা নিশ্চয়ই একটা সমস্যা। পাঁচ বছরের লিজে ও এখানে আছে। লিজ ছাড়তে চাইছে না। তাই তো? অর্থের বেশী লোভ দেখাতে হবে?

–যে কোনো মূল্যেই ও রাজী হচ্ছে না।

লারা হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল–লোকটা কি জানে এখানে হাইরাইজ হবে?

-না।

–ঠিক আছে। আমি নিজে ওর সঙ্গে কথা বলব। চিন্তার কিছু নেই। তুমি বরং খোঁজ নাও, ও কার কাছ থেকে লিজ নিয়েছে।

-বেশ।

হাওয়ার্ড যত লারাকে দেখছে, তত অবাক হয়ে যাচ্ছে। কোনো ব্যাপারেই সে অল্পেতে ভেঙে পড়ে না। মেয়েটা রীতিমতো আত্মপ্রত্যয়ী। যে কাজ কেউ করতে পারবে না, সে কাজে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালবেলা লারা তার নতুন সাইটে হাজির হল। ব্লকের শেষ প্রান্তে অফিস ঘর। দোকান খুবই ছোটো। কয়েকটা মাত্র চেয়ার টেবিল। কাউন্টারের পেছনে একজন দাঁড়িয়েছিল। লারার মনে হল, এই লোকটাই বোধহয় দোকানের মালিক। তার বয়স ষাটের কাছাকাছি।

লারা গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। লোকটা ওকে দেখে বলল–সুপ্রভাত, কী খাবেন বলুন?

–অরেঞ্জ জুস আর একটা কফি।

–এখনই দিচ্ছি।

লোকটা কফি ঢালতে ঢালতে বলল–আমার কাজের মেয়েটি এখনো আসেনি। অগত্যা সবকিছু আমাকেই করতে হচ্ছে। প্লেটটা নিয়ে সে এগিয়ে এল লারার কাছে। একটা হুইল চেয়ারে সে বসে আছে, তার দুটি পা নেই। লারা দেখল ভালো করে।

লারা বলল–জায়গাটা খুবই চমৎকার। আরো জানতে চাইল সেকতদিন এখানে আছেন?

লোকটি বলল–দশ বছর।

–এখনো বিশ্রাম নেবার কথা ভাবেননি কেন?

লোকটি মাথা নাড়ল। বলল–আপনি হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে আমাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করল। আমি রিটায়ারের কথা এখনো ভাবিনি।

–যদি আপনি অনেক অর্থ পেয়ে যান, তাহলে? নিশ্চয়ই আপনাকে কেউ এরকম প্রস্তাব দেয়নি, তাই না?

লারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এখন সে মুখের ভাষা পড়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে।

লোকটা বলল–অর্থ কোনো ব্যাপার নয় মিস। এখানে আসার আগে আমি দুবছর হাসপাতালে ছিলাম। আমার কোন বন্ধু ছিল না। জীবনের কোনো লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ একজন আমাকে এই জায়গাটা লিজ দেবার প্রস্তাব দেয়। সেটা আমার জীবনের চলার

ছন্দকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছে। এখানকার অনেকেই চলে গেছে। কিন্তু আমার কাছে জায়গাটার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। অর্থ দিয়ে তা বিচার করা সম্ভব নয়।

আবেগে লোকটার কণ্ঠস্বর বুজে এসেছে। সে বলল–আপনাকে আর একটু কফি দেব কি?

–দিন।

এই মুহূর্তে লারাকে আরো কথা বলতে হবে। এই লোকটাকে সরাতে না পারলে তার স্বপ্নটা সফল হবে না। জীবনের কোনো খেলায় লারা কখানো পরাজিত হয়নি। এই খেলাতেও সে শেষ পর্যন্ত জিতবে।

আর্কিটেক্টের কথা মনে পড়ে গেল লারার। পাশেই বসেছিল হাওয়ার্ড কেলার। ওর মুখটা গম্ভীর।

কথার মাঝখানে হাওয়ার্ড বলল–এখনো পর্যন্ত এই দোকানটা আমরা নিতে পারিনি, কিন্তু মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। ওর শর্ত হল প্রতি মাসে যদি ও ঠিকমতো ভাড়া না দিতে পারে তাহলে মাস কয়েক পরে এই দোকানটা বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে।

লারা শুনল। তারপর জিজ্ঞাসা করল–আর একটা প্রশ্ন আছে।

ড্রইংটা টেবিলের ওপর মেলে ধরল লারা। কফি শপের ওপরে পেনসিলটা রাখল। বলল–আমরা যদি জায়গাটাকে ছেড়ে দিয়ে বিল্ডিংটা তৈরী করি, তাহলে কি কোনো অসুবিধা হবে? জায়গাটা খুবই ছোটো আর একদম ধারে।

আর্কিটেক্ট বলল–অসুবিধা হবে না। প্ল্যান ডিজাইনটা একটু পাল্টাতে হবে।

হাওয়ার্ড বলল–লোকটাকে জোর করে তুলে দিলে কেমন হয়?

লারা মাথা নেড়ে বলল–না-না, তা কেমন করে হবে? তাছাড়া ওটাকে বাদ দিয়ে তো আমরা কিনেছি।

হাওয়ার্ড মাথা নেড়ে বলল–তুমি ঠিকই বলেছে।

লারা বলল ঠিক আছে, আমাদের কাজ শুরু হোক। কফিশপ যেমন আছে, তেমনই থাক। এতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

হাওয়ার্ড আরো একবার লারার অসামান্য সাহস আর উৎসাহের পরিচয় পেল। সে বুঝতে পারল, লারাকে কেউ কোনোদিন থামাতে পারবে না।

কয়েক দিন কেটে গেছে। লারা হাওয়ার্ডকে বলল–আমার ইচ্ছে, তুমি একবার স্কটল্যান্ড যাও।

–কেন? স্কটল্যান্ডে বাড়ি তৈরী করবে নাকি?

লারা মৃদু হাসল, তার চোখের দৃষ্টিতে রহস্যের আভাস। সে বলল–আমি ওখানে একটা প্রাসাদ কিনতে চাই। ওখানে একটা উঁচু জমি আছে। নাম লট মারলিক। রাস্তার ওপরে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে একাধিক প্রাসাদ আছে। এর মধ্যে যে কোনো একটা আমি কিনব।

–অনেকটা খামার হোমের মতো। তাই তো?

–না, আমি গরম কালে ওখানে থাকব না। সেরকম কোনো পরিকল্পনা আমার নেই। ওখানকার মাটিতে আমার বাবার সমাধি করতে চাই। আমার বাবার কবরটা এখন গ্রেস বে-র গ্রিল ভিউ সিমিস্ট্রিতে রয়েছে। ওখান থেকে স্থানান্তরিত করতে হবে।

এই প্রথম হাওয়ার্ড লারার পরিবারিক ব্যাপারে খবর শুনল। সে বলল–তোমার বাবাকে তুমি খুবই ভালোবাসো, তাই না?

–ভালোবাসা? লারা মুখের ওপর মনের ভাব প্রকাশ করল না। সে বলল–কাজটা তুমি করবে তো?

–নিশ্চয়ই?

–সমাধির জন্য একটা জায়গা ঠিক করবে। কেয়ারটেকারও নিযুক্ত করতে হবে।

–বেশ তো।

বাবার প্রতি ভালোবাসার কথা শুনে হাওয়ার্ড মুগ্ধ হয়ে গেল।

তিন সপ্তাহ বাদে হাওয়ার্ড স্কটল্যান্ড থেকে ফিরে এসে বলল–সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমার একটা প্রাসাদ কেনা হয়েছে। সেটাই তোমার বাবার বিশ্রাম স্থান হবে। পাহাড়ে ঘেরা আর গাছপালায় ভরা জায়গাটা খুবই সুন্দর। দেখলে দুচোখ জুড়িয়ে যাবে। তুমি কবে যাবে?

লারা বলল–আমি? আমি তো যাব না!

লারার কথা শুনে হাওয়ার্ড কেলার খুবই অবাক হয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত লারা তার কাছে এক দুর্বোধ্য রহস্যময়ী নারী হিসাবেই থেকে গেছে। হাওয়ার্ড জানে, ওই রহস্যের আবরণ সে কোনোদিন ভেদ করতে পারবে না।

লারার নজরে নিউইয়র্ক

দ্বিতীয় পর্ব । প্রথম অধ্যায়

১৯৮৪ সাল। লারার এবার নজর নিউইয়র্ক। হাওয়ার্ডের কাছে সে তার পরিকল্পনার কথাটা জানাল। কিন্তু হাওয়ার্ড সমর্থন করল না। হাওয়ার্ডের আচরণের মধ্যে কেমন একটা নিস্পৃহভাবে।

হাওয়ার্ড বলল–নিউইয়র্ক শহরটাকে তুমি চেনো না লারা। লারা আমরা বরং

লারা স্বাভাবিকভাবে বলল–গ্রেস বে-তে থেকে যখন চিকাগো শহরে এসেছিলাম, তখন আমাকে এসব কথাই শুনতে হয়েছিল। যেখানে তুমি বাড়ি তৈরী করো না কেন, চিকাগো কিংবা নিউইয়র্ক কিংবা টোকিও, নিয়মনীতি সব জায়গাতেই এক, তাহলে কেন আমরা মিথ্যে ভয় পাব।

হাওয়ার্ড বলল–তুমি এখানে চমৎকার কাজ করেছে। চিকাগো শহরের মানচিত্রটাই পাল্টে দিয়েছো। তুমি আর কী চাও?

লারা মৃদু হেসে জবাব দিল–আমি তো তোমায় আগেই বলেছি হাওয়ার্ড, আমি আরো চাই। নিউইয়র্কে একটা ক্যামেরন প্লাজা তৈরী করব। তারপর ক্যামেরন সেন্টার। আর শুনতে চাও? আমি একদিন পৃথিবীর সবথেকে উঁচু বাড়িটা তৈরী করতে চাই। তা হবে ওই নিউইয়র্কে। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজ এবার চলেছে নিউইয়র্ক জয় করতে।

হাওয়ার্ড আর কিছু বলার সাহস পেল না। নিউইয়র্কে চারিদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় যারা জায়ান্ট, তারা এখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। যেমন ছিলেন জিকেন ডরফস, হ্যারি হেলানসলে, ডোনাল্ড ট্রাস্ট, কাউন্স ইত্যাদি।

লারা হাওয়ার্ডকে বলল–আমি ওদের ক্লাবে যোগ দেব।

হাওয়ার্ড বলল–বেশতো।

এরপর শুরু হল শহরটাকে ঘুরে দেখার কাজ। এবং অবশ্যই পছন্দ মতো জায়গা আবিষ্কার করা। লারা আগে জানত না, শহরটা এত প্রাণময়। অজস্র আকাশচুম্বী বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নদীর চারপাশ ঘিরে আকাশ দৈত্যরা আকাশকে গিলতে চলেছে। অসংখ্য গাড়ির ভিড়। প্রাণচঞ্চল এই মহানগরীতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল লারার। গ্রেস বে আর চিকাগো থেকে সত্যি শহরটা একেবারে আলাদা।

লারা আর এক মুহূর্ত দেরী করতে রাজী নয়। একটা কাজ এখনই করতে হবে। পেশাদার শ্রমিকদের নিয়ে একটা সমন্বয়কারী টিম বানাতে হবে।

রিয়েল এস্টেটের ব্যাপারে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ম্যানেজমেন্ট টিম তৈরী করতে হবে।

লারা বলল–আমার কাছে যে বিল্ডিং-এর লিস্টটা আছে, সেগুলি আমার পছন্দ। এখন একজন ভালো স্থপতি দরকার। এই বাড়িগুলো যারা তৈরী করেছে, সেই আর্কিটেক্টের সঙ্গে আমি এখনই দেখা করতে চাই।

লারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে হাওয়ার্ড বুঝতে পারল। হাওয়ার্ড বলল–ব্যাঙ্ক থেকে যাতে ক্রেডিট পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাটা আমিই করব। চিকাগোতে আমাদের অনেকগুলো সম্পত্তি আছে, তাই ক্রেডিট পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। এখন সেভিংস আর লোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। কয়েক জন রিয়েল এস্টেট ব্রোকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

–বাঃ, চমৎকার।

–লারা, এসব করার আগে ঠিক করে বলল তো তোমার পরবর্তী প্রোজেক্টটা কী হবে?

লারা অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর বলল–আমি কি এব্যাপারে কিছুই বলিনি?

–না তো! অবাক হল হাওয়ার্ড।

লারা বলল–আমরা ম্যানহাটন সেন্টার হসপিটাল কিনতে চলেছি।

হাওয়ার্ড আর কোনো কথা বলল না। এই ভাবনাটা তার মাথায় আসেনি।

কয়েকদিন আগে লারা ম্যাজিসিয়ান এভিন্যুতে একটা হেয়ার ড্রেসারের কাছে গিয়েছিল। ওর চুলটা যখন ঠিক করছিল, তখন পাশের বুথ থেকে কিছু কথাবার্তা ওর কানে আসে। ও শুনতে পায় ম্যানহাটন সেন্টার হসপিটালের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। যে

কোনো সময় সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কর্মচারীদের মাইনে পত্র মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কথা বলছিল, সে ওই হাসপাতালের সুপারভাইজার। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ওই। হাসপাতালে চাকরি করেছে। লারা মন দিয়ে তার কথাগুলো শুনছিল। খবরটা এখনো কাগজে বেরোয়নি। শুধুমাত্র হাসপাতালের কর্মচারীরাই জানে। খবরটা চেপে রাখা হয়েছে। লারার চুলটা ঠিক হতে আরো কিছুক্ষণ দেরী ছিল। সে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।

হেয়ার ড্রেসার মহিলা বলল–এখনো কিছুটা বাকি আছে, মিস ক্যামেরন।

লারা বলল ঠিক আছে। বাকিটা পরে হবে। আমার একটু তাড়া আছে। কিছু মনে করো না।

পুরো পেমেন্ট দিয়ে লারা ওখান থেকে চলে এসেছিল। মাথায় তখন একটাই ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে, যে করেই হোক ম্যানহাটন সেন্টার হসপিটাল কিনতে হবে, এই সুযোগটাই তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

হাসপাতালটা ঘুরে দেখল সে। কোনো ব্লকই বাদ দিল না। এখানে একটা নতুন কাইসক্যাপার তৈরী করা যাবে। কয়েকটা ব্লক বাড়ানো যাবে। এগুলো হবে একেবারে নীচে। ওপরে থাকবে কয়েকটা লাক্সারি কন্ডো মিনিয়াম। জায়গাটা একেবারে বদলে যাবে।

লারা হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে মালিকের নাম জানতে চাইল। ওরাল স্ট্রিটের রজার বার্মিংহাম নামে এক ব্যক্তি হাসপাতালের মালিক। তার অনেকগুলি অফিস আছে। তার মধ্যে একটিতে মিস্টার বার্মিংহাম বসেন।

লারা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। লারা তাকাল মালিক রজার বার্মিংহামের দিকে। মৃদু হেসে বলল–শুনলাম ম্যানহাটন সেন্টার হসপিটালটা বিক্রি আছে? ভদ্রলোক অবাক হয়ে জানতে চাইলেন–কোথায় শুনেছেন?

–ব্যাপারটা কি সত্যি?

–হ্যাঁ, সত্যি।

–আমি হাসপাতালটা কিনতে আগ্রহী। আপনি কত দাম দিয়েছেন।

বার্মিংহাম লারার দিকে তাকালেন। বললেন–দেখুন মিস, আমি তো আপনাকে ঠিক জানি না। এসব ব্যাপারে যখন তখন আলোচনা করা যায় না। নব্বই মিলিয়ন ডলার সোজা ব্যাপার নয়।

লারার কাছে দামটা খুব চড়া ঠেকল। কিন্তু এই হাসপাতালটা তার চাই। আরম্ভটা তাহলে উড়ে চলার মধ্যে দিয়ে শুরু হবে।

লারা বলল–আমরা কি ওই বিষয়ে কথা বলতে পারি?

–সে তো বটেই।

লারা একটা একশো ডলারের নোট বার্মিংহামের হাতে দিল। বার্মিংহাম অবাক হয়ে তাকাল লারার দিকে। জিজ্ঞাসা করল–এটা কী জন্য?

লারা বলল–এটা আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য। আপনারা তো এখনো বিক্রির ব্যাপার কোনো রকম ঘোষণা করেননি। আমি যদি আপনার দামটা দিতে পারি, তা হলে খুবই ভালো হবে দেখা যাক।

আবার রজার বললেন–আমি তো আপনার সম্পর্কে কিছুই জানি না।

লারা জবাব দিল–আপনি একটা কাজ করুন মিস্টার বার্মিংহাম। চিকাগোর মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কে ফোন করুন। ওখানকার প্রেসিডেন্ট বব ভ্যান্সকে ডেকে পাঠান।

রজার বার্মিংহাম বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লারার দিকে। তারপর মাথাটা একবার নেড়ে নিলেন, টেলিফোন গাইডটা তুললেন। নাম্বার বের করে সেক্রেটারী লাইনটা পেয়েই বার্মিংহামকে দিয়ে দিল।

বার্মিংহাম বললেন মিস্টার ভ্যান্স, আমি নিউইয়র্ক থেকে রজার বার্মিংহাম বলছি। এখানে মিস

লারার দিকে তাকাল। লারা নামটা বলল–লারা ক্যামেরন।

বার্মিংহাম ফোনে বললেন মিস লারা ক্যামেরন বসে আছেন। উনি এখানকার একটা সম্পত্তি কিনতে আগ্রহী। আপনি ওকে চেনেন নাকি?

রজার বার্মিংহাম বব ভ্যান্সের কথা শুনে গেলেন। এরপর বব ভ্যান্সকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। এবার ভালোভাবে তাকালেন লারার দিকে। বললেন–আপনি চিকাগোতে বেশ বিখ্যাত দেখছি।

–আমি নিউইয়র্কেও আমার উপস্থিতির ছাপ রাখব। মৃদু হাসল লারা।

বার্মিংহাম একশো ডলারের নোটটার দিকে একবার তাকালেন। বললেন–এটা দিয়ে আমি কী করব?

–আপনি কয়েকটা কিউবান সিগার কিনতে পারবেন। দেখি, এর মধ্যে আপনার সমস্যাটা সমাধান করা যায় কিনা।

বার্মিংহাম ওখানে বসে লারার দিকে তাকালেন। বললেন–ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত। ঠিক আছে, আমি আপনাকে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছি। আপনি ভেবে আমাকে বলবেন।

লারা ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

.

লারা হাওয়ার্ডকে বলল–এবার একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পুরো ব্যাপারটা সেরে ফেলতে হবে।

লারা এখন খুবই গম্ভীর হয়ে উঠছে। সে জানে, অনেকগুলো সমস্যা সমাধান করার পর তবে হাসপাতালের স্বপ্নটা সফল হবে।

–সব মিলিয়ে কত লাগবে ভেবে দেখেছো?

লারা জবাব দিল-সম্পত্তি বাবদ নব্বই মিলিয়ন ডলার। এরপর আরো দুশো মিলিয়ান ডলার খরচ হবে হাসপাতাল ভাঙতে এবং তার ওপর বাড়ি তৈরী করতে।

হাওয়ার্ড লারার দিকে তাকাল–তাহলে মোট দুশো নব্বই মিলিয়ন ডলার, ঠিক তো?

লারা বলল–ঠিকই বলেছে।

হাওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল–টাকাটা কোথা থেকে আসবে?

লারা বলল–আমরা ধরে নেব, চিকাগোতে যারা আমাদের সহযোগী সংস্থা, তাদের কাছ থেকে। ব্যাপারটা খুব একটা সমস্যা হবে না।

–কিন্তু এটা খুব ঝুঁকির বিষয়, সেটা কি তুমি বুঝতে পারছো লারা?

–এতেই তো আমার উত্তেজনা। জুয়ায় জেতার মতো আনন্দ অন্য কিছুতে আছে কি?

হাওয়ার্ড কিছু না বলে চোখ দুটো বন্ধ করল। বেচারী, বেশী দূর ভাবনাচিন্তা করতে সে মোটেই পারে না।

চিকাগোর থেকে নিউইয়র্কে অনেকগুলো রাস্তা বেশী আছে। এখানে যে কোনো বাড়ি তৈরী করার জন্য সহজেই টাকার সংস্থান হয়ে যায়। নিউইয়র্কে নিয়মকানুন খুব একটা জটিল নয়। লারার কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে ব্যাঙ্ক খুবই খুশী হল। আটচল্লিশ ঘন্টার আগেই লারা ক্যামেরনের লোন একরকম পাশ হয়ে গেল। সবটাই হাতে পেয়ে গেল সে। লারা এসে হাজির হল রজার বার্মিংহামের অফিসে। তারপর ওর হাতে তিন মিলিয়ান ডলারের একটা চেক তুলে দিল।

লারা বলল–এটা ব্যবসায়িক চুক্তির অগ্রিম পেমেন্ট। আমি আপনার দামটা দিতে পারব। এছাড়া আপনি একশো ডলার রাখতে পারেন।

রজার বার্মিংহাম ভাবতে পারেন নি, লারা এত তাড়াতাড়ি কাজটা করে ফেলতে পারবে।

পরের ছমাস ধরে হাওয়ার্ড কেলার ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আর্কিটেক্টের সঙ্গে বিল্ডিং-এর প্ল্যানের ব্যাপারেও কথাবার্তা হল। এপ্রিল মাস নাগাদ কাজ আরম্ভ হল। লারা তখন ক্রমশ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠছে। রোজ সকাল ছটায় উঠে লারা সাইটে পৌঁছে যায়। সকলের কাজকর্ম ভালোভাবে লক্ষ্য করে। প্রথম পর্যায়টা ওর খুবই খারাপ লাগে। এই পর্যায়ে ওর বিশেষ কিছু করার নেই। লারার ইচ্ছে একসঙ্গে গোটা ছয়েক প্রোজেক্ট হাতে নিয়ে এগোতে।

লারা একদিন হাওয়ার্ড কেলারকে বলল–শোনো, আমরা অন্য কোনো ব্যবসায় মন দিতে পারি না?

–তা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারটায় নজর রাখতে হবে। গোলমাল দেখা দিলে তা আমরা সামলাতে পারব না।

থেমে গেল হাওয়ার্ড কেলার। লারা ওর দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি মিছিমিছি চিন্তা করছে। কোনটা তোমাকে ভাবাচ্ছে?

–আমাকে ভাবাচ্ছে সেভিংস আর লোন কোম্পানীর সঙ্গে সই করা চুক্তিগুলো।

–কেন আমরা তো টাকা হাতে পেয়েছি।

হাওয়ার্ড বলল–আসলে শেষের দিকের শর্তটা আমার ভালো লাগছে না। পনেরোই মার্চের মধ্যে শেষ না হলে, সব ওদের হাতে চলে যাবে। তখন আমরা সব কিছু হারাব।

গ্রেস বের কথা মনে পড়ে গেল লারার। ওখানে একই রকম সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বন্ধুরা সহযোগিতার হাত না বাড়ালে লারা আজ এইখানে এসে পৌঁছাতে পারত না। তবে এখানকার ব্যাপারটা একদম আলাদা। এখানে অত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই। কেউ বসে বসে ষড়যন্ত্রের জাল বোনে না।

লারা মৃদু হেসে বলল–অত ভাববার কিছু নেই। নির্দিষ্ট তারিখের আগে বাড়ি বানানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে। এখন অন্য একটা প্রোজেক্ট নিয়ে আমরা অনায়াসে মাথা ঘামাতে পারব।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

লারা আর হাওয়ার্ড পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে মনে হল, তার বোধহয় দুই মেরুর বাসিন্দা।

ম্যানেজারের সঙ্গে লারা দেখা করা শুরু করল। মার্কেটিং ম্যানেজার লারার কথার জবাবে বলল–নীচের দিকে যে রিটেইল সেন্টারগুলো আছে, সেগুলো সই হয়ে গেছে। অর্ধেকের বেশী কন্ডোনিয়াম নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাড়িটা শেষ হবার আগে তিন-চতুর্থাংশ কিনে ফেলা সম্ভব হবে।

–কিন্তু আমি তো বাড়িটা শেষ হবার আগেই সবটা কিনতে চাই। লারা বলে উঠল।

ঠিক এই সময় হাওয়ার্ড কেল্লার অফিসে ঢুকল। সে লারাকে বলল–তুমি ঠিকই বলেছো লারা, বাড়িটা ঠিক সময়েই শেষ হবে।

লারা বলল–সবটাই অর্থের ব্যাপার। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি, এখানে অর্থের জোগান ঠিক থাকলে কোনো সমস্যা হয় না।

বাড়ির কাজ ঠিক মতো এগোচ্ছে। লারা আর হাওয়ার্ড দুজনেই খুশী। জানুয়ারী মাসের পনেরো তারিখে বাড়ির কাজ অর্ধেক শেষ হয়ে গেল। তখনো কাজ শেষ হতে ষাট দিন বাকি। লারা: চুপচাপ দাঁড়িয়ে শ্রমিক আর কর্মচারীদের কাজকর্ম দেখছিল।

হঠাৎ একদিন একজন শ্রমিকের হাত থেকে একটা রেঞ্জ ছিটকে এসে লারাকে আঘাত করল। পিঠে আঘাত পেল সে। কিছুটা ভয় পেয়ে গেল লারা। আঘাত অবশ্য তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। শ্রমিকটি তার কাজের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

লারা ভাবল, এর মধ্যে কোনো অনিচ্ছাকৃত অপরাধ নেই তো? সে ওই শ্রমিককে আর কাজে রাখল না। অন্যান্য শ্রমিকরা সব দেখল। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হল। তারা লারার কাছে এগোবার সাহস পেল না।

এর পরের দিনটা ছিল সোমবার। সকালে লারা বিল্ডিং সাইটে হাজির হল। ওর মনে হল, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। চারদিক একদম নিস্তব্ধ। কাজ হবার কোনো চিহ্ন নেই।

সামনে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করল লারা কী ব্যাপার কাজ বন্ধ কেন? এখন তো সকাল সাতটা।

–আমরা আর কেউ কাজ করব না। লোকটা নিস্পৃহ ভাবে জবাব দিল। আমরা ঠিক করেছি, একটা অভিযোগের জবাবদিহি আপনাকে করতে হবে।

–কী অভিযোগ? লারার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে।

–আপনি একজন শ্রমিককে অসম্মান করে বরখাস্ত করেছেন।

ব্যাপারটা লারা ভুলেই গিয়েছিল। এখন মনে পড়ে গেল। সে বলল–হ্যাঁ, ও অমনোযাগী হয়ে পড়েছিল। আরো বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারত।

–এই শহরের কোনো শ্রমিকের অসম্মান করার অধিকার আপনার নেই।

লারার মুখটা লাল হয়ে উঠল। লারা বলল–ওর আচরণটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। আমার ধারণা, ও ইচ্ছে করেই রেঞ্জটা আমার দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল। সেইজন্য আমি ওর ওপর রেগে গেছি। তাই আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু ওকে আমি কাজে ফিরিয়ে নেব না।

ফোরম্যান অর্থাৎ ওই লোকটা বলল–ও নিজেই এখানে আর কাজ করবে না বলেছে। আমরাও করব না।

–এটা কি চালাকি নাকি? যখন যা খুশী করা যায়?

–আমাদের ইউনিয়ান চায় না, আপনার কাজ করতে। ইউনিয়ানের সকলের সঙ্গে কথা বলেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

লোকটা একপা-একপা করে পেছন দিকে পেছোতে লাগল। লারা ওকে ডেকে বলল, দেখ, আমি আমার কাজের জন্য দুঃখিত। ওকে কাজে ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমরা কাজে যোগ দাও।

ফোরম্যান লারার দিকে তাকিয়ে বলল–মিস ক্যামেরন, আপনি আবার ভুল করছেন। ও এখানে কোনোদিন কাজ করবে না। মনে রাখবেন, নিউইয়র্ক খুব ব্যস্ত শহর। এখানে কাজের কোনো অভাব নেই। চলি, নমস্কার।

লোকটা চলে গেল। লারা নিশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। এমন একটা সমস্যা যে হতে পারে সে ভাবতেই পারেনি। সেখান থেকে দ্রুত চলে এল লারা। হাওয়ার্ড কেলারকে খবরটা দিতে হবে।

হাওয়ার্ড বলল–আমি শুনেছি, ইউনিয়ানের সঙ্গে এই ব্যাপারে ফোনে কথা হয়েছে।

–ওরা কী বলল? লারা জানতে চাইল।

–পরের মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ওরা আলোচনায় বসবে। শুনে লারা আরো অবাক হয়ে গেল। সে বলল–পরের মাস? আর দুটো মাস মাত্র সময় আছে। বাড়িটাও শেষ হয়নি।

–ও ব্যাপারটা আমি ওদের বলেছি।

–কী বলল ওরা?

–ওরা বলল, এই সমস্যাটা ওদর নয়। লারার মনে হল, সে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল–এখন তা হলে আমরা কী করব?

হাওয়ার্ডের সমস্ত মুখে তখন আশঙ্কার আনাগোনা। সে বলল–তা তো জানি না। কিছুক্ষণ চিন্তা করল লারা, তারপর বলল–হাওয়ার্ড, আমি একটা উপায় বের করেছি।

–কী?

–অন্য কোনো কোম্পানীর লোক দিয়ে কাজটা শেষ করব।

–লারা, তুমি এখানকার নিয়ম নীতি জানো না। ইউনিয়ান খুব শক্তিশালী। কেউই কাজে হাত দেবে না।

লারা এবার বলে উঠল–আমার কাজ যদি শেষ না হয়, তাহলে ওই লোকটাকে আমি একেবারে শেষ করে দেব।

–তাহলে হয়তো কিছু একটা হতে পারে।

লারা অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। সে বলে উঠল–আমি লোকটাকে গুলি করে মারব।

–কেন?

–এসব আমি পরোয়া করি না। লারা বলল।

–তাহলে একটা ভালো উকিল রাখতে হবে। হাওয়ার্ড অনুরোধ করল।

–তুমি কাউকে চেনো?

–না, আমি কাউকে চিনি না। তবে শ্যাম গসটেন বলে যে অ্যাটর্নির সঙ্গে তুমি

কথা বলছিলে, সেখানে আরো একজন ছিল। তার নাম পল মার্টিন। শুনেছি উকিল হিসাবে ওর নাম আছে। ইউনিয়ানের ব্যাপারগুলো ও নিজেই দেখাশুনা করে।

–ওর ফার্ম কোথায়?

–জানি না।

লারা এবার তার সেক্রটারীকে ডাকল। বলল–শোনো ক্যাথি, ম্যানহাটনে একজন উকিল আছে তার নাম পল মার্টিন। তার ঠিকানা বের করো।

হাওয়ার্ড বলল–তার আগে ওর ফোন নাম্বারটা দাও। আগে থেকে অ্যাপয়মেন্ট করতে হবে।

–অত সময় নেই। আজই ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেখা যাক, ও আমাদের সাহায্য করতে পারে কিনা। যদি না পারে তা হলে অন্য কিছু ভাবব।

লারা তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে। যে করেই হোক সুড়ঙ্গ থেকে তাকে বেরোতে হবে।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়াল স্ট্রিটের একটি অফিস বিল্ডিং-এর পঁচিশ তলায় পল মার্টিনের অফিস। ঘরটা ছোটো, তবে সুন্দর করে সাজানো। পল মার্টিনের বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুল

সাদা। মুখে বেশ কিছু রেখার সমষ্টি। নাকটা ছুঁচলো। পরনে পুরোনো আমলের পোশাক। পল মার্টিন বললেন–বলুন কী করতে পারি?

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে লারা বলল–আমার নাম লারা ক্যামেরন। রিয়েল এস্টেট ডেভলপার। আমার একটা বিল্ডিং তৈরী হচ্ছিল। ইউনিয়নের সঙ্গে একটা গোলমালের জন্য কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে।

পল মার্টিন শুনে গেলেন, কিছু বললেন না।

লারা আবার বলল–আসলে একটা শ্রমিকের আচরণে আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাকে বরখাস্ত করে দিই। ইউনিয়ান ধর্মঘট ডেকে বসে।

পল মার্টিন বললেন–এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?

–শুনেছি, আপনি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

ঠোঁট উল্টে নিস্পৃহভাবে পল মার্টিন বললেন–আপনি ভুল শুনেছেন। আমি করপোরেট অ্যাটর্নি। বিল্ডিং বা ইউনিয়নের ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্য করতে পারি না।

লারার মুখটা শুকিয়ে গেল। সে বলল–আপনি কি কোনো ভাবেই সাহায্য করতে পারেন না, মিস্টার মার্টিন?

–আমি বরং আপনাকে কয়েকটা পরামর্শ দিচ্ছি, এক কাজ করুন, আপনি একজন লেবার লইয়ারকে ধরুন। সে যাতে ইউনিয়নকে কোর্টে নিয়ে যায়। তার ব্যবস্থা করুন।

–কিন্তু আমাদের অত সময় নেই। আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। যাই হোক, এছাড়া আর কী করতে পারি।

হঠাৎ লারার মনে হল পল মার্টিন একদৃষ্টে তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। পল মার্টিন বললেন–আর একটা কথা বলি মিস ক্যামেরন। বিল্ডিং-এর কাজ মেয়েদের জন্য নয়। আপনি বরং এধরনের ব্যবসা ছেড়ে দিন।

লারা এবার গম্ভীর হয়ে গেল। সে বলল তাহলে মেয়েদের ব্যবসা কী ধরনের হওয়া উচিত? সব সময় খালি পায়ে থাকা আর সন্তান প্রসব করা, রান্না ঘরে কাটানো?

–ঠিকই বলেছেন আপনি, ওগুলোই মহিলাদের নিজস্ব কাজ। পল মার্টিন বললেন।

লারা উঠে দাঁড়াল, যেভাবেই হোক নিজের রাগকে সংযত করতে হবে।

সে বলল–মিস্টার মার্টিন, আপনি বোধহয় এখনো ডায়নোসোরের যুগে পড়ে আছেন। আপনি বোধহয় জানেন না যে, নারীরা এখন স্বাধীন।

পল মার্টিন বললেন,–না, আমি জানি না।

–ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। চলি। লারা চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এক নিঃশ্বাসে এলিভেটরে চড়ে রাস্তায় এল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস আবার বেরিয়ে এল ওর বুকের গভীর থেকে। এখন একটা সুতোর ওপর ঝুলছে তার ভবিষ্যৎ। সে একেবারে

খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছে। অনেক ঝুঁকি অতিক্রম করে আজ এখানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এই সমস্যার কোনো সমাধান আছে কি?

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে লারা হাঁটছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। তার মানে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হবে। লারা নিজের ভাবনাতে এত ব্যস্ত ছিল যে, বৃষ্টির কথা তার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ যেন ম্যাজিকের মতো বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। আকাশ প্রায় পরিষ্কার। লারা আকাশের দিকে তাকাল। না, কুয়াশার আস্তরণ ঢেকে রেখেছে সমস্ত আকাশকে। রোদ্দুর একদম ম্লান, আচ্ছন্নের মতো লারা হাঁটতে লাগল। হঠাৎ তার কানে গেল যন্ত্রপাতির শব্দ। ও অবাক হয়ে ভাবল, কোথায় কাজ হচ্ছে? তারপর যেদিক থেকে শব্দ আসছে, সেদিকে ছুটতে শুরু করল। সাইটের কাছে এসে থেমে গেল ও। নিজের চোখকে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছে না। পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গেছে। শ্রমিক আর কর্মচারীতে জায়গাটা ভরে গেছে। ফোরম্যান ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, গুড মর্নিং মিস ক্যামেরন।

লারা বলল–আমি তো ভেবেছিলাম, আপনারা কাজ করছেন না।

ফোরম্যান বলল–সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। বুনো অর্থাৎ ওই শ্রমিকটার এইভাবে রেঞ্চটা ফেলা উচিত হয়নি। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে আপনি সাংঘাতিক জখম হতেন। এমন কী মারাও যেতেন হয়তো।

লারা বলল–কিন্তু?

–ভাববেন না, ও চলে গেছে। আর কখনো এরকম ঘটনা ঘটবে না। কাজও ঠিক সময়ে আমরা শেষ করব।

লারার মনে হল, ও যেন দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, ওর মাথায় ঢুকছে না। হঠাৎ পল মার্টিনের মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অফিসে গিয়েই সে পল মার্টিনকে ফোন করল। কিন্তু পাওয়া গেল না। বিকেল তিনটের সময় আবার পলকে ফোন করল। সেবারেও পাওয়া গেল না। বিকেল পাঁচটার সময় সে নিজেই হাজির হল পল মার্টিনের চেম্বারে। এবার পলের দেখা পেল।..

চেম্বারে ঢুকে লারা বলল–আমি দুবার ফোন করেছিলাম।

–আমি ছিলাম না। বলুন মিস ক্যামেরন, কী করতে পারি?

–আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।

–কেন বলুন তো?

–ইউনিয়ানের ঝামেলাটা মিটে গেছে।

–তাতে আমার কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। পল বললেন।

লারা বলল–আবার সবাই ঠিক মতো কাজে যোগ দিয়েছে। আশা করছি, ঠিক সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে যাবে।

পল বললেন–অভিনন্দন।

লারা বলল–আপনি যদি আপনার প্রাপ্য বিলটা পাঠিয়ে দেন তাহলে–

–মিস ক্যামেরন, আমার মনে হচ্ছে, কোথাও একটা বিভ্রান্তি ঘটেছে। আপনার সমস্যা মিটেছে বলে আমি খুবই খুশী। এর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।

লারা বলল–ঠিক আছে, আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত।

–ঠিক আছে।

লারা চলে গেল। একটু বাদে পলের সেক্রেটারী তার অফিসে ঢুকে বলল–স্যার, মিস ক্যামেরন এই প্যাকেটটা আপনার জন্য রেখে গেছেন।

–কৌতূহলী হয়ে প্যাকেটটা হাতে তুলে নিলেন পল মার্টিন। ছোটো একটি প্যাকেট লাল রিবন দিয়ে বাঁধা। প্যাকেটটা খুললেন তিনি। ভেতরে রুপোর তৈরী সশস্ত্র যোদ্ধা, পুরোনো আমলের। তার মানে, পলকে পুরোনো পন্থী মনে করেছে ওই মেয়েটি। লারার নাম তিনি আগে শুনেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে এত কম বয়সী, সেটা তার ধারণার মধ্যে ছিল না। শুধু তাই নয়, পল দেখামাত্র আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন। তবে প্রেম করার পথে ওনার বয়সটা অনেক বেশী। লারা কথা বলে বেরিয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ একলা বসে ভেবেছিলেন পল মার্টিন। লারার সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। তারপর তুলে নিয়েছিলেন রিসিভারটা। এখন সেটা মনে করতেই তিনি মৃদু হাসলেন।

.

তৃতীয় অধ্যায়

নতুন বাড়িটার কাজ ঠিকমতো এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেকদিন সকালে লারা নিয়ম করে সেখানে যায়। সেখানকার সকলের ব্যবহারে কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে। সকলেই ঠিকভাবে কাজটা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

লারা মনে মনে ভাবে পল মার্টিনের জন্যই এসব সম্ভব হয়েছে। পল মার্টিনকে আরো একবার আমন্ত্রণ জানাবে সে।

একদিন সে পল মার্টিনকে ফোন করল। তাকে পাওয়া গেল। ভরাট গলা শোনা গেল কী ব্যাপার মিস ক্যামেরন? কাজ কেমন হচ্ছে?

–ভালোই, আজ সন্ধ্যাবেলায় কি আপনি ফ্রি আছেন? একসঙ্গে ডিনার করলে কেমন হয়?

পলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল–শুনুন মিস ক্যামেরন, আমি বিবাহিত, স্ত্রী আর ছেলেদের সঙ্গেই ডিনার খেতে বেশী পছন্দ করি।

এই ধরনের কথা শুনতে হবে লারা কখনো তা ভাবেনি। সমস্ত পুরুকে সে এ পর্যন্ত নাচিয়ে এসেছে। তবে কি পলের কাছে হার স্বীকার করতে হবে? ফোনটা কেটে গেল। একরাশ অভিমান এসে গ্রাস করল লারাকে।

পল ভেতরে গিয়ে সেক্রেটারীকে বলল–শোনো, মিস ক্যামেরন যদি আবার ফোন করে, তাহলে বলবে আমি নেই।

সেক্রেটারী বলল ঠিক আছে, স্যার।

পল মার্টিন এ বয়সে নতুন করে ঝামেলাতে জড়াতে চায় না। লারা ক্যামেরন এখন তার কাছে বিপদের আগুন শিখা।

বিছানাতে শুয়ে আছে লারা। হাতে একটা ম্যাগাজিন।

হাওয়ার্ড ঘরে ঢুকে বলল কী করে ইউনিয়ানকে হাতের মুঠোয় করে ফেললে বলল তো? মনে হচ্ছে, তুমি বুঝি এক স্বপ্নের জাদুকরী।

হাওয়ার্ড থেমে গেল। লারা হেসে উঠল। মুখে কিছু বলল না। আবার পল মার্টিনের উদ্দেশ্যে হৃদয় ভরা বার্তা পাঠাবে। তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। না, পলকে তার প্রাপ্যটা

পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। হাওয়ার্ডের হাতে একটা চেক দিয়ে বলল–হাওয়ার্ড পঞ্চাশ হাজার ডলারের এই চেকটি তুমি পল মার্টিনের কাছে পাঠিয়ে দিও। কেমন?

হাওয়ার্ড চলে গেল। পরের দিন চেকটা ফেরত চলে এল। সঙ্গে নোট। লারা অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল, প্রাপ্য অর্থ না পাওয়ায় পল বুঝি রেগে গেছে। কিন্তু তার ধারণা ভুল। সে পলকে ফোন করল।

সেক্রেটারী পোষাপাখির মতো বলল–পল অফিসে নেই।

লারা ভাবতে পারছে না। পল কী চাইছেন? ষাট বছর বয়সী ওই মানুষটির কী পছন্দ? কেনই বা এতটা উপকার করলেন? সেদিন রাতে লারা স্বপ্ন দেখল পল মার্টিনকে। পরের দিন হাওয়ার্ড কেলার দুটো টিকিট নিয়ে এসেছে। চিকাগোর বিখ্যাত গায়কের গান ও নাচের অনুষ্ঠান।

হাওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল–তুমি কি যাবে?

–তুমি বরং আমাকে টিকিট দুটো দাও। দেখি কী করতে পারি।

হাওয়ার্ড দুখানা টিকিট তাকে দিল। লারা তার মধ্যে একটা টিকিট হাওয়ার্ডের হাতে দিয়ে বলল–নাও, এখনই পল মার্টিনের কাছে দিয়ে এসো।

–ঠিক আছে।

হাওয়ার্ড কেলার চলে গেল। লারা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। লারা জানে, পল মার্টিন এ আমন্ত্রণ রাখবেন না।

পরের দিন টিকিটটা হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পল মার্টিন। কেমন একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছেন তিনি। মেয়েটাকে ঠিক মতো বুঝতে পারছেন না। সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করলেন–আমি কি শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা ফ্রি আছি?

–আপনার জামাইয়ের সঙ্গে একটা ডিনার আছে।

–ওটা বাতিল করে দাও।

এই কথা শুনে সেক্রেটারী খুবই অবাক হল। এর আগে বসকে এমন আচরণ করতে দেখেনি সে।

সে বলল–ঠিক আছে স্যার।

এই মুহূর্তে পলকে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল সেক্রেটারীর। পল তখন দুটো চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। দেখলেই বোঝা যায়, গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন।

.

লারা থিয়েটার হলের সিটে বসেছিল। পাশের সিটটা তখনো ফাঁকা আছে। পল তাহলে এলেন না? ওনার কথা ভেবে লাভ নেই, আধ ঘণ্টা অনুষ্ঠানটা মন দিয়ে দেখল লারা। তারপর আর ভালো লাগছে না। উঠবে কিনা ভাবছে, এমন সময় কে যেন পাশের সিটে এসে বসলেন। অন্ধকারে লারা ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল–এখান থেকে চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

লারা রীতিমতো অবাক হয়েছে। এই প্রথম পল মার্টিন কথা রেখেছেন।

তারা শহরের পূর্ব প্রান্তের একটা রেস্তোরাঁতে গেলেন। লারা স্কচের অর্ডার দিল।

কিন্তু পল কিছুতেই পান করবেন না। তিনি বারবার বললেন, আমি ড্রিঙ্ক করি না।

ডিনার প্লেট এল। পল মার্টিন ছুরিটা একবার ঠেকালেন। তারপর বললেন–মিস। ক্যামেরন, সত্যি সত্যি বলুন তো, আপনি আমার থেকে কী চাইছেন?

লারা বলল–আমি কারো কাছে ঋণী থাকতে রাজি নই। আপনি আপনার প্রাপ্য অর্থ ফেরত পাঠিয়েছেন, তা আমার খুবই খারাপ লেগেছে।

–আমি তো আগেই বলেছি, আপনার জন্য আমি কিছুই করিনি। তাহলে টাকা নেব কেন?

–কিন্তু, লারা বলল।

–আপনার বিল্ডিং-এর কাজ ভালো চলছে তা আমি শুনেছি।

–হ্যাঁ।

পলকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে চুপ করল লারা।

পল বললেন মিস ক্যামেরন আপনি সত্যি খুব সুন্দরী।

–হ্যাঁ, এর পাশাপাশি আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। আমি মনুমেন্ট তৈরি করতে চাই। আমার জীবনের একমাত্র ইচ্ছে, সবাই যেন আমার নাম মনে রাখে। কতগুলো প্রাণহীন বাড়ি তৈরি করার স্বপ্ন আমার নেই। বাড়ি তৈরি করাটা আমার আদর্শ। এসবের মধ্যে দিয়ে আমি ইতিহাস হয়ে থাকবো।

লারা আবার বলল–আমি নিউইয়র্কের সব থেকে বিখ্যাত রিয়েল এস্টেট ডেভলপার হতে চাই।

লারার কথা বলার মধ্যে তার সরলতা প্রকাশ পাচ্ছে।

পল মার্টিন মৃদু হাসলেন। বললেন–আপনি বিখ্যাত হলে আমি কিন্তু মোটেই অবাক হবে না।

লারা জিজ্ঞাসা করল–আপনি শেষ পর্যন্ত আমার ডাকে সাড়া দিলেন কেন?

পল ভাবলেন–এখানে সত্যি বলা উচিত। কিন্তু সত্যি কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরোল না। শেষ পর্যন্ত আমতা আমতা করে বললেন–অনুষ্ঠানটা খুবই ভালো হবে শুনেছিলাম।

লারা বলল ঠিক আছে, চলুন তাহলে আবার আমরা ফিরে যাই।

পল মার্টিন মাথা নাড়লেন। বললেন না, আমি শুধুমাত্র বিবাহিত নই। আমার স্ত্রীকে আমি ভালোবাসি। বলতে পারেন একটু বেশীই ভাললাবাসি। আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

লারা ম্লান হাসল। ||||||||| –আপনাকে যত দেখছি, ততই ভালো লাগছে। ঠিক আছে, পনেরোই মার্চ বাড়ি তৈরি শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা একটা পার্টি দেব। আপনি আসবেন তো?

অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন পল মার্টিন। কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। শান্ত গলায় বললেন–ঠিক আছে, আসব।

লারা আর পল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

.

নতুন বাড়িটার উদ্বোধন অনুষ্ঠান। বিরাট পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। শহরের গণ্যমান্য মানুষেরা সেই পার্টিতে হাজির হয়েছে। প্রেসের লোকরা যথারীতি এসে গেছে।

হাওয়ার্ড কেলার এসে বলল–লারা লোকজন সবাই এসে গেছে।

লারা তখন বিশেষ একজনকে খুঁজছিল। তিনি হচ্ছেন পল মার্টিন। তখনো পর্যন্ত পল মার্টিন এসে পৌঁছায়নি।

লারা অতিথিদের সম্ভাষণ করছে। প্রত্যেকের হাতে পানীয়ের বোতল। অনুষ্ঠান প্রায় মাঝপথে, লারা বুঝতে পারল, পল আসবেন না। তখনই পল হাজির হলেন। পল আসার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির মেজাজ একেবারে বদলে গেল। সকলেই পলের সঙ্গে কথা বলার জন্য আগ্রহী। দেখা গেল, অতিথিদের বেশীর ভাগই পলের অনুরাগী। ইউনিয়নের নেতা থেকে শ্রমিক কর্মচারী সকলে। লারা আশ্চর্য হয়ে গেল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল পলের একটা কথা।

–মিস ক্যামেরন আমি করপোরেট অ্যাটর্নি। ইউনিয়নের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক

লারা ক্রমশ জটিলতার আবর্তে পড়ে যাচ্ছে। পল মার্টিন তখন মেয়রের এক সহযোগীর সঙ্গে করমর্দন করছে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল ইউনিয়ানের কিছু কর্তাব্যক্তি। সবশেষে লারার। কাছে এসে হাজির হলেন পল।

লারা মৃদু হেসে বলল–আপনি এসেছেন, আমি খুবই খুশী হয়েছি।

পল মার্টিন বিরাট বিল্ডিংটায় চোখ বুলিয়ে বললেন–অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

–ধন্যবাদ। কিন্তু এই ধন্যবাদের কিছুটা আপনারও প্রাপ্য পল।

লারাকে ভীষণ সুন্দরী আর যৌন আবেদনময়ী লাগছে। আরো মোহিনী হয়ে উঠেছে সে। আরো আকর্ষণীয়া, আরো যৌবনবতী।

পল মার্টিন একবার তাকাল ওর দিকে।

লারা হেসে বলল–পার্টি এবার শেষের মুখে। চলুন আমরা একসঙ্গে ডিনার করি।

পল আবার বললেন–আমি তো আগেই বলেছি, আমার স্ত্রী আর সন্তানদের সঙ্গে ডিনার করতে আমি অভ্যস্ত। ঠিক আছে। আজ দুজনে একান্তে বসে ড্রিঙ্ক করব, কেমন?

লারা মৃদু হেসে বলল–বেশ তো তাই হবে।

পল এখনো লারার কাছে এক উজ্জ্বল দীপশিখা।

.

শেষ পর্যন্ত অনেক অনুরোধে পল ঘরটাকে দেখে প্রশংসা করে বললেন–বাঃ, তোমার ঘরটা তো বেশ চমৎকার। তোমার ছোটোবেলার কথা তুমি কি কিছু বলবে আমাকে?

পলের অনুরোধ লারা রাখল। লারা প্রথম থেকে সব কিছু বলে গেল। শুধুমাত্র সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল, সেটা গোপন রাখল। জীবনের সব কথা সকলের কাছে বলা যায় কি? সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের বয়স তখন ছিল ষাট বছর। পল মার্টিনের বয়সও ষাট হয়েছে। অথচ দুজনে যেন দুই. পৃথিবীর বাসিন্দা। ম্যাক অ্যালিস্টারের নজর ছিল লারার সুন্দর দেহটার ওপর। আর পল লারার শরীরের দিকে নজর দিচ্ছেন না। এটাই পলের চরিত্রের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য।

লারা এবার জড়িয়ে ধরল পলকে। বলল–পল, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

–আমি তোমার বাবার মতো লারা।

–মোটেই না। তোমার দেহটা কত সুন্দর আর সুগঠিত। মেয়েদের চোখে তুমি কত আকর্ষণীয় তা তুমি জানো কি?

লারার এই কথা শুনে পল হেসে উঠলেন। বললেন–তুমি মিথ্যে প্রশংসা করছে। এক সময় আমার শরীর সুগঠিত ছিল। কিন্তু এখনও কি তা আছে?

লারা আগে থেকেই নিজের পোশাক খুলে ফেলেছিল। এবার পলের পোশাক একটা একটা করে খুলে ফেলল। দুই অসম বয়সী নারী পুরুষের হৃদয়ে তখন সমুদ্রের জোয়ার লেগেছে। নিজের স্ত্রীর কাছে পল মার্টিন এত সুখ পাননি।

লারা তার কামনার পুরুষকে উজাড় করে দিল সব কিছু। যখন সব কিছু শেষ হল তখন দুজনেই ফিরে এল বাস্তব পৃথিবীতে। পল পোশাক পরে নিলেন। বললেন লারা, শহরের পশ্চিমদিকে একটা জমি বিক্রি আছে। জমির মালিক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

–ঠিক আছে। আমি দেখে আসব।

লারা পোশাক পরে নিল। পরম আবেশে পলকে চুমু খেলেন। বললেন–আবার দেখা করবে তো?

–করব।

বিদায় নিলেন পল মার্টিন। কিছুক্ষণ পর হাজির হলেন হাওয়ার্ড কেলার। পলের জমির কথাটা শুনে হাওয়ার্ড বলল–লারা তোমাকে একটা কথা বলব।

–কী কথা?

–পল মার্টিনের থেকে দূরে থাকাই ভালো। লোকটা একটা মাফিয়া। ওর পূর্ব পুরুষ সিসিলির লোক। ও নিজে ওখানে ছিল।

লারা নিস্পৃহভাবে বলল–ওর মধ্যে মাফিয়ার কোনো পরিচয় এখনো পর্যন্ত আমি পাইনি। ওকে আমার হিতাকাঙ্খী বন্ধু বলেই মনে হয়েছে। তুমি কি সাইটটা দেখতে যাবে?

–যাব। সাইটটা খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে।

–ওটা কিনে ফেলতে হবে।

দশদিনের মধ্যেই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হল। উপহারস্বরূপ লারা পল মার্টিনকে একটা ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিল।

.

১৯৮০ সালে রোনাল্ড রেগন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। ইরানের শাহর জীবনবসান হল। আমেরিকার ব্যবসাকেন্দ্র ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম সান্ড্রা ডে কনোর নামে মহিলা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হলেন। ইতিমধ্যে লারার ব্যবসা আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তারা একটির পর একটি জমি কিনছেন আর নতুন করে বাড়ি তৈরি করেছেন।

আর্কিটেক্টরের সঙ্গে আলোচনা হল। লারা বলল–আপনি হোটেল কাম রেস্টুরেন্টের ডিজাইন করুন, যা আর কারোর নেই। সবাই যেন নতুন এই হোটেলে থাকার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক খুব খুশী হল লারার কথা শুনে। সে বলল–বেশ তাই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার এই হোটেল শহরের সেরা হোটেলে পরিণত হবে।

লারা বলল–তাড়াতাড়ি করুন। আমার কোনো ব্যাপারে বেশী দেরি সয় না। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোটেলটা তৈরি করতে।

আর্কিটেক্ট চলে গেল। লারা হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করল–কী রকম লাগছে?

হাওয়ার্ড বলল–চমৎকার বস।

ওর মুখে সর্বপ্রথম বস শব্দটা শুনল লারা। শুনে খুশী হল।

পরের দিন চালর্স খুবই খুশী হয়ে বলল–তুমি আরো সফল হও, এই কামনা করি।

লারা বলল–এই তো সবে শুরু। সামান্য ভাবল। তারপর আবার বলল–চার্লস, তুমি কি আমার ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজে যোগ দেবে? আমি তোমাকে কোম্পানির একটা বড়ো অংশ দেব।

চার্লস বলল–না, তোমাকে এজন্য ধন্যবাদ। তুমি তো সবেমাত্র শুরু করেছে, এবার আমাকে বিদায় নিতে হবে।

এই কথা শুনে লারা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল–ঠিক আছে, কিন্তু তোমার সঙ্গ আমি হারাতে চাই না। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, কেমন?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

–বেশ তো।

লারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লারা বুঝতে পারল, তার জীবনটা আবার একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

.

তৃতীয়বার পল মার্টিন এলেন লারার কাছে। লারা পলের হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন–তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, ডার্লিং।

খুলে দেখলেন পল। ভেতরে একডজন দামী শার্ট আর একডজন দামী টাই।

পল হেসে উঠলেন–এসব আমার অনেক আছে।

–এগুলো তার থেকে আলাদা। তুমি এগুলো পরলে একলাফে তোমার বয়স অনেকটা কমে যাবে।

হেসে উঠলেন লারা। এর পরের ঘটনা দ্রুতবেগে ঘটতে থাকল।

লারার ইচ্ছেমতো পল মার্টিন আপাদমস্তক যুবক হয়ে গেলেন। শুরু হল উত্তেজনাময় একটা রোমান্টিক জীবন। পলের জীবনের নিস্তরঙ্গ ভাবটা এক নিমেষে কেটে গেল। পলের স্ত্রী স্বামীর এই পরিবর্তনটা দেখতে পেলেন না। এদিকে লারার হোটেল তৈরির পরিকল্পনা তখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তারা আর দুবছর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। কেলার এবং আরো ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে লারা তার মনের ইচ্ছাটা জানিয়ে দিল।

বড়ো জোর এক বছরের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে। সুযোগ যখন এসেছে, তখন তাকে মুঠোবন্দী করাটাই দরকার।

.

চতুর্থ অধ্যায়

শেষ পর্যন্ত লারা পল মার্টিনকে তার হোটেল তৈরির পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিল। হাওয়ার্ডকে নিয়ে একটা কমিটি মিটিংও করা হল।

পল সব শুনে বললেন সবই তো বলেছে। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বিপদজ্জনক না হয়ে দাঁড়ায়।

লারা বলল–কেন? এরকম কথা কেন বলছো? যাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছি, তারা তো সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করবে বলেছে।

পল খুব শান্তভাবে বললেন–শোনো লারা, যে কোনো কোম্পানি তোমাকে এরকম আশ্বাস দিতে পারে। কিন্তু পরে সমস্যা দেখা দেয়।

লারা মৃদু হেসে বলল–আমি মস্ত বড়ো কিছু একটা করতে চাইছি। নিউইয়র্কে আমি সব থেকে বেশী বাড়ি বানাতে চাই। সব থেকে উঁচু বাড়িটা আমি তৈরি কর। আমি এখানে আরামদায়ক হোটেল বানাব। ভবিষ্যতে নিউইয়র্ক হবে আমার নিজস্ব শহর।

পল মার্টিন লারার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন–তারপর বললেন আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।

লারা মৃদু হাসল সেকথা শুনে।

কয়েকদিনের মধ্যে লারা নিজের অফিসে ব্যবহারের জন্য একটা আনলিস্টেড টেলিফোন কিনে নিল। নাম্বারটা একমাত্র পল মার্টিনকেই দিল। পলের অফিসেও সেরকম একটা ফোন রাখা হল। যাতে তারা দুজনে নিভৃতে কথা বলতে পারে। এবার কথাবার্তা শুরু হল। মাঝে মধ্যে পল বিকেলের দিকে লারার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হতেন। লারা এখন পলের কাছে এমন একটা নেশার মতো, যাকে সহজে ছাড়া সম্ভব নয়।

.

ব্যাপারটা হাওয়ার্ড কেলারের কানে পৌঁছোলো।

হাওয়ার্ড বলল, তুমি ভুল করছে। লোকটা কিন্তু মোটেই ভালো নয়। আমি আগে বলেছি, আবারও বলছি, ও কিন্তু খুব বিপজ্জনক।

হাওয়ার্ডের এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করল লারা। লারা বলল–হাওয়ার্ড, তুমি ওকে চেনো না। এত চমৎকার লোক এর আগে আমি কখনো দেখিনি।

হাওয়ার্ড বলল–তুমি কি ওর সঙ্গে প্রেম করছো?

হাওয়ার্ডের এই প্রশ্ন শুনে লারা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একবার ভাবল-সত্যি কথাটা সোজাসুজি জানিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা বলা কি উচিত হবে? পল মার্টিন তার জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত চাহিদা মিটিয়ে দিয়েছে, একথা সত্যি। কিন্তু পল কি সত্যি সত্যি লারাকে ভালোবাসেন? লারা নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে বলল, না, প্রেম করার মতো অনুভূতি এখনো আমার হয়নি।

–তাহলে ওকি তোমার সঙ্গে প্রেম করছে?

–হতে পারে।

হাওয়ার্ড গম্ভীর হয়ে বললেন–আমি আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভেবেচিন্তে কাজ করো। লোকটা কিন্তু সুবিধার নয়।

লারা মৃদু হাসল। উঠে গিয়ে হাওয়ার্ড কেলারের গালে একটা চুমু খেলেন। বললেন–হাওয়ার্ড, তোমার এই সতর্ক করে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার খুবই ভালো লাগছে, বিশ্বাস করো।

হাওয়ার্ড হাঁ করে লারার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হাওয়ার্ডের চোখে লারা সত্যি এক রহস্যময়ী নারী।

কনস্ট্রাকশন সাইটে গিয়ে লারা রিপোর্ট স্কিমটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখছিল। পাশেই দাঁড়িয়েছিল পোজেক্ট ম্যানেজার পিট রিড।

লারা বলল রিপোর্ট দেখছি চেরাই কাঠ কিনতে অস্বাভাবিক খরচ করা হয়েছে। এত কাঠ কী হবে?

–মিস ক্যামেরন, আপনাকে আগে বলা হয়নি, আপনি ঠিকই বলেছেন, অসংখ্য কাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলো দুবার করে অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

রিডের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে লারা মন্তব্য করল–তার মানে কেউ চুরি করেছে?

–মনে হচ্ছে তাই হবে।

–কে এই কাজ করতে পারে বলে মনে হয় আপনার?

–ঠিক বলতে পারছি না।

–রাতের দারোয়ান নেই।

–সে তো কিছু দেখেনি বলছে।

–তাহলে দিনের বেলাতেই ঘটনাটা ঘটেছে।

লারাকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সে বলল–আপনি আমাকে জানিয়ে ভালোই করেছেন রিড। আমাদের আরো ভালোভাবে নজর রাখতে হবে।

সেদিন বিকেলে লারা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করলেন। তার নাম স্টিভ কানে। লারা ওকে সবকিছু বলল। শুনে মিস্টার কানে বললেন দিনের বেলা সবার চোখের সামনে অত কাঠ কীভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব!

–সেটা তো আপনি আমাকে বলবেন।

–আপনি বলছেন, রাতে দারোয়ান থাকে।

–হ্যাঁ।

–অবশ্য এটা হতে পারে। দারোয়ান এ ব্যাপারে জড়িত।

লারা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল–দেখুন মিস্টার কানে, ওসব হতে পারে ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আপনি আসল দোষীকে সনাক্ত করুন।

–আপনি আমাকে কোম্পানীর একজন কর্মচারী হিসাবে পরিচয় দেবেন।

–আপনি আগে সাইটে যান, আপনার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

–ঠিক আছে। স্টিভ কানে বিদায় নিলেন।

পরের দিন স্টিভ গিয়ে হাজির হল সাইটে। হাওয়ার্ড কেলারের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল। কেলার বলল ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি দেখছি।

পাঁচদিন পরের ঘটনা স্টিভ কানে লারার অফিসে এসে হাজির হয়েছে।

লারা জিজ্ঞাসা করল কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল?

–সবটাই আমি জানতে পেরেছি, স্টিভ বলল।

লারা বলল তাহলে রাতের ওই দারোয়ান?

–না, কাঠ আপনার বিল্ডিং সাইট থেকে চুরি যায়নি।

লারা অবাক হয়ে গেল। স্টিভ বলল–আসলে অত কাঠ আসেনি। ওটা অন্য একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জার্নিতে শুধু বিলটা ডবল করে দেখানো হয়েছে। তার মানে খুব কৌশলে কারচুপি করা হয়েছে।

–এর পিছনে কে আছে বলে আপনি মনে করেন?

স্টিভ নামটা ঘোষণা করল। নামটা শুনে লারা সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল।

.

পরের দিন বিকেলবেলা কমিটির মিটিং ছিল। লারার আইনজীবী টেরি হিল সেখানে ছিলেন। হাওয়ার্ড কেলার, জিন বেলন অর্থাৎ প্রোজেক্ট ম্যানেজার, এবং পিট রিডও ছিল

সেই মিটিং-এ। এছাড়া কনফারেন্স টেবিলে একজন আগন্তুক বসেছিল।

লারা তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল–উনি হচ্ছেন মিস্টার কনরয়।

সবাই তাকাল ওনার দিকে। মিস্টার কনরয় মৃদু হাসলেন।

লারা বলল–এবার আমরা রিপোর্টটা নিয়ে আলোচনা করব।

পিট রিড বলল–আমরা ঠিক সময়ে শেষ করতে পারব কাজটা। আর চারটে মাস দরকার। আপনি ঠিকই বলেছেন মিস ক্যামেরন, কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে। এর মধ্যে আমরা ইলেকট্রিক্যাল, কাঠের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।

লারা বলল–বাঃ, চমৎকার।

হাওয়ার্ড কেলার জিজ্ঞাসা করল–কাঠ চুরির ব্যাপারে কী জেনেছেন?

–কিছু জানা যায়নি। আমরা চোখ কান খোলা রেখেছি। পিট রিড বলল।

লারা বলল আমার মনে হয় না, আর এ নিয়ে জল ঘোলা হবে। আমরা দু-তিনদিনের মধ্যে চোরকে বের করব।

লারা মিস্টার কনরয়ের দিকে তাকাল। বলল–মিস্টার কনরয়, স্পেশ্যাল ফ্রড স্কোয়াড এর লোক, উনি ডিটেকটিভ।

পিট রিড জিজ্ঞাসা করল–এখানে উনি কী করবেন?

লারা খুব শান্তভাবে বলল উনি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছেন মিস্টার রিড।

–কিছুই তো বুঝতে পারছি না। উঠে দাঁড়াল পিট রিড। ওকে হতভম্ব দেখাচ্ছিল। লারা বলল মিস্টার রিড, আমাদের কোম্পানির কাঠ অন্য কনস্ট্রাকশন ফার্মকে আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন। যখন আমি রিপোর্টটা খুঁটিয়ে দেখেছি, তখনই বুঝতে পেরেছি সবকিছু। আপনি আগে কেন কিছু বলেননি?

পিট রিড বলে উঠল–আমি? আমি? আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে, মিস ক্যামেরন।

লারা এবার মিঃ কনরয়ের দিকে তাকিয়ে বলল–এবার আপনি ব্যবস্থা করুন।

লারা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল–আসুন, আবার হোটেলের ব্যাপারে আলোচনা করা যাক।

সকলেই অবাক হয়ে গেছে। লারা এত বুদ্ধিমতী এবং কুশলী তা অন্যরা কিছুতেই বুঝতে পারেনি।

.

হোটেল তখন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। লারার ওপর চাপ বাড়ছে। কেউ যেন ফাঁকি দিতে না পারে সে ব্যাপারে লারা সজাগ। মাঝরাতে লারা ফোন করতে শুরু করল। হাওয়ার্ডকে একদিন মাঝরাতে ফোন করে লারা বলল হাওয়ার্ড, এখনো ওয়ালপেপারের জাহাজ এসে পৌঁছোল না।

–হে ঈশ্বর, তার জন্য তুমি রাত তিনটের সময় ফোন করছো? হাওয়ার্ড ক্লান্ত গলায়, বলল।

–সে কী হাওয়ার্ড, তুমি একথা বলছো। হোটেল খুলতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, তুমি তা জানো। আমরা তো ওয়ালপেপার ছাড়া খুলতেই পারব না।

–ঠিক আছে, সকাল হোক, তখন দেখা যাবে।

–এখন তো সকাল চারটে বাজতে চলল। এখনই ফোন লাগাও।

–আচ্ছা, দেখছি।

হাওয়ার্ড ফোনটা রেখে দিল। লারাও রিসিভারটা একবার নাড়াচাড়া করে রেখে দিল। যতই সময় এগিয়ে আসছে ততই তার হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ছে।

একদিন সে অ্যাড এজেন্সির প্রধানের সঙ্গে দেখা করল। ভদ্রলোকের নাম টম স্কট। লারা বলল, মিস্টার স্কট আপনার ছোটো ছেলে আছে?

টম অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন–না, কেন বলুন তো?

লারা টমের দিকে তাকাল। মৃদু হেসে বলল–আমার মাথায় একটা নতুন ধরনের

sms, ভss বিজ্ঞাপন এসেছে। সেখানে একটা বাচ্চার প্রয়োজন। আমার আগের বিজ্ঞাপনটা ঠিক মতো লাগেনি। এতে উত্তেজনার অভাব আছে। আমাদের হোটেল

নিউইয়র্কের সব থেকে আধুনিক হতে পারে, বিজ্ঞাপন সেরকম হওয়া দরকার। আপনি কি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন? আপনি ঠিকমতো বিজ্ঞাপন রেডি করতে পারবেন তো?

–পারব মিস ক্যামেরন। আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন।

–ঠিক আছে, পরের সোমবার আমি একটা নতুন বিজ্ঞাপন দেখতে চাই কেমন?

লারা উঠে পড়ল। মিঃ স্কট অবাক চোখে লারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

.

দেশের সর্বত্র বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে পড়েছে। খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনের পাতায় বড়ো বড়ো করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

টম স্কট হাসি মুখে বলল মনে হচ্ছে একটা বিরাট সাড়া পড়ে যাবে।

–আপনি ঠিকই বলেছেন।

লারা খুব শান্তভাবে তাকাল টমের দিকে। তারপর বলল আমার ঠিক বলায় কিছু যায় আসে না। আমি চাই, আপনি ঠিক বলবেন। আর সে জন্যই আপনাকে বেতন দেওয়া হয়েছে।

লারা জেরি টাউনসেন্ডের দিকে তাকাল।

–লারা বলল, আমন্ত্রণী পত্র সব জায়গাতে পাঠানো হয়েছে তো?

–হ্যাঁ, আমি ইতিমধ্যে অনেকের উত্তর পেয়েছি। উদ্বোধনের দিন প্রায় সবাই আসছেন। বিরাট একটা পার্টির আয়োজন করা হবে।

–হ্যাঁ, হাওয়ার্ড বলল পাশ থেকে অনেক খরচ হবে।

–ব্যাঙ্কারদের মতো কথাবার্তা বলো না হাওয়ার্ড, এজন্য আমরা এক মিলিয়ন ডলার খরচ করব।

হাওয়ার্ড বলে উঠল–ঠিক আছে।

লারা আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। তখন তার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, নিউইয়র্কের বুকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে।

দুসপ্তাহ বাদে উদ্বোধন হবে। সব কিছুই এখন পর্যন্ত ঠিকমতো চলছে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এসে গেছে। ওয়ালপেপার এসে গেছে। বিরাট হলটা সাজানো হয়েছে। লারা দেখল, সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা।

কোথায় একটা ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার প্লেস কাজ করছে না। লারা সঙ্গে সঙ্গে সেটা সারাবার নির্দেশ দিল। চারদিকে মুগ্ধ দৃষ্টি রাখছে সে।

হোটেলের উদ্বোধনের দিন লারা ভোর চারটের সময় উঠে পড়েছে। তাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। একবার চাইল পল মার্টিনের সঙ্গে সমস্ত বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে। সেই মুহূর্তে পলকে ফোনে পাওয়া সম্ভব হল না। অবশেষে পোশাক পরে লারা বেরিয়ে পড়ল।

লারা মনে মনে ভাবল, প্রতিটি ঘরের অবস্থা কেমন তা একবার মনের মণিকোঠায় দেখতে হবে। কোথাও কোনো গোলমাল আছে কী? না, সব কিছু ঠিক আছে।

সন্ধ্যা ছটা। আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। গেটের সামনে ইউনিফর্ম পরিহিত প্রহরী সবাইকার কার্ড পরীক্ষা করে দেখছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। অ্যাথলিট থেকে শিল্পী, এগজিকিউটিভ রাজনৈতিক নেতা, গায়ক সকল শ্রেণীর মানুষেরা আজ এখানে আসবেন। তারা প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করছে। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ঝুলিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করছে–কে কেমন আছেন?

লারার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়ার্ড কেলার।

লারা জিজ্ঞাসা করল হাওয়ার্ড, মেয়র এখনো আসেননি?

–না, উনি একটু ব্যস্ত।

–তার মানে, আমি এখনো অতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারিনি কী বলো?

–পরে নিশ্চয়ই তোমার সম্পর্কে ওনার ধারণা পাল্টাবেন।

তখনই মেয়রের একজন সহযোগী এসে হাজির হল।

–আসুন। আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি।

এখনই এসে হাজির হবার কথা টড গ্রেসনের। নিউইয়র্ক টাইমস-এর আর্কিটেক্ট চারাল ব্রিটিক, ওনার সমালোচনার খ্যাতি আছে। লারা একটু নার্ভাস হয়ে পল মার্টিনের কথা ভাবছিল। তখন সস্ত্রীক পল মার্টিন এলেন। এই প্রথম লারা পলের স্ত্রীকে দেখতে পেল। দেখতে আকর্ষণীয় এবং যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্না। লারার মনের মধ্যে তখন এক ধরনের অপরাধবোধ জেগে উঠেছে।

পল হেসে বললেন–মিস ক্যামেরন, আমি পল মার্টিন, উনি আমার স্ত্রী নীনা। আমাদের আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ।

লারা করমর্দন করে সহাস্যে বলল–আপনারা এসেছেন, আমি খুব আনন্দিত। এই জায়গাটাকে আপনারা নিজেদের জায়গা বলে ভাববেন।

পল মার্টিন চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি বললেন–সত্যি চমৎকার লাগছে। আমি বিশ্বাস করি, আপনি নিশ্চয়ই সফল হবেন।

নীনাও বললেন–আমিও তাই মনে করি।

লারা মনে মনে ভাবল, নীনা কি পলের সঙ্গে লারার সম্পর্কের ব্যাপারটা জানে? কিন্তু এসব ভাবার মতো সময় তখন লারার ছিল না। এক-এক করে অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন।

একঘণ্টা বাদে লারা লবিতে দাঁড়িয়েছিল। হাওয়ার্ড এসে হাজির হল সেখানে। বলল–কী ব্যাপার লারা, তুমি এখানে একলা চুপটি করে কী ভাবছো? সবাই তোমায় দেখতে চাইছেন। বলরুমে সবাই খাওয়া-দাওয়া করছেন। তুমি যাবে না?

–আমি টড গ্রেসনের জন্য অপেক্ষা করছি।

–ওই সমালোচক! ওকে তো আমি ঘন্টা খানেক আগে দেখেছি।

–কী?

–অন্যদের সঙ্গে উনি তো হোটেল টাওয়ারে গেলেন।

–তুমি তো আগে বলোনি।

–আমি জানি ব্যাপারটা জানো তুমি।

লারা বলল–কী বললেন উনি? ওনার কি পছন্দ হয়েছে? দেখে তোমার কী মনে হল?

হাওয়ার্ড বলল–উনি এখনো পর্যন্ত কিছু বলেননি।

হাওয়ার্ডের এইকথা শুনে লারা খুবই অবাক হয়ে গেল। সাংবাদিকদের নাড়ি নক্ষত্র সে জানে, তার মানে কোথায় একটা গোলমাল হয়েছে।

বিড়বিড় করে লারা বলল–একটাও কথা বলেন নি?

–না।

লারা বলল খানিকটা উদ্বেগ এবং অবাক মেশানো কণ্ঠস্বরে ভালো লাগলে নিশ্চয়ই বলতেন। না, ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো বলে মনে হচ্ছে না।

হাওয়ার্ডের দৃষ্টিতে শূন্যতা ভেসে এল।

.

চমৎকার ভাবে পার্টি শেষ হল। প্রত্যেকে হোটেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ কেউ বললেন নিউইয়র্কে এই হোটেলটাই হবে এক নম্বর। খানাপিনা এবং রুম সার্ভিস সকলের পছন্দ হয়েছে। লারা মনে মনে ভাবল, এখন নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক যদি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহলেও কিছু এসে যাবে না। প্রত্যেকে অভিভূত। সকলেই লারাকে অভিনন্দন জানিয়ে একে একে বিদায় নিল।

লারা দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। হাওয়ার্ড বলল–এতটা সফল হবে ভাবতে পারিনি।

–নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিক্রিয়া এখনো জানি না।

–তার মানে? লারার মন তখনো ওই সাংবাদিকের চিন্তায় আচ্ছন্ন। হঠাৎ লারার মনের ক্যানভাসে পল মার্টিনের মুখটা ভেসে উঠল।

.

কয়েকটা দিন কেটে গেছে। লারার হাতে ধরা ছিল নিউইয়র্ক টাইমস-এর একটি কপি। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। লারা অবাক হয়ে দেখল, ক্যামেরন প্লাজা সম্পর্কে প্রশংসা বাক্যের ছড়াছড়ি। বলা হয়েছে, নিউইয়র্কে একটি নতুন সংযোজন, যার মধ্যে রুচি সৌন্দর্য শিল্পবোধ সবকিছুর পরিচয় লুকিয়ে আছে। এর বেশী প্রশংসা আর সম্ভব নয়। লারার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। অত ভোরে ছুটে গিয়ে হাওয়ার্ডকে ফোন করল।

হাওয়ার্ড বলল কী ব্যাপার এত ভোরে?

খুশীতে উজ্জ্বল কিশোরীর মতো লারা বলল হাওয়ার্ড, তুমি...

–কী বলতে চাইছো?

–আমি কাগজটা পড়ছি, শোনো।

পুরো সমালোচনাটা লারা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল। সব শুনে হাওয়ার্ড হাই তুলে বলল–চমৎকার হয়েছে। এবার একটু ঘুমোতে যাও। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।

লারা বলে উঠল–ঘুমোব? আমার সঙ্গে রসিকতা করছো? আমার এখন নতুন সাইটের প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক খুললেই আমি আবার লোনের ব্যাপারে আলোচনা করব। তুমি বলছো ঘুমোতে?

–ঠিক আছে তাই করো।

লারার এই উজ্জ্বলতা হাওয়ার্ড বোধ হয় সহ্য করতে পারে না। সে ইচ্ছে করেই লাইনটা কেটে দিল।

ক্যামেরন প্লাজা এখন সকলের কাছে গর্বের বিষয়। হোটেলের সমস্ত রুম বুক হয়ে। গেছে। ওয়েটিং লিস্টে অসংখ্য নাম আছে। শহরের অভিজাত মানুষরাও অন্তত একটি রাত ওই হোটলে কাটাতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

লারা হাওয়ার্ডকে বলল–এই তো সবে শুরু। আমরা সমস্ত নামকরা বিল্ডারদের অতিক্রম করতে চাই। আমাদের খ্যাতি গগনস্পর্শী হবে, সাধারণ বিল্ডাররা অবাক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তবেই তো সফলতাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা সম্ভব।

হাওয়ার্ড লারার এই অভিনব পদ্ধতিকে বুঝতে পারে না। সে সহজ সুন্দর জীবন যাত্রার প্রত্যাশী।

লারা পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য তখন ছটফট করছে। এবার আবার ব্যাঙ্কলোনের ব্যবস্থা করতে হবে। লারা রিয়েল এস্টেট ব্যবসার ব্রোকারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। তাদেরকে ডিনারে আমন্ত্রণ করা হল। ডাউন টাউনে আরো দুখানা সাইট পেয়ে গেল। কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়ে গেল। পল মার্টিন একদিন ফোন করে লারাকে বললেন– তুমি বিজনেস উইক দেখেছো? তুমি সবাইকে একটা বড় ধরনের ঝাঁকুনি দিয়েছে।

লারা বলল–কেন? কী হয়েছে?

পল বলল–তুমি তো বছরের সেরা মহিলা ব্যবসায়ীর সম্মান পেয়েছে।

পল আবার বললেন, তুমি কি ডিনারের জন্য সময় দিতে পারবে?

লারা বলল–হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি সব সময় মুক্ত।

পল বললেন–তা, আমি জানি।

–নিজেকে মুক্ত করতে আমার বেশীক্ষণ সময় লাগবে না।

লারার এই কথা শুনে পল হেসে উঠলেন।

.

আর্কিটেকচারাল ফার্মের একজন পার্টনারের সঙ্গে লারা কথা বলছিল। ওদের দেওয়া রপ্রিন্ট লারার হাতে ধরা আছে। পরের বিল্ডিংটা কী ধরনের হবে, তা দেওয়া আছে, ওই সুপ্রিন্টের মধ্যে। ঠিক এই সময় লারার সেক্রেটারী ঘরে ঢুকল। বিব্রত ভঙ্গিতে লারার দিকে তাকিয়ে বলল–একটু দেরী হয়ে গেছে ম্যাডাম।

লারা নিস্পৃহভাবে বলল–পনেরো মিনিট।

–দুঃখিত মিস ক্যামেরন। আমি—

–ঠিক আছে, পরে কথা বলব।

পার্টনারের সাথে আলোচনায় যোগ দিল লারা। দুঘণ্টা বাদে তার সেক্রেটারী ক্যাথিকে ডেকে পাঠাল। ক্যাথি এল, মুখটা ম্লান।

লারা প্রশ্ন করল–তোমার কি কাজ ভালো লাগছে না?

–হ্যাঁ।

–তাহলে? এই নিয়ে সপ্তাহে তিনবার লেট হল। এটা তো চলতে পারে না। ক্যাথি ম্লান স্বরে বলল–আমি দুঃখিত। শরীরটা ভালো নেই।

–সমস্যাটা কী?

–আসলে রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে না। একটা ক্ষতের মতো হয়েছে।

–কী হয়েছে?

–একটা জায়গায় মাংস উঁচু হয়েছে।

–ডাক্তার দেখাও নি? তোমার পরিবারের লোকজনরা কেমন?

–ডাক্তার দেখানোর সুযোগ হয়নি।

লারা রিসিভারটা টেনে নিল। ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল। ও প্রান্তে কণ্ঠস্বর শোনা যেতে সে বলল–ডাঃ পিটারসকে একবার দিন।

রিসিভারটা রেখে লারা ক্যাথির দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি কোনো চিন্তা করো না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি একবার ডাক্তারকে দেখিয়ে নাও।

ক্যাথি এবার কেঁদে ফেলল মিস ক্যামেরন, আমার মা আর দাদারও ক্যানসার হয়েছিল। তারা মারা গেছে। তাই ডাক্তারের কাছে যেতে আমার ভয় লাগছে।

ফোনটা বেজে উঠতেই লারা ও প্রান্তে ডাঃ পিটারসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। লারা বলল–হ্যালো ডাক্তার, আমি আমার সেক্রেটারী ক্যাথি টারনারকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ওর একটা টিউমার হয়েছে। আপনি সমস্ত ব্যবস্থা করুন।

লারা মৃদু হেসে বলল যাও ক্যাথি, উনি প্রয়োজন হলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করবেন। অপারেশন করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা নেই। শ্লোওয়ান ক্যাটারিং হাসপাতালের নাম শুনেছো তো?

ক্যাথির চোখে জল এসে গেল। সে বলল–অসংখ্য ধন্যবাদ।

ক্যাথি চলে গেল। হাজির হল হাওয়ার্ড কেলার! উদ্বিগ্ন মুখ তার।

সে বলল–লারা, একটা সমস্যা হয়েছে?

–কীরকম?

–ফরটিনথ স্ট্রিটে যে সম্পত্তি আমরা কিনেছি তার সবটাই খালি করে ফেলা হয়েছে। কেবল একটা মাত্র অ্যাপার্টমেন্টে কয়েকজন ভাড়াটিয়াকে তোলা সম্ভব হচ্ছে না, ওরা রাজী হচ্ছে না। আবার জোর করাও সম্ভব নয়।

–আরো টাকার লোভ দেখাও।

–টাকার কোনো প্রশ্ন নেই। দীর্ঘকাল ধরে ওরা ওখানে আছে। এখন ছাড়তে চাইছে না।

–তাহলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

–তুমি কী বলতে চাইছো, বুঝিয়ে বলো।

–চলো আমি একবার দেখে আসি।

যাবার পথে রাস্তায় অসংখ্য গৃহহীন নারী পুরুষ লারার নজরে পড়ল। এত উন্নত শহর কিন্তু বাসস্থানের অভাব কেন? রাস্তায় শুয়ে তোক দিন কাটাচ্ছে? এটা হল সভ্যতার অন্ধকার দিক।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ঠিক জায়গাতে পৌঁছে গেল। সাততলা উঁচু ইটের তৈরি অ্যাপার্টমেন্ট, মাঝের ব্লকটা আরো জীর্ণ। এখন যদি ভাঙা না হয় তাহলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিছুটা দূরে একটা বুলডোজার রাখা আছে।

লারা জিজ্ঞাসা করল কজন ভাড়াটিয়া আছে?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হাওয়ার্ড বলল–ষোলোজনকে আমরা তুলে দিয়েছি। আর দুটো বাকি।

–তার মানে ষোলোটা ঘর খালি।

–হ্যাঁ। এবার হাওয়ার্ডকে বিভ্রান্ত দেখাল।

লারা বলল–প্রত্যেকটা এখন ভর্তি করে ফেলল। ওই যে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকগুলো, ওদের এখানে নিয়ে এসো।

–তার মানে, তুমি কি ওদের লিজ দিতে চাইছো?

–আরো নানা। লারা মৃদু হাসল। বলল–লিজ দিতে চাইছি না। আমি গৃহহীনদের গৃহ দিতে চাইছি। নিউইয়র্কে হাজার হাজার মানুষ পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি কয়েকটাকে আমরা সুন্দর ছাদের তলায় রাখতে পারি, তাহলে ভালোই হবে। একটু বেশী করেই লোক ঢোকাবে। আর খাবার ব্যবস্থাও করবে।

হাওয়ার্ড এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। লারার এই কথার বক্তব্য সে বুঝতে পারছে না। একজন বিজনেস ওম্যান এসব দয়াদাক্ষিণ্যের কথা বলছে কেন?

লারাকে সে জিজ্ঞাসা করল–কী যে করতে চাইছো বুঝতে পারছি না! হাসতে হাসতে লারা জবাব দিল হাওয়ার্ড, আমি এমন একটা কাজ করতে চাই, যা নগর পিতারা করতে পারেনি। গৃহহীনদের বাসস্থানের ব্যবস্থা।

লারা আরো ভালোভাবে দেখল। কতগুলো জানলা আছে তাও দেখল। তারপর বলল–সমস্ত জানলাগুলো বোর্ড দিয়ে বন্ধ করে দাও।

–তার মানে?

–আমরা বাড়িটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যে, মনে হবে, এটা পরিত্যক্ত। ওপরের অ্যাপার্টমেন্টটা তো আমাদের দখলেই আছে। ওখানে একটা গানও তো আছে।

–হ্যাঁ।

–ছাদের ওখানে একটা কার্ডবোর্ড লাগিয়ে দাও, যাতে কোনো দৃশ্য চোখে না পড়ে।

–কিন্তু।

–আমি যা বলছি, তাই করো।

লারা অফিসে চলে এল। ট্রিসিয়া অর্থাৎ তার আর কর্মচারী বলল, ডাঃ পিটারস আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।

–বেশ তো ফোন করো ওনাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ পিটারসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমি ক্যাথিকে পরীক্ষা। করেছি।

–কী পেলেন?

–ওটা টিউমার, সম্ভবত ম্যালিগনান্ট। এখন ম্যাসটেকটমি করাই সব থেকে ভালো।

–আমি দ্বিতীয় একটা মতামত চাই।

–তুমি যখন বলছে, কিন্তু আমি একজন ডিপার্টমেন্টাল হেড।

–তা সত্বেও বলছি, ওকে পরীক্ষা করার জন্য আর কেউ তো আছে। ক্যাথি এখন, কোথায়?

–তোমার অফিসের দিকে রওনা হয়েছে।

–ধন্যবাদ।

লারা চিন্তিত মনে রিসিভার রেখে দিল। তারপর ইন্টারকমের বোতামটা টিপে বলল– ক্যাথি এলে আগে আমার কাছে পাঠাবে।

.

কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হতে এখনো তিরিশ দিন বাকি আছে। লারার মনে দুশ্চিন্তার রেখা। সে মনে মনে ভাবল, ওই ভাড়াটেগুলো খুবই একগুঁয়ে। দেখা যাক, ওরা কতদিন

এইভাবে ওখানে থাকতে পারে। হঠাৎ লারার চিন্তায় ছেদ পড়ল। ক্যাথি অফিসে ঢুকেছে। তার চোখ দুটো ফ্যাকাশে।

লারা বলল আমি শুনেছি, তোমার জন্য সত্যি খুব খারাপ লাগছে।

–এবার আমি মরে যাব ম্যাডাম।

ক্যাথি কেঁদে ফেলল। লারা উঠে গিয়ে ক্যাথির কাঁধে হাত রাখল। বলল এখনো তেমন কিছু হয়নি। এসব ক্যানসারের অনেক আধুনিক চিকিৎসা আছে। ছোট্ট একটা অপারেশনের পর তুমি আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠবে।

–মিস ক্যামেরন, অত খরচপত্র।

–ওসব চিন্তা করে তোমার লাভ নেই। ডাঃ পিটারস আরো একবার তোমাকে পরীক্ষা করবেন। যদি মনে হয় অপারেশন করতে হবে, তাহলে উনি তাই করবেন। এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও।

ক্যাথি কান্না ভেজা গলায় বলল–কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ...।

কথা শেষ করতে পারল না সে।

লারা বলল–ঠিক আছে, এখন বাড়ি যাও।

ক্যাথি বেরিয়ে এসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। তখনই ক্যাথির মনে হল, সত্যি লারা ক্যামেরন এমন একজন মহিলা, যার মনের অতল তলের সন্ধান কেউ কোনোদিন পাবেন

.

পঞ্চম অধ্যায়

পরের সোমবার লারার অফিসে একজন এসে হাজির হয়েছে।

লারা বলল–কী ব্যাপার?

আগন্তুক বলল মিস্টার ও' ব্রায়ান আপনাকে সিটি কমিশনার অফিসে দেখা করতে বলেছে।

–কী জন্য?

–তা তো বলেননি।

লারা ইন্টারকমে হাওয়ার্ডকে ডাকল। তারপর বলল হাওয়ার্ড, তুমি এখন মিস্টার ও' ব্রায়ানকে আমার এখানে ডেকে পাঠাও। সামান্য ব্যস্ত থাকায় যেতে পারছি না।

ঠিক আছে বলে হাওয়ার্ড ইন্টারকম বন্ধ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ও' ব্রায়ান হাজির হলেন। লালচে মুখ, জাতে আইরিশ।

লারার অফিসে ঢুকে বললেন মিস ক্যামেরন?

–হ্যাঁ, আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। বলুন, কী করতে হবে?

–আপনার বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অভিযোগ আছে।

–তাই নাকি? কী ব্যাপার বলুন তো।

–আপনি যে অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন, সেখানে শ-খানেক ভবঘুরে লোককে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

লারা মৃদু হাসলো। বলল আমি করেছি অবশ্য তার কারণ আছে। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা যখন ওদের বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, তখন আমি ইচ্ছে করেই সেই কাজে হাত দিয়েছি। ওরা আশ্রয় পেয়েছে এটা কি অপরাধ?

ঠিক তখন হাওয়ার্ড কেলার অফিস ঘরে ঢুকল। লারা ও ব্রায়ানের সঙ্গে হাওয়ার্ড কেলারের পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে লারা বলল–আমি মিস্টার ও' ব্রায়ানকে বলছিলাম, কেন আমরা ওইসব গৃহহীনদের সাহায্য করেছি।

–আপনি কি ওদের ডেকে ডেকে ঢুকিয়েছেন মিস ক্যামেরন?

–ঠিকই বলেছেন।

–এর জন্য একটা লাইসেন্সের দরকার। আপনার আছে?

–কীসের লাইসেন্স? লারা অবাক হল।

ও' ব্রায়ান বললেন আপনি যদি কাউকে আশ্রয় দিতে চান, তাহলে শহরের পুরপিতার কাছ থেকে আপনাকে অনুমতি নিতে হবে। এ ব্যাপারে কিছু কঠিন শর্ত আছে।

লারা এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–দুঃখিত মিস্টার ও' ব্রায়ান। আমি এটা একেবারেই। জানতাম না। ঠিক আছে, আমি এখনই লাইসেন্স নেবার ব্যবস্থা করছি।

ও' ব্রায়ান বললেন এখন তা আর হবে না।

–কেন? লারা জানতে চাইল।

ও' ব্রায়ান এর জবাবে বললেন–ওখানকার কিছু ভাড়াটিয়া আপনার নামে অভিযোগ করেছেন। আপনি নাকি গায়ের জোরে ওদের তুলতে চাইছেন।

–যত সব বাজে কথা। লারা গর্জন করে উঠল।

–মিস ক্যামেরন, নগর কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওইসব ভবঘুরে লোকদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে। এই কাজটা হয়ে যাবার পর আরো একটি নির্দেশ আপনাকে মানতে হবে। আপনি যে সমস্ত জানলা বোর্ড দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন, সেগুলো খুলে দিতে হবে।

লারার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। আর কিছু?

–না, আর কিছু নেই। ও হ্যাঁ, আরো একটা আছে। ছাদের ওপরের বাগানটা আপনি বোর্ড দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন। সেই বোর্ডটাও খুলতে হবে।

–যদি আমি এগুলো না মানি, তাহলে কী হবে?

ও' ব্রায়ান মৃদু হেসে বললেন–আপনি মানবেন আমি জানি। কারণ আপনি নিশ্চয়ই অহেতুক হয়রানি চান না। অযথা কোটঘর করে লাভটা কি? আপনি খ্যাতির যেখানে উঠে গেছেন, সেখানে কোর্টঘরের জন্য সময় দিতে পারবেন না। বুঝতেই পারছেন, আচ্ছা, চলি।

ও' ব্রায়ান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দুজনে তাকিয়ে থাকল সেদিকে। হাওয়ার্ড লারাকে বলল–আমরা বরং এখনই ভবঘুরে লোকগুলোকে রাস্তায় বের করে

ও' ব্রায়ান মুন না। অযথা কোথদতে পারবেন না বুম থাকল সেদিকে দিই।

লারা ছোট্ট করে বলল–না।

–তুমি কী বলছো লারা? লোকটার কথা শোনোনি?

লারা জবাবে বলল–শোনো, আমি যা বলছি তাই করো। তুমি আরো কিছু ভবঘুরে লোকদের জোগাড় করো। আমি চাইছি, ওই অ্যাপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা ঘরে ভবঘুরেরা বসবাস করবে।

সামান্য ভেবে নিয়ে তারা আবার বলল–টেরি হিলকে ডাকো। ওকে সমস্যাটা বলল, এই মাসের শেষে হয় ওই ছজন ভাড়াটিয়াকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের করে দিতে হবে। তা না হলে আমাদের তিন মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

হাওয়ার্ড আর কিছু বলার চেষ্টা করল না। লারার কাজ কর্মের ব্যাপারে নাক গলাতে সে মোটেই রাজি নয়।

ইন্টারকমটা বেজে উঠল। ||||||||| –ডঃ পিটারস।

লারা রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল–ডঃ পিটারস, আমি লারা বলছি।

–ক্যাথির অপারেশন সাকসেস ফুল। ও ভালো আছে।

–বাঃ চমৎকার। লারা বলল, কখন যাব ওকে দেখতে?

–আজই বিকেলবেলা আসতে পারেন।

–ধন্যবাদ। বিলটা আমাকে তখনই দেবেন। আমি হাসপাতালে পঞ্চাশ হাজার ডলার ডোনেশন দিতে চাই। কর্তৃপক্ষকে বলুন।

–ঠিক আছে। ডঃ পিটারস ফোন ছেড়ে দিলেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

লারা রিসিভারটা রেখে সেক্রেটারীকে ইন্টারকমে জানাল ট্রিসিয়া, ক্যাথি যে কেবিনে আছে, সেখানে বেশ কিছু তাজা ফুল পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি চারটে নাগাদ দেখতে যাব ওকে।

ইন্টারকম তখন বন্ধ হয়েছে। ঘরে ঢুকল টেরি হিল। লারা বলল কী ব্যাপার?

–আপনাকে অ্যারেস্ট করার একটা ওয়ারেন্ট নিয়ে এখনই আসছে পুলিশ ফোর্স।

–কে? লারা অবাক হয়ে জানতে চাইল।

টেরি হিল বলল–আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আপনি ভবঘুরেদের ওই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের করে দেননি। তাই তো?

–হ্যাঁ।

–কিন্তু আপনি কেন করেননি? জানেন তো, এখানে একটা কথা চালু আছে।

–কী কথা?

–সিটি হলের সঙ্গে কেউ লড়তে যাবেন না। ওদের বিরুদ্ধে জেতা অসম্ভব।

–তুমি সত্যি বলছো আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে?

লারা উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল।

টেরি হিল বলল আপনাকে ওরা তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিল।

–ঠিক আছে, ওদের বের করে দেওয়া হবে। একথা বলে লারা হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল। বলল–দেখছো হাওয়ার্ড কী সমস্যা, তুমি বরং লোকগুলোকে বের করে দাও। কিন্তু একেবারে রাস্তাতে নয়। আমাদের আরো খালি রুম আছে। যাদের সঙ্গে এই অ্যাপার্টমেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানেই বরং ওদের থাকার ব্যবস্থা করো। এক ঘণ্টার মধ্যেই কাজটা শেষ করে ফেল।

লারা টেরি হিলের দিকে তাকিয়ে বলল–আমি এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি। পরে যা হোক হবে। আশা করি ব্যাপারটা মিটে যাবে।

ইন্টারকমটা বেজে উঠল। লারা শুনতে পেল সেক্রেটারীর কণ্ঠস্বর ড্রিস্ট্রিকট অ্যাটর্নির অফিস থেকে দুজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে।

লারা হাওয়ার্ডকে ইশারা করলেন। হাওয়ার্ড সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমে বললেন ওদের বলে দাও মিস ক্যামেরন এখন অফিসে নেই।

ইন্টারকমে কিছুক্ষণ পর শোনা গেল–ওরা জানতে চাইছেন কখন ক্যামেরনের দেখা পাওয়া যাবে।

হাওয়ার্ড আবার লারার দিকে তাকাল। লারা ঘাড় নাড়ল। হাওয়ার্ড ইন্টারকমে জানাল তা ঠিক বলতে পারছি না। ইন্টারকম বন্ধ করে দিল। লারাকে বলল, এখন কী করবে লারা?

–শোনো হাওয়ার্ড, আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

–ঠিক আছে।

হাওয়ার্ড আর কথা বাড়াল না।

.

যে কোনো হাসপাতালের ছবি লারাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ করে তোলে। হাসপাতালের কথা মনে হলেই বাবার মুখটা ভেসে ওঠে। শয্যাশায়ী মুখটা ফ্যাকাশে, হঠাৎ যেন একলাফে বয়সটা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। বাবার কণ্ঠস্বর এখনো কানে বাজে–তুমি এখানে কী। করছে লারা? যাও বোর্ডিং হাউসে চলে যাও।

ক্যাথির রুমে গিয়ে লারা ঢুকল। ঘরটা ফুলে ফুলে ভর্তি। ক্যাথি বিছানার ওপর বসেছিল।

লারা জিজ্ঞাসা করল এখন কেমন আছো?

ক্যাথি বলল ডাক্তারের কথানুযায়ী ভালোই আছি।

–তুমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। তোমাকে আমার কাজকর্মে ভীষণ প্রয়োজন।

ক্যাথি কান্নাভেজা কণ্ঠস্বরে বলল–আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

–কোনো প্রয়োজন নেই। লারা হাসতে হাসতে বলল। তারপর বিছানার পাশ থেকে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। টেরি হিলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ফোনে তাকে পাওয়া গেল।

লারা জিজ্ঞাসা করল–ওরা কি এখনো ওখানে আছে?

টেরি হিলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল–হ্যাঁ, ওরা এখনো আছে। যতক্ষণ না আপনি ফিরছেন।

–ঠিক আছে। হাওয়ার্ডকে তো বলেছি, ওদের সবাইকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের করতে। যত তাড়াতাড়ি পারি আমি যাচ্ছি ওখানে।

রিসিভারটা লারা রেখে দিয়ে ক্যাথিকে বলল–শোনো ক্যাথি, তোমার যা কিছু দরকার হবে, আমাকে জানিও কিন্তু। আমি আগামীকাল আবার আসব।

হাসপাতাল থেকে লারা বেরিয়ে এল। এই মুহূর্তে তাকে কিছু একটা করতেই হবে।

.

লারা এসে পৌঁছলো আর্কিটেকচারাল অফিসে। দেখা করল মিস্টার ক্লার্কের সঙ্গে। ভদ্রলোক লারাকে দেখেই অবাক–আরে কী সৌভাগ্য, মিস ক্যামেরন, আপনি স্বয়ং।

ভদ্রলোকু করতে পারি? ||||||||| –ঔটের প্রজে

লারা বলল–ফোরটিনথ ষ্টীটের প্রজেক্টটার প্ল্যানটা কি এখানে পাব?

–হ্যাঁ, অবশ্যই পাওয়া যাবে। ক্লার্ক জবাব দিল। সে একটা ড্রয়িং বোর্ডের কাছে এগিয়ে গেল। বলল, এই যে এখানে।

লারা ড্রয়িংটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। একটি আকাশছোঁয়া অট্টালিকার স্কেচ। অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট। দোকানও আছে।

–আমি এই প্ল্যানটা পালটাতে চাই। লারা বলল, ঠিক এরকম নয়, অন্যভাবে।

–অন্যভাবে বলতে?

ক্লার্ক অবাক হয়ে জানতে চাইল।

–এই যে পুরোনো বিল্ডিংটা রয়েছে পেনসিল দিয়ে লারা জায়গাটা নির্দিষ্ট করে দেখাল। এই বিল্ডিংটার কেনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে, এর চারপাশ দিয়ে নতুন বিল্ডিং হবে।

–অর্থাৎ পুরোনো বিল্ডিংটা সমেতই প্রোজেক্ট তৈরি হবে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও সুন্দর দেখাবে না, তাছাড়া অন্য সমস্যাও...

ক্লার্ক মাঝপথে কথা থামিয়ে দিল।

–হ্যাঁ, আমি যা বলছি, তেমনটিই হবে। লারা স্পষ্টভাবে বলল, বিকেলে ড্রয়িংটা আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।

লারা সেখানে আর দাঁড়াল না।

গাড়িতে উঠে বসল। ফোন করল টেরি হিলকে হাওয়ার্ড ফোন করেছিল?

–হ্যাঁ, খালি করে দেওয়া হয়েছে। জবাব দিল টেরি হিল।

–বাঃ, দারুন। ডিস্ট্রিকট অ্যাটর্নিকে জানিয়ে দিও, যে, দুদিন আগেই ওদের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, খালি করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সময়মতো যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। এখন আর কোনো চিন্তা নেই। আমি অফিসে যাচ্ছি, ওরা কি এখনও আমাকে অ্যারেস্ট করতে চাইবে? ব্যাপারটা লক্ষ্য রেখো।

ফোনে কথা বলা শেষ করে লারা বলল–পার্কটা ঘুরে চলো, ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল। একটু বেশি সময় পরেই অফিসে পৌঁছোনো দরকার।

আধঘন্টা কেটে গেল।

লারা অফিসে এল। ওরা নেই, চলে গেছে। লারা গ্রেপ্তার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল।

.

হাওয়ার্ড কেলার আর টেরি হিলের সঙ্গে লারা কথা বলছে।

–ভাড়াটিয়াগুলো কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। হাওয়ার্ড বলল–বেশি টাকার লোভ দেখিয়েছি। হাতে মাত্র পাঁচ দিন সময় তারপরেই ভেঙে দিতে হবে। এছাড়া কোনো পথ নেই।

লারা বলল, মিঃ ক্লার্ককে বলেছি, একটা নতুন প্ল্যান তৈরি করতে।

কেলার বিস্ময়ের সুরে বলল–এটা কি করে সম্ভব! নতুন বিরাট কনস্ট্রাকশানের মাঝে ওই রকম সেকেলে একটা বাড়ি। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আরও কিছু সময় নেওয়া দরকার।

লারা গম্ভীর স্বরে বলল–না। সময় বাড়িয়ে লাভ নেই। কনট্রাক্টরকে বলল আমরা আগামীকালই বিল্ডিং তৈরির কাজে হাত দেবো।

–আগামীকাল?

লারা হাওয়ার্ডকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল–কাল সকালে কনস্ট্রাকশন কোম্পানির ফোরম্যানের কাছে যাও। তাকে ব্লু-প্রিন্ট-টা দেবে।

হাওয়ার্ড কেলার ও টেরি হিল নীরবে লারার কথা মেনে নিল।

.

পরের দিন সকালবেলা। বুলডোজারের ঘরঘর শব্দে পুরোনো বিল্ডিং-এর বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকালো। দেখলো বুলডোজারটা পুরোনো বিল্ডিং-এর চারপাশটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। তখন ভাড়াটিয়ারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে

বাইরে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন বলল সাবধান, আর এক পাও এগোনোর চেষ্টা করবেন না। আপনারা যদি এই বিল্ডিং-এ হাত দেন তাহলে সিটি কর্তৃপক্ষকে আমরা জানাতে বাধ্য হব। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন বাসিন্দা ওই ভদ্রলোকের পাশে এসে। দাঁড়িয়েছে। তারা তাকে উৎসাহ দিতে থাকল।

–আপনারা মিথ্যে আতঙ্কিত হয়েছেন। আমরা এই বিল্ডিং-এ হাত দেবো না। সিটি কর্তৃপক্ষের সেই রকমই নির্দেশ আছে। ফোরম্যান তাদের আশ্বস্ত করলেন।

একথা শুনে ভাড়াটিয়ারা আরও উদ্বিগ্ন হল। সেই বাসিন্দা ব্লু প্রিন্টটা দেখতে চাইল।

ফোরম্যান তাকে ড্রইংটা দেখালো। সেটা দেখে ওই ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল এখানে একটা বিশাল প্লাজা তৈরি করা হবে। অথচ আমাদের বিল্ডিংটা অক্ষত থাকবে। না না এটা করা ঠিক হবে না। দিনরাত চীৎকার চেঁচামেচি হবে। চারদিকে নোংরার সৃষ্টি হবে।

ফোরম্যান ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন–আমি এসবের কিছু জানি না। আমাকে কাজ করতে দিন। এখান থেকে আপনারা সরে যান।

বাসিন্দারা দূরে সরে গিয়ে বুলডোজারের ধ্বংসলীলা দেখতে লাগল।

.

আধঘণ্টা কেটে গেছে। লারার সেক্রেটারী বলল–আপনার সঙ্গে একজন কথা বলতে চান। নাম তার হারসে।

লারা বলল–বলে দিন আমি ব্যস্ত। বিকেলবেলা আবার হারসে ফোন করলো। এবারে লারা তার সঙ্গে কথা বললেন। রিসিভারের ওপ্রান্ত থেকে কথা ভেসে এল আমি হারসে বলছি। আমি পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা। আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই মিস ক্যামেরন।

–বলুন, লারা বললেন।

–আমরা সব ভাড়াটিয়ারা ঠিক করেছি যে আপনার প্রস্তাব আমরা মেনে নেবো। তাই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিতেও রাজি আছি আমরা। হারসে বলল।

লারা বললেন–আগে তো আপনারা কেউ মানেননি। হঠাৎ আপনাদের মত পাল্টানোর কারণ কি?

মিঃ হারসে বলল–আমাদের চারপাশে আপনারা বিল্ডিং তৈরি করবেন। এর মাঝখানে থেকে নিশ্চিন্তে দিন কাটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। আমরা ঘেরাটোপের মধ্যে থাকতে চাই না মিস ক্যামেরন।

লারা কঠিন স্বরে বললেন–আপনি ভুল করছেন মিঃ হারসে। আপনারা মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন। তাছাড়া আপনারা কোথায় যাবেন বা কীভাবে থাকবেন সেটা নিয়ে আমার মাথা

ব্যথা নেই। তবে যদি আপনারা আগামী মাসের মধ্যে অ্যাপার্টমেন্ট খালি করেন তাহলে আমার প্রথম অফারটা আপনাদের মানতেই হবে।

হারসে খানিকক্ষণ ভাবলো। শেষে বলল–ঠিক আছে মিস ক্যামেরন। আমি অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করি। তারপর আপনাকে জানাবো।

লারা ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

.

পরের মাস থেকেই নতুন প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়ে গেল। লারার সুখ্যাতি আকাশ ছুঁয়েছে। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজ নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে বিস্তার লাভ করেছে। ব্রুকলিন, ওয়াশিংটন ডিসি প্রভৃতি শহরে হোটেল বিল্ডিং, শপিং সেন্টার, মল ইত্যাদি তৈরি করেছে। প্রত্যেকটিতে রুচি ও সৌন্দর্যবোধের অভিনবত্ব আছে। ইতিমধ্যে ডালাস আর লস এঞ্জেলসে ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজ পা রেখেছে। এখন ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন লোন কোম্পানী লারাকে ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরাও তাকে লোন দিতে আগ্রহী। লারার কোম্পানি ছাড়া আর কোনো নামের অস্তিত্ব নেই।

একদিন ক্যাথি এসে হাজির লারার অফিসে। দুজনের মধ্যে কুশল বিনিময় হল। লারা খুব খুশি ক্যাথিকে পেয়ে।

লারা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন–আশা করি তোমার কাজের গতি ফিরে এসেছে?

–হ্যাঁ, বিস্মিত হয়ে ক্যাথি জবাব দিল।

–ঠিক আছে। আমি তোমাকে একজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে আমার কোম্পানিতে যোগ দিতে অনুরোধ করছি।

–আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর মতো কোনো ভাষা আমার জানা নেই, ক্যাথি বলে উঠল।

লারা তাকে বাধা দিয়ে বললেন–আরে না না। আমি তোমার প্রাপ্য সম্মান দিয়েছি।

এমন সময় ক্যাথির হাতের দিকে লারার দৃষ্টি পড়ল। ক্যাথির হাতে একটা বই ছিল। সেটা দেখিয়ে লারা বললেন–এটা কি?

–এটা একটা ম্যাগাজিন। আপনি কি খেতে পছন্দ করেন তা এরা জানতে উৎসাহী। আপনি–?

লারা মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন। তারপর সুর নরম করে বললেন–ঠিক আছে, আমি আমার প্রিয় খাবার রান্নার প্রণালী ওদেরকে জানাব।

লারার সম্মতি পেয়ে ক্যাথি খুব খুশি। সে সেখান থেকে চলে গেল। মাস তিনেক পর একদিন ম্যাগাজিনে লারার প্রিয় খাবার আর প্রণালী প্রকাশিত হল। লেখাটা লারার নজর এড়ায়নি। তিনি বোর্ডিং হাউসের বোর্ডারদের জন্য এই রেসিপিটা রান্না করেছেন। বোর্ডাররা তার রান্নার প্রশংসা করেছে। এমন সময় লারার বাবার কথা মনে পড়ল। তার

বাবা হাসপাতালে শয্যাশায়ী। লারা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ম্যাগাজিনটাকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

.

লারার এখন খুব নাম ডাক। এক কথায় সবাই তাকে চেনে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে উনি মাঝে মধ্যেই হোটেলে খেতে যান। সেখানে বিভিন্ন ধরনের পুরুষদের যাতায়াত আছে। তাদের মধ্যে কেউ লারাকে নানা ধরনের কুপ্রস্তাব দেবার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের লারা অবজ্ঞা করেন। তার আচরণে এক ধরনের কাঠিন্য ফুটে ওঠে। উনি তার স্বপ্নে দেখা রাজকুমারের সন্ধান করেন। অথচ এখনও তিনি সেই বিশেষ পুরুষটির দেখা পাননি।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় লারার ঘুম ভাঙে। তারপর ফ্রেস হয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তার গন্তব্যস্থল যেখানে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে সেখানে। বিল্ডিংটার সামনে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখেন। সেই সময় তাঁর অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। বাবার কথা বিশেষ করে তাঁর মনে পড়ে। লারা যে বোর্ডিং হাউসের ভাড়া আদায় করতে পারেন তা তার বাবা বিশ্বাস করতে পারেননি। সবাই কাজে ব্যস্ত। বুলডোজারের আওয়াজে জায়গাটা মুখরিত। চারদিকে কাজের শব্দে কিছুক্ষণ স্মৃতিচারণ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। আবার ভাবনাটা তাকে পেয়ে বসল। তার মনে পড়ে গেল, তিনি বাবার কাছ থেকে কোনোদিন ভালোবাসা পাননি। তিনি মনে মনে তার সৃষ্টির সংবাদ দিলেন বাবাকে। বললেন বাবা, এই মহানগরী আমার হাতের মুঠোয়। আমি এই শহরটাকে কিনেছি।

লারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

.

পল মার্টিন ও লারা ক্যামেরন মুখোমুখি বসে আছে। শ্রমিক কর্মচারী ও নতুন বিল্ডিং সম্পর্কে লারা পলকে বুঝিয়ে বলছিলেন।

পল জানাল, দিন কয়েকের জন্য সে লস এঞ্জেলস যাচ্ছে। লারাকে সে সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চায়।

লারা বলল আমার পক্ষে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। তাহলে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিল্ডিং তৈরির কাজ শেষ হবে না।

পল মার্টিন এগিয়ে এসে লারাকে জড়িয়ে ধরল। তাকে চুমু দিল। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় চলে গেল।

.

জায়গাটার পাশ দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করলেও এই প্রথম লারার নজরে পড়ল সেই ফাঁকা জায়গাটা, ওরাল স্ট্রিটের ওপর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের কাছে। অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে এরকম একটা স্বপ্ন পাখি পুষেছিল লারা, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং-এর মালকিন হবে সে।

স্টাফদের সবাইকে লারা অফিসে ডেকে পাঠাল। তার মনের ইচ্ছের কথা জানাল। হাওয়ার্ড বলল তুমি যে সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং করতে চাইছো, এর জন্য পরিশ্রমের ব্যাপারটার কথা কি ভেবে দেখেছো?

–ভেবেছি, ক্যামেরন টাওয়ার্সের জন্য আমি দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজি।

–প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে?

লারা এক টুকরো কাগজ হাওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে দিল। হাওয়ার্ড পড়ল। বলল–সত্যি, তুমি ভীষণ আশাবাদী।

–না, আমি বাস্তববাদী। যে কোনো ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমাকে অর্থ দিতে সর্বদা প্রস্তুত। সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। স্টিভ মার্চিসনকে তো তুমি চেনো। জমিটার ব্যাপারে ও আগে থেকেই কথা বলেছিল।

–হ্যাঁ, মনে আছে। আমাদের একটা জমি নিয়ে ওর সঙ্গে বচসা হয়েছিল। আমাদের ও হুমকি দিয়েছিল, তাই না?

–হ্যাঁ, নিউইয়র্কের অন্যতম সফল রিয়েল এস্টেট ডেভলপার। তবে ওর মতো নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর লোক বোধহয় খুব একটা নেই।

–লোকটা কাউকে খুন করতেও পিছপা হয় না।

লারা মৃদু হেসে বলল–হাওয়ার্ড, তুমি অনর্থক চিন্তা করো না।

.

ক্যামেরন টাওয়ার্স শেষ হতে বেশী দেরী নেই। লারা এখন গ্লামারস রমণী। সে নারী জগতের আদর্শ। সর্বস্তরের মহিলারা তাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করে। সমাজের উঁচু মহল থেকে নীচু মহল পর্যন্ত লারার নাম মুখে মুখে ফেরে। প্রেস তার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য উদগ্রীব। ক্যামেরাম্যান তার একটা ছবি নেওয়ার জন্য পেছন পেছন ঘুরছে। সংক্ষেপে বলা যায়, লারা এখন মুকুটহীন শাহাজাদীতে পরিণত হয়েছে।

খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশনের পর্দায়–সর্বত্র লারা ক্যামেরন সদর্পে উপস্থিত। লারার রূপমুগ্ধের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

একদিন একটা অনুষ্ঠানে লারা হাজির ছিল। সেখানে শহরের মেয়রও এসেছেন। লারাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হল। সে মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে যখন বক্তব্য রাখছিল তখন স্টিভ মার্চিসনকে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হল। এই অনুষ্ঠানে ওর তো থাকার কথা নয়! এটা তো তারই অনুষ্ঠান। সে তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গাড়িতে ওর সঙ্গে ছিল জেরি টাউনসেন্ড। লিমুজিন গাড়ি দ্রুত গতিতে ছুটছিল। ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজের একজিকিউটিভ সুইট ক্যামেরন সেন্টারের পঞ্চদশ তলাতে।

লারা জেরিকে নিয়ে তার অফিসে এসে ঢুকল।

–তোমার বাবা কেমন আছেন? লারা জিজ্ঞাসা করল।

প্রশ্ন শুনে জেরি অবাক হয়ে গেল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও মিস ক্যামেরন তার বাবার সমস্ত খবর মনে রেখেছে! সে বলল–খুব একটা ভালো নয়।

–হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। রোগটা বিদঘুঁটে। শেষ পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

–আপনি এত খবর জানলেন কী করে?

–কয়েকজন ডাক্তার তোমার বাবার অসুখটা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমি ওই হসপিটালে একটা প্রয়োজনে গিয়েছিলাম। তখন আমি শুনেছি।

–এই রোগ শুনেছি কখনো সারে না। জেরি বিবর্ণ মুখে বলল।

–রোগ মাত্রই ভয়ঙ্কর। সুইজারল্যান্ডের এক ডাক্তার শুনেছি এই ধরনের রোগ নিয়ে গবেষণা করে সুফল পেয়েছেন। তিনিই তোমার বাবার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। খরচ আমি বহন করব।

জেরি টাউনসেন্ড হতবাক হয়ে গেল। সত্যিই এই রহস্যময়ী নারীকে সঠিকভাবে চিনতে পারা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।

.

এদিকে পৃথিবী তখন ইতিহাস গড়ে চলেছে। রোনাল্ড রেগন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান হলেন মিখাইল গর্বাচভ।

ডেট্রয়েটে লারা গড়ে তুলল হাউসিং ডেভলপমেন্ট। নীচু আয়ের লোকেরা এখানে বসবাস করতে পারবে। ।

১৯৮৬, ব্যবসায়িক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে ইভান বোয়েস্কির তিন বছরের জেল হয়ে গেল। এখবর শুনে লারা একটু ভাবনায় পড়ল। অবশ্য তখনো পুরোদমে বিভিন্ন জায়গায় লারার বাড়ি তৈরির কাজ চলছে।

জার্মান থেকে কয়েকজন ব্যাঙ্কার এল নিউইয়র্কে লারার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু লারার পক্ষে বেশী সময় দেওয়া সম্ভব নয়। সে জানাল, এয়ারপোর্টেই সে তাদের সাথে কথা বলে নেবে। সে আলোচনা অবশ্য সফল হল।

লারা এখন ছুটে চলেছে স্টিভ মার্চিসনের পেছনে। লোকটাকে হারাতে হবে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে হাওয়ার্ড বলল–লারা, তোমার একটু পিছিয়ে থাকা উচিত।

–স্টিভ পিছিয়ে গেলে তখন ভাববো। লারার স্পষ্ট জবাব।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও লারা পল মার্টিনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। তার আলমারী এখন নানা পোশাক ও গয়নাতে ঠাসা।

একদিন তার সেক্রেটারী ক্যাথি একটা সুন্দর এবং সৌখিন কাগজে মোড়া প্যাকেট এনে টেবিলে রাখল। কে যেন উপহার পাঠিয়েছে। প্যাকেট খুলে দেখা গেল নোংরা কাগজপত্র ভরা, একটা ছাপানো কার্ডও আছে। সেখানে লেখা আছে ফ্র্যাঙ্ক ক্যামবেল ফিউন্যারাল চ্যাপেল।

লারা ঠিক বুঝতে পারল না। সে ক্যাথিকে ওটা বাইরে ফেলে দিতে বলল।

প্রতিটি কর্মচারীর নাম ও জন্মদিন লারার কণ্ঠস্থ। ওদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তার নজর আছে। এমন কী, ওদের স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিদের কুশল সম্পর্কে সে খোঁজ নেয়। লারার প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ কিন্তু লারার সেদিকে কোনো আগ্রহ নেই। সে নিজের চারপাশে একটা দুর্ভেদ্য দেওয়াল রচনা করে রেখেছে।

লন্ডন এয়ারপোর্ট

তৃতীয় পর্ব । প্রথম অধ্যায়

প্লেন এসে থামল লন্ডন এয়ারপোর্টে। এখানকার নামকরা ডেভলপার ব্রায়ান ম্যাকিনটোস শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ এয়ারপোর্টে লারার জন্য ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিয়েছে। পল মার্টিনও ফুল পাঠিয়েছে। হাওয়ার্ড কেলারের ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে লারা একাই লন্ডন শহরে এসেছে।

হোটেলের ঘরে বসে সে নিউইয়র্ক থেকে ফোন পেল বিল্ডিং তৈরির ব্যাপারে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর্কিটেক্ট নকশার কিছু পরিবর্তন করতে চাইছে, তাছাড়া আবহাওয়াও ভালো নয়।

লারা তাদের সতর্ক করে দিয়ে নিজের মতামত জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

পরের দিন ব্রায়ানকে সঙ্গে নিয়ে লারা লোকেসন দেখতে এল। নদীর ধারে বিশাল অঞ্চল। এখানে ব্যবসা কেন্দ্র খুললে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অনেকটা ট্যাক্স রিলিফ করবে। কারণ এখানকার অনেক মানুষই তাতে উপকৃত হবে।

এরপর তারা এল লন্ডনের একটা বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে একটা ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের অনুষ্ঠান চলছিল।

লারার কিন্তু এসব ভালো লাগছিল না। তার মন পড়ে ছিল নিউইয়র্কে। চুক্তির ব্যাপারটা মিটে গেলেই সে ফিরে যাবে।

লন্ডন ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান পুরোদমে চলছে, সকলে তা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছে। কিন্তু লারার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে তখন ভাবছে, বিল্ডিং তৈরির কাজ ওখানে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। নতুন করে নকসা তৈরি করলে খরচ বেড়ে যাবে অনেক। প্রতি স্কোয়ার ফুটের খরচ কীভাবে কমানো যায় ইত্যাদি চিন্তা করছে।

হঠাৎ ব্রায়ান পাশ থেকে বলে উঠল–মিস ক্যামেরন, ওই দেখুন ফিলিপ অ্যাডলার আসছেন।

–কে উনি? লারা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

ততক্ষণে হলের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।

–এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী।

–ও।

ফিলিপ অ্যাডলারের একক অনুষ্ঠান শুরু হল।

.

ব্রায়ানের বন্ধু ফিলিপ। লারার অনিচ্ছা সত্ত্বেও' ব্রায়ান তাকে নিয়ে এল গ্রিনরুমে, ফিলিপের সঙ্গে পরিচয় করাতে।

বাইরে তখন প্রচুর ভিড়। লারা জানতে চাইল, মিস্টার ম্যাকিনটোস এত ভিড় কেন এখানে?

–ফিলিপ অ্যাডলারকে একবার কাছ থেকে দেখতে চায় ওরা।

–তাই বুঝি। আমি কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। লারা উপেক্ষার সুরে বলল।

.

ফিলিপ অ্যাডলারকে দেখে লারার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। এতত সেই তার স্বপ্নের রাজকুমার। মুহূর্তের মধ্যে ফিরে গেল তার মন অতীতে। দীর্ঘকাল ধরে সে তো এমন একজন পুরুষকে খুঁজে বেড়িয়েছে। সেই মুখ, সেই হাসি। দীর্ঘকায় চেহারা, সোনালী চুল। অপূর্ব চোখ। মুখের হাসিতে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। এই সেই মানুষ। গ্রেস বে-র সেই রান্না ঘরে, সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফাঁকে যে পুরুষ এসে তাকে হেসে বলত আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

সেই স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে। লারার শরীরটা কেমন করছিল। তার যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

ব্রায়ান জানতে চাইল মিস ক্যামেরন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

–না-না, আমি ঠিক আছি।

ততক্ষণে ফিলিপ এসে ব্রায়ানের সাথে করমর্দন করল।

ব্রায়ান বলল দারুণ ফাটাফাটি অনুষ্ঠান করেছে। সবাইকে মাতিয়ে দিয়েছে। তারপর লারাকে লক্ষ্য করে বলল, ইনি হলেন বিখ্যাত ডেভলপার লারা ক্যামেরন। আমার আমন্ত্রণেই এখানে এসেছেন।

ফিলিপ হাসল, যে হাসির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। বলল–আপনার মুখটা শুকনো কেন মিস...?

–না-না, আমি ঠিক আছি। লারা কোনোরকমে জবাব দিল।

–আসুন না, আজ রাতে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে। লারা যেন সম্মোহিত, কণ্ঠস্বরে লোকটার যেন জাদু আছে। ওর স্বপ্নের রাজকুমার আজ ওর চোখের সামনে। কল্পনার শরীর নয়, একেবারে রক্ত মাংসের মানুষ। ছোটোবেলা থেকে একেই তো কামনা করে এসেছে লারা।

ব্রায়ান বলল মিস ক্যামেরন, আমরা এবার বিদায় নিই, ফিলিপ এখন বিশ্রাম নেবে।

লারার যেতে ইচ্ছে করছিল না। কল্পনা ও বাস্তব তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ছুঁতে ইচ্ছে করল তার। ফিলিপের দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে বলল চলি।

কোনোরকমে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাস্তব আর কল্পনা আবার আলাদা হয়ে গেল তার চোখে।

.

নিউইয়র্কে ফিরে এল লারা। ভুলতে পারেনি ফিলিপ অ্যাডলারকে। ফিলিপের সঙ্গে যেভাবেই হোক আবার তাকে দেখা করতে হবে। বিছানায় শুয়ে সে ভাবছিল। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। পল মার্টিন ফোন করেছে। তার সঙ্গে লারা যান্ত্রিকভাবে কিছু কথাবার্তা সেরে রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার তলিয়ে গেল ফিলিপ অ্যাডলার সাগরে। তার স্বপ্নের রাজকুমার। যে অল্পক্ষণের জন্য তার কাছে ধরা দিয়েছিল।

কনফারেন্স রুমে লারা গম্ভীর মুখে বসে আছে। হাওয়ার্ড জানাল লারা, আমরা কুইন্স ডিলটা হারালাম।

–কেন? চুক্তিতে একরকম ঠিকই ছিল।

–কিন্তু কমিউনিটি বোর্ড জোনিং-এর ব্যাপারটা কোনোভাবেই পাল্টাতে রাজি নয়।

সেখানে উপস্থিত আর্কিটেক্ট, লইয়ার, পাবলিসিটি অফিসার, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার সকলের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লারা বলল–ওখানকার ভাড়াটিয়ারা বছরে গড়ে নয় হাজার ডলার আয় করে অথচ ভাড়া দেয় মাসে দুশো ডলার। আমরা ওদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখেছি। আরো ভালো ব্যবস্থা করার কথা ভেবেছি। কিন্তু তার

জন্য বেশী ভাড়া দেওয়ার কথা কখনো বলা হয়নি। এছাড়া নতুন কিছু অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে ওদের প্রতিবেশীরাও ওখানে থাকতে পারে। কী এমন হল যে, ওরা বেঁকে দাঁড়াল?

–বোর্ডের চেয়ারম্যান এডিথ বেনসন আপত্তি তুলেছে। অবশ্য আপত্তির কারণ পরিষ্কার। নয়। হাওয়ার্ড জানাল।

–হাওয়ার্ড, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তুমি ব্যবস্থা করো। সেদিনের মতো মিটিং শেষ হল।

এডিথের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় লারা বিল হুইটম্যানকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এডিথ নিজের ফ্ল্যাটে এনে ওদেরকে বসালো। বিল ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। এডিথকে লারা বললেন, সত্যি বলতে কি মিস বেনসন, বোর্ড যখন আমাদের ফিরিয়ে দিল তখন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ওই জায়গাটার জন্য একশো মিলিয়ন ডলার খরচ করতে চেয়েছি। তাসত্ত্বেও...

এডিথ বেনসন এখনও বেশ রূপসী। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। সে বলল, মিস ক্যামেরন, আমরা যা কিছু করবো আমাদের সভাবেই তা করা উচিত।

–তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার কি অপরাধ? আমার এই প্রজেক্টটা হলে স্থানীয় মানুষের উপকার হবে।

এডিথ গম্ভীর হয়ে বলল, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এখন আরামে আর খোলামেলাভাবে বাস করছি। আপনার এই কাজটা শেষ হলে জায়গাটা ঘন বসতি এলাকায় পরিণত হবে।

লারা বলল, ভুল করছেন মিস বেনসন, আমরা ছোটো ছোটো ঘর বানাবো না। আপনারা এখন যেমন আছেন, তেমনই থাকবেন। আমাদের ডিজাইনিং প্ল্যান একেবারেই আলাদা।

দুঃখিত, আমি এবারেও আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইছি। এডিথ কঁাধ ঝাঁকিয়ে বলল। তখন লারার মনে একটা জেদ চেপে বসেছে। যে করেই হোক এই জায়গাটা করায়ত্ত করতে হবে।

শান্ত স্বরে লারা বলল, এক মিনিট মিস বেনসন, আমি শুনেছি বোর্ডের সকলেই আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনি মত দিচ্ছেন না।

এডিথ বলল, আপনি ঠিকই শুনেছেন।

লারা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, একটু ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

একটুখানি ইতস্তত করল সে। আবার বলল–আমি একটা গোপনীয় কথা আপনাকে জানাতে চাইছি, আমার দশ বছরের মেয়েকে আমি এখানে পাঠাবো থাকবার জন্য। ও ওর বাবার সঙ্গে থাকবে।

এডিথ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল–আপনার মেয়ে আছে তা তো জানতাম না?

–না, এখনো পর্যন্ত কেউ জানে না, কারণ আমি বিয়েই করিনি। সেই কারণে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হচ্ছে। আশা করি আপনিও ব্যাপারটা গোপন রাখবেন।

এডিথ সংক্ষেপে বলল–ঠিক আছে।

লারা বলল–আমার মেয়েকে আমি সবথেকে বেশি ভালোবাসি। তাই এখানকার–বিল্ডিংটা এমন সুন্দর করে বানাবো যাতে তার থাকতে কোনো অসুবিধা না হয়।

এবার এডিথের কাঠিন্য কিছুটা নরম হয়ে এসেছে। সে বলল–হ্যাঁ, এটা তো একটা অন্য ব্যাপার। আপনি আমাকে দুদিন ভাবতে সময় দিন।

–ধন্যবাদ।

লারা উঠে পড়ল। লারা ভাবল যদি তার একটা দশ বছরের মেয়ে থাকতো তাহলে তিনি ওই মেয়েকে এখানে অনায়াসে রাখতে পারতেন।

.

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। কমিউনিটি বোর্ডের অনুমতি পাওয়া গেছে। কাজ এগিয়ে চলেছে। শেষপর্যন্ত হাওয়ার্ডের কাছে সব খুলে বলেছিলেন লারা। হাওয়ার্ড বলেছিল–তুমি প্রতারণা করলে?

বিল হুইটম্যান বলল, যা হোক কিছু একটা বলতে তো হবে।

হাওয়ার্ডের একটাই সমস্যা, সে এখনও পর্যন্ত লারাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারলো না।

.

অ্যাপার্টমেন্ট এবার শেষ হয়ে এসেছে। লারা ব্যস্ততার মধ্যেও ফিলিপকে ভোলেন নি। ফিলিপ কেমন আছে তা জানবার জন্য মাঝেমধ্যে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন।

একদিন অফিসে বসে লারা হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিল হুইটম্যান ঢুকে ছুটি চাইলো।

কয়েক সপ্তাহের জন্য তার স্ত্রী প্যারিস যেতে চায়।

লারা বলল–এখন তোমাকে ছাড়া যাবে না, অনেক কাজ বাকি আছে। তোমার পোমোশনের সময়।

চেয়ারে হেলান দিয়ে লারা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বিল বলল–মিস ক্যামেরন, ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে আমি ভাবছি না। এখনও তো বিল্ডিং-এর কাজ শেষ হয়নি। যদি এখন আপনার মেয়ের খবরটা ওদের কানে চলে যায়?

লারা গম্ভীর হয়ে গেল এবার, লারা বুঝতে পারছে বিল তাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছে।

লারা হেসে বলল ঠিক আছে যাও।

পরের দিন লারা পল মার্টিনের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার সময় ব্যাপারটা ওকে জানালেন। লারা বললেন, পল আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি, কিভাবে সমাধান করবো বুঝতে পারছি না।

সব শুনে পল বললেন, বিল কি ব্যাপারটা এডিথকে জানাতে পারে?

লারা বলল–ঠিক বুঝতে পারছি না, যদি জানায় তাহলে সত্যিই আমি সমস্যার মধ্যে পড়ে যাব। আমার সুনাম নষ্ট হবে।

পল কাধ কঁকিয়ে বললেন, না বিল কখনই বলবে না।

–আমারও তাই মনে হচ্ছে।

–তুমি কি রেনোতে যেতে চাও?

–হ্যাঁ, জায়গাটা ভালো।

–ওখানে হোটেল ও ক্যাসিনো আছে। দুটোই নীলাম হবে।

–হাওয়ার্ড বলছিল, ব্যাঙ্কে আমার কিছু লোনের অর্থ বাকি পড়ে গেছে। শোধ না করলে ব্যাঙ্ক আর ধার দেবে না।

–তোমাকে ব্যাঙ্কের কাছে যেতে হবে না।

–তাহলে কোথায় যাব?

পল বললেন–ব্যাঙ্ক বন্ড কিনবে। ওয়াল স্ট্রীটে এরকম অনেক সেভিংস আর লোন কোম্পানী আছে। তুমি পাঁচ পার্সেন্ট ইকুয়িটি রাখলে ওরা তোমাকে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে দেবে। থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যে কোনো বিদেশি ব্যাঙ্কের কাছে পাওয়া যাবে। ওরা ক্যাসিনোতে ইনভেস্ট করতে রাজী।

লারা উত্তেজিত হয়ে বলল–তাহলে পল, হোটেল আর ক্যাসিনোর মালিক হব আমি!

পল হাসলেন–ওটা আমার তরফ থেকে তোমাকে ক্রিসমাসের উপহার।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রিসমাস ডে-তে লারা নিজের ফ্ল্যাটেই রইলো। ডজনখানেক পার্টিতে ওর আমন্ত্রণ, ছিল কিন্তু উনি একটাতেও গেলেন না। পল তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তবে জানিয়েছেন একবার আসবেন। ফিলিপের কথা মনে পড়ে গেল লারার। ফিলিপ এখন কি করছে কে জানে, লারা জানেন না। হঠাৎ পল মার্টিন এসে হাজির হলেন। হাতে একটা সুদৃশ্য ব্যাগ।

পল বললেন–এটা তোমার উপহার।

লারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তুমি তো আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, আর কেন?

লারা কৌতূহলী হয়ে বাক্সটা খুলল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল প্রথমটায়। সুদৃশ্য দামী নেকলেস। কয়েকটা দামী রুমাল, কিছু বই, একটা অ্যান্টিক ঘড়ি, আরেকটা ছোট্ট সাদা খাম।

সেই খামে লেখা ক্যামেরন রেনো হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো।

লারা খুব খুশি হল। বললেন, শেষপর্যন্ত হোটেলটা আমার হল।

–হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত আইনগতভাবে হয়নি, তবে আগামী সপ্তাহে হবে।

–ক্যাসিনো চালাবার নিয়ম তো আমি জানি না।

–তা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

পল লারার হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন। তারপর বললেন–পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তোমার জন্য আমি করতে পারবো না। এটা সব সময় মনে রাখবে কেমন?

পল মার্টিন বিদায় নিলেন লারার কাছ থেকে। আকাশটা বিচিত্র রঙ ধারণ করেছে। লারা বিছানাতে বসে রেডিও চালিয়ে দিলেন।

ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল–এখনকার হলিডে প্রোগ্রাম একটু পরেই শুনতে পাবেন। বিখ্যাত পিয়ানো বাদক ফিলিপ অ্যাডলার এর...

লারা চোখ বন্ধ করল, ফিলিপের শরীরের গন্ধটা লারা যেন পাচ্ছিলেন। আহা, হাত দুটো পিয়ানোর ওপর, মুখে সেই ভুবন জয় করা হাসি।

.

বিল হুইটম্যান কাজের লোক এবং পরিশ্রমী। তার সবসময় একটাই চিন্তা, তাহল ব্যবসার যা কিছু মুনাফা তা সবই মালিক হজম করছে। ওর ভাগে যৎসামান্য জুটছে। কি করে আরও বেশি টাকা রোজগার করা যেতে পারে সেই ধান্দাতে আছে।

বড়োদিনের পর দুদিন কেটে গেছে। ইস্টসাইড প্লাজা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। হুইটম্যান পুরো সাইটটা ঘুরে ভাবলো এই প্রজেক্টটাই ওকে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ এনে দেবে।

ভারী যন্ত্রপাতি সব চারিদিকে ছড়ানো আছে। হুইটম্যান সেগুলি তদারকি করছিলো। ক্রেন তার হাত দিয়ে মেটাল বাকেটগুলোকে গাড়ীর মধ্যে তুলছিল। হঠাৎ ড্রাইভার কি যেন বলল হুইটম্যানকে। সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনা ঘটে গেল। ক্রেনের একটা চেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। যে মেটাল ব্যাকেটগুলো তোলা হচ্ছিল সেটা হুইটম্যানের ওপর পড়ে গেল। হুইটম্যানের শরীরটা নিমেষের মধ্যে থেঁতলে গেল। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানা গেল। ক্রেনের অপারেটরের কাছ থেকে। সেফটি ব্রেকটা আচমকা স্লিপ করাতে চেনটা ছিঁড়ে

যায়। বিল প্রচণ্ড কাজের লোক ছিল, তার মৃত্যুতে সকলেই অভিভূত, লারাও সর্বসমক্ষে শোক প্রকাশ করলেন।

.

পল মার্টিনকে ফোন করে লারা বললেন হুইটম্যানের খবরটা শুনেছো?

–হ্যাঁ, টেলিভিশনে দেখলাম।

–তুমি?

–এ ব্যাপারে আবার যেন পাগলের মতো কিছু ভেবে বসোনা। তুমি তো জানো ভালো লোকেরা শেষপর্যন্ত জিতে যায়।

লারার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। লারা ভাবছে, এর অন্তরালে হয়ত পল মার্টিনের কালো হাতের ছাপ আছে।

.

লারা আর হাওয়ার্ড রেনোতে রওনা দিল। নীলামে লারাই সবথেকে বেশি ডাক দিয়ে ক্যাসিনো আর হোটেল কিনে নিয়েছেন। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের বেশি।

সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করে লারা বাজী জিতে গেছে। হোটেলটা সত্যিই বিরাট, দেড় হাজার ঘর আছে, আছে বিরাট সুসজ্জিত ক্যাসিনো।

হাওয়ার্ড এই ব্যাপারে খুবই নিস্পৃহ, সে বলল–ক্যাসিনোর নিয়মকানুন আমি কিছুই জানি না। এর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছি না।

–তুমি কি বলছছা হাওয়ার্ড, ক্যাসিনো একটা কামধেনু। এর অর্থ কোনো দিন ফুরোবে না।

–কে চালাবে ক্যাসিনো?

–লোক রাখা হবে।

–এটা তো একটা জুয়া, মেয়ে হলে ভালো হয়।

লারা জবাব দিল–ওসব ব্যাপার পল ভালো জানে।

–ওকে আবার টানছো কেন?

লারা এই কথা শুনে একটু ক্ষুণ্ণ হল।

আবার সে বলল, তুমি তো কুইন্স প্রজেক্টটাও ভালো বলোনি। হাউসটনের শপিং সেন্টার চলবে না বলেছিলে। এখন দেখছো ও দুটো থেকে আমরা কি পরিমাণ অর্থ পাচ্ছি।

হাওয়ার্ড গম্ভীর হয়ে বলল–লারা আমি ওই দুটো চুক্তিকে কোনোদিন খারাপ বলি নি। তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে। এখন কোনো কিছুই আর তোমার নাগালের মধ্যে নেই। বেশি খেলে কিন্তু বদহজম হতে পারে। ||||||||||

হাওয়ার্ডের কথা শুনে লারা হেসে ওঠে। হাওয়ার্ডের গাল টিপে বললেন–যাও খোকা বাবু, এখন বিশ্রাম করো।

.

ক্যাসিনো এবং হোটেল আরম্ভ করার ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করে লারা নিউইয়র্কে ফিরছিলেন। সঙ্গে হাওয়ার্ড। একটা মিউজিক স্টোরের কাঁচের দেওয়ালে ফিলিপ অ্যাডলারের পোস্টার দেখতে পেলেন। পরে হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন হাওয়ার্ড, তুমি ফিলিপ অ্যাডলার সম্পর্কে কিছু জানো?

–তেমন কিছু জানি না। আজকের দুনিয়ার বিখ্যাত কনসার্ট পিয়ানিস্ট। ওর সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার খুব নাম আছে। উনি স্কলারশিপ ফাউন্ডেশন তৈরি করেছেন। যারা দুস্থ তাদের জন্য।

–ফাউন্ডেশনের নামটা জানো?

–ফিলিপ অ্যাডলার ফাউন্ডেশন।

লারা বলল–আমি ওই ফাউন্ডেশনে কিছু টাকা সাহায্য করতে চাই। ওদের ঠিকানায় আমার নামে দশ হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দাও।

হাওয়ার্ড এই কথা শুনে অবাক হয়ে জানতে চাইলেন–তুমি এইসব ক্ল্যাসিক্যাল । মিউজিকের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নও শুনেছিলাম, হঠাৎ?

–এবার কিছুটা উৎসাহী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। হাওয়ার্ডের কাছে ক্যামেরন এখনও পর্যন্ত দুর্বোধ্য মহিলা হয়েই থেকে গেলেন।

.

খবরটা পড়ে লারা অবাক হয়ে গেল। লেখা আছে : বিখ্যাত অ্যাটর্নি পল মার্টিনের সঙ্গে মাফিয়াদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। লারা এক নিশ্বাসে প্রতিবেদনটা পড়ে ফেললেন।

তারপর পলকে ফোন করে বললেন–কি ব্যাপার পল, তোমার নামে কাগজে?

পলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। শোনো ডার্লিং সামনেই ইলেকশন, আমার নামে না ছাপলে কাগজ বিক্রি হবে কেন? এবারেও ওরা হেরে যাবে কমিশন নিয়ে, তুমি কিছু ভেবো না, বলল আজ কোথায় ডিনার করবে?

–মলবেরী স্ট্রীটের একটা ছোট্ট হোটেলে।

–তুমি চেনো? জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। কেউ আমাদের বিব্রত করবে না। লারা ফোন ছেড়ে দিল। তারপর চলে গেল বাথরুমে। ডিনারে তারা মুখোমুখি বসেছিলেন। পল জিজ্ঞাসা করলেন–শুনলাম–পেনিং কমিশনের মিটিং ভালো হয়েছে?

–হ্যাঁ, ওদের সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়েছে।

–মনে হয় তোমার কোনো সমস্যা হবে না। ক্যাসিনো চালানোর জন্য আমি তোমাকে। ভালো কর্মচারী দেবো।

তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে পল বললেন–তোমার কনস্ট্রাকশনের কাজ কেমন চলছে?

–চমৎকার। তিনটি প্রজেক্ট একসঙ্গে চলছে।

–মাথায় বেশি বোঝা চাপিও না কেমন!

.

তৃতীয় অধ্যায়

দুসপ্তাহ কেটে গেছে, ফিলিপের কোনো খবর আসছে না। চেক পাঠানো হয়েছে ফাউন্ডেশনে কিন্তু তার কোনো উত্তর নেই। স্টিভ মার্চিসনের সঙ্গে লড়াইতে লারা দুবার জিতেছেন। এরমধ্যে একদিন বিকেলবেলা সাইট থেকে ফিরে লারা চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ফোনটা বেজে উঠল, রিসিভার তুলতেই ও প্রান্তে ভেসে উঠল ফিলিপ অ্যাডলারের কণ্ঠস্বর।

টেক্সাসের একটা হোটেলের বলরুমে ফিলিপের সঙ্গে দেখা হল লারার। ওইখানে ফিলিপের একটা প্রোগ্রাম ছিল। প্রথমে লারাকে দেখতে পায়নি। তারপর দেখেই বলল– আসুন আসুন মিস ক্যামেরন। আপনি আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছি!

লারা কোনোরকমে বললেন–হ্যাঁ, আমিও, তখন তার সমস্ত শরীরের ভেতরে এক অদ্ভুত শিহরণ বয়ে চলেছে।

উনি বললেন–এখানে বড্ড ভীড়, একটু ফাঁকায় গিয়ে বসলে কেমন হয়?

ফিলিপ হেসে বলল–আপনি কি ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক শুনতে ভালোবাসেন?

–হ্যাঁ, ভালোবাসি বইকি।

ফিলিপ আবার বলল–আপনার কনট্রিবিউশানের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ওটা ফাউন্ডেশনের কাজে আসবে।

–আপনার এই ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে আমি সত্যিই আগ্রহী মিঃ অ্যাডলার। লারা হাসবার চেষ্টা করল। তারপর বলল–একটা কথা বলবো?

–বেশ তো বলুন না?

–পরের সপ্তাহে সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?

–দুঃখিত, আমি আগামীকালই রোম যাচ্ছি। তিন সপ্তাহ বাদে ফিরবো। তারপর হতে পারে।

লারা বলল–ঠিক আছে, তারপর হবে। আরো দুজন লোক এসে মিউজিক নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলো। লারা বিন্দুবিসর্গ কিছুই বুঝতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল তার এ বুঝি একটা অন্য জগত, এখানে ঢুকতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

.

একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই টেরি হিলের কাছ থেকে একটা শুভ সংবাদ পেল লারা, পেনিং কমিশনের কাছ থেকে লাইসেন্স পাওয়া গেছে। লারা সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার্ডকে ব্যাপারটা জানালেন। তখনই ইন্টারকমে ক্যাথির আওয়াজ ভেসে এল। মিঃ অ্যাডলার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

হাওয়ার্ডের দিকে লারা তাকাল। লারা ভাবতে পারেনি মিঃ অ্যাডলার এত তাড়াতাড়ি আসবে।

ফিলিপ বলল–আজ সন্ধ্যেবেলা যদি ফাঁকা থাকেন তাহলে একসঙ্গে ডিনার করবো।

লারা পল মার্টিনের সঙ্গে সন্ধ্যোবেলা ডিনার করবে এমনটাই ঠিক ছিল। তবুও সে সংক্ষেপে বলল–সন্ধ্যেবেলা আমি ফাঁকাই আছি।

–বাঃ। কোথায় খেতে আপনার ভালো লাগে?

–ওটা কোনো ব্যাপার নয়, বাসকিউতে চলে আসুন। ঠিক আটটার সময়।

–যাব, রিসিভার নামিয়ে লারা একবার হাসলেন।

হাওয়ার্ড বললেন কি ব্যাপার, কি বলল অ্যাডলার?

লারার চোখ দুটিতে রহস্য, হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে লারা থেমে থেমে উচ্চারণ করল–শোনো হাওয়ার্ড, আমি শেষ অবধি ফিলিপ অ্যাডলারকে বিয়ে করতে চাইছি।

হাওয়ার্ডের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, সে বলল–তুমি রসিকতা করছো?

লারা বলল–না। আমি গুরুত্ব দিয়ে কথাটা বলছি।

এই কথা শুনে হাওয়ার্ডের মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল। লারাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতেই হবে।

লারা মনে মনে বলল–আমি ওকে কিশোরী বয়স থেকেই চিনি। সারাটা জীবন ধরে ও আমার চেনা মানুষ। প্রকাশ্যে বললেন–ফিলিপ খুব ভালো লোক।

–লারা তুমি আবার একটা ভুল করছো।

ফোন বেজে উঠল। লারা বলল–কে? পল তুমি!

–সন্ধ্যেবেলা ডিনারে আসছো তো? ঠিক আটটা কেমন?

পলের কণ্ঠস্বর লারার কানে গেল না। নিজেকে কেমন একটা অপরাধী বলে মনে হল লারার। অতি কষ্টে লারা বলল–পল আমি দুঃখিত, যেতে পারছি না। হঠাৎ জরুরী একটা কাজ পড়ে গেছে, আমি তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

তোমার শরীর খারাপ নয় তো?

–হ্যাঁ, শরীর ঠিক আছে, কিন্তু কয়েকজন রোম থেকে আসছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

লারা কিছুটা মিথ্যা কথা বলল। পলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল–আমার দুর্ভাগ্য, আচ্ছা কোনো একদিন সন্ধ্যেবেলা হবে কেমন?

.

আটটার সময় রেস্তোরাঁয় লারা পৌঁছেছিলেন। ফিলিপ বলল–তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

–তাই নাকি?

সুন্দর বলতে কি রকম তা লারা এখনও জানতে পারল না।

দুজন অনেকক্ষণ কথা বললেন। ফিলিপ একদৃষ্টিতে লারার দিকে তাকিয়েছিল।

লারা হঠাৎ ওকে জিজ্ঞেস করল–আচ্ছা ফিলিপ, তুমি বিয়ে করেছো?

–না, আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব। আমি এক বিশ্ব পথিক। আজ লন্ডন কাল টোকিও করে বেড়াচ্ছি। বিয়ে করার সময় কোথায়?

–ফিলিপ তোমার ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে করছে। কে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে বলে তো?

লারা বাচ্চা মেয়ের মতো ভঙ্গী করল। ফিলিপ হেসে বলল–আমরা ভিয়েনার লোক, মা পিয়ানোর শিক্ষিকা ছিলেন। হিটলারের হাত থেকে বাঁচতে ওরা বোস্টনে পালিয়ে এসেছিলেন। আমি ওখানে জন্মাই। তারপর...

ফিলিপ নিজের কথা বলতে শুরু করল।কিভাবে ছোট্ট ফিলিপ আজকের বিখ্যাত পিয়ানিস্ট ফিলিপ হয়েছে, সেটা বুঝি এক রূপকথা। এই গল্প শুনে লারার মনে হল ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক সম্বন্ধে তাকেও কিছু জানতে হবে।

.

লারা এই প্রথম অনুভব করলেন তিনি সত্যিকারের প্রেমে পড়েছে। সেই কিশোরী বয়স থেকে যে মূর্তি তার মনের মণিকোঠায় সযত্নে আঁকা ছিল, সেই মূর্তি আজ রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ কল্পনা থেকে বাস্তব উত্তরণ ঘটে গেছে।

ফোনটা বেজে উঠল। ও প্রান্তে পল মার্টিনের কণ্ঠস্বর–ঠিকমতো ফিরেছো তো লারা?

–হ্যাঁ।

–তোমার মিটিং কেমন হল?

–চমৎকার।

–তাহলে আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা ডিনারে এসো।

লারা বলল–ঠিক আছে।

কিন্তু আবার যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়? পল মার্টিনের মুখ তার মনের ক্যানভাস থেকে হারিয়ে গেছে। এখন সেখানে ফুটে উঠেছে একটিমাত্র মুখের ছবি। তা হল ফিলিপ অ্যাডলারের।

.

চতুর্থ অধ্যায়

পরের দিন ভোরবেলা লাল গোলাপ পেয়ে লারা খুব খুশি হল।ফিলিপ তাহলে কাল রাতে... ভেতর থেকে কার্ডটা বের করে লারা পড়লেন। আজকের সন্ধ্যেবেলা ডিনারের আগে এই উপহার পাঠালাম, পল।

নামটা পড়ে লারার মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। সকাল বেলা লারা ভেবেছিল ফিলিপ আসবেন, কিন্তু এলেন না। সারা দিনই তার প্রোগাম আছে। লারা নতুন সেক্রেটারীর

ইন্টারভিউ! নিলেন। মোট দুজন ক্যান্ডিডেট ছিল। গার্টরুড মিকস্ বলে বছর ত্রিশেক এক মহিলাকে লারার পছন্দ হল। তাকে নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদও ফিলিপের ফোন এল না। লারা খুবই অবাক হয়েছেন। শেষপর্যন্ত নিজেই ফোন করে জানতে পারলেন, ফিলিপ বাইরে চলে গেছে।

স্টিভ মার্চিসন পরের দিন লারার অফিসে গিয়ে হাজির, মোটাসোটা চেহারা। মুখটা গম্ভীর, স্টিভ উত্তেজিত হয়ে বলল–দেখুন মিস ক্যামেরন, আপনি কিন্তু ভালো করছেন না। এভাবে আমার সর্বনাশ করছেন কেন?

লারা বলল–আপনি কি বলছেন?

–দেখুন এসব বলে লাভ নেই। শহরে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে। আপনি কেন আমার পছন্দের জায়গাগুলোতে হাত লাগাচ্ছেন বলুন তো?

লারা হেসে বলল–কিছু খাবেন?

–না।

কিছুক্ষণ লারা চুপ করে বসে রইল। তারপর রিসিভারটা বেজে উঠল, পলের ফোন।

.

ডিনারের পর সন্ধ্যেবেলা পলকে নিয়ে লারা নিজস্ব ফ্ল্যাটে গেলেন।

পল বললেন–কি ব্যাপার লারা, তুমি এত গম্ভীর কেন?

–কিছু নয়, লারা হাসার চেষ্টা করলেন।

পল জানতে চাইলেন–রেনো প্রজেক্টটা কবে শুরু হবে?

–আমি আর হাওয়ার্ড আগামী সপ্তাহে যাব। সম্ভবত কয়েক মাস লাগবে।

–হুঁ। বলেই পকেট থেকে ছোট্ট একটা জুয়েলারী বাক্স বের করলেন পল। লারার হাতে দিয়ে বললেন–খুলে দ্যাখো।

লারা জুয়েলারী বাক্সটা খুলল। একটা দামী ডায়মন্ড নেকলেস। লারা বললেন–তুমি তো আমাকে অনেক দিয়েছো পল, আবার আমাকে ঋণী করছো কেন?

–তোমাকে আমি ভালোবাসি লারা, এই কথাগুলো বলে পল লারাকে জড়িয়ে ধরলেন। পল মার্টিনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের চরম সময়েও লারার মনের ক্যানভাসে বার বার ফিলিপ অ্যাডলারের মুখখানা ভেসে উঠেছিল।

.

রেনো হোটেলের কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ক্যামেরন টাওয়ার্সের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। লারার মনটা বড় উদাসীন। ফিলিপের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে না। হাওয়ার্ড

লারাকে সাবধান করে দিয়ে বলল–স্টিভ তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলেছে। লোকটা কিন্তু বিপজ্জনক।

লারা বলল–আমিও, তুমি বুঝতে পারছে না আমিও কতদূর পর্যন্ত যেতে পারি।

–তুমি লস এঞ্জেলসের প্রপার্টিটা নিয়ে এগোও। আচ্ছা কাল সকালেই আমরা প্লেনে চাপবো কি?

–হ্যাঁ। সব কিছু ঠিক আছে।

হাওয়ার্ড চলে গেল।

.

গাড়ীতে যেতে যেতে লারার নজরে পড়লো একটা পোস্টার। সেখানে লেখা আছে হলিউডের রঙ্গালয়ে ফিলিপ অ্যাডলারের একক প্রোগ্রাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুখানা টিকিট কিনলেন, যথারীতি হাওয়ার্ডকে নিয়ে হাজির হল। ফিলিপের একক প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। লারা মুগ্ধ চোখে ফিলিপের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

হাওয়ার্ড এসব ব্যাপার মোটেই পছন্দ করছে না।

অনুষ্ঠানের পর লারা ফিলিপের সঙ্গে দেখা করল। ফিলিপ ক্ষমা চেয়ে বলল, লারা, তুমি যে এখানে আছো, তা তো আমি জানতাম না।

শেষ অবধি ফিলিপের সাথে লারা বেভারলি হিলটনে পার্টিতে এল। তারপর? কথায় কথায় লারা ফিলিপকে জানাল।

–আগামীকাল আমি নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছি, কাল সকালে একবার ব্রেকফাস্টের টেবিলে আসতে পারবে কি?

ফিলিপ বলল–সম্ভব নয়, আমি কাল ভোরেই টোকিও চলে যাচ্ছি। সারা বছরটাই আমার এমন প্রোগ্রামে ঠাসা।

–তাহলে আর কি হবে? লারার মুখে কিশোরীর বিষণ্ণতা।

.

পঞ্চম অধ্যায়

পরের কয়েকটি সপ্তাহ ধরে লারা নিজের ব্যবসার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল। বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলেছে। স্টিভ মার্কিন প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে। লারা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না।

হাওয়ার্ডকে লারা বললেন বাড়িতে ঘুরে আসতে। হাওয়ার্ড কিন্তু কোনোভাবেই লারাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। হাওয়ার্ডের মাঝেমধ্যে মনে হয় সে বোধহয় লারাকে ভালোবাসে। কিন্তু এই ভালোবাসার ধরন কেমন তা সে জানে না। পল মার্টিন কিংবা ফিলিপ অ্যাডলারের সঙ্গে লারার সম্পর্ককে হাওয়ার্ড মন থেকে মানতে পারেনি।

.

অফিসে বসে লারা হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলছিল। পার্সোনাল ফোনটা বেজে উঠল, লারা ধরলো না, হাওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলো-কি ব্যাপার, ফোনটা ধরো।

–না। লারা গম্ভীর মুখে বললেন। অপর প্রান্তে পল মার্টিন রিসিভারটা ধরে রাখলেন বেশ কিছুক্ষণ। তবে কি লারা নেই? কিংবা অন্য কেউ ওর সামনে বসে আছে কি?

পল বুঝতে পারছে লারা এখন আগের থেকে আরও বেশি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। পল । লারাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসেন। কিন্তু লারা কি সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে চায়?

পরদিন সকালে লারা এল আমস্টার্ডামে। ওখানকার গ্র্যান্ড হোটেলে তার জন্য একটা সুইট বুক করা ছিল। হোটেলটা সুন্দর। ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করলেন ফিলিপ অ্যাডলারের প্রোগ্রামটা কোথায়?

ক্লার্ক জায়গাটার নাম করলো। লারা বললেন–আমার জন্য একটা টিকিট আনতে হবে। নিজের রুমে পৌঁছেই হাওয়ার্ডের ফোন পেল লারা। লারা বলল–হ্যাঁ, ফ্লাইট খুব ভালো এসেছে। হাওয়ার্ড বলল–সেভেনথ এভিনিউতে প্রজেক্ট এর জন্য আমি দুটো ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলেছি।

–হ্যাঁ। তোমার কাজ চালিয়ে যাও। হাওয়ার্ড সত্যিই তার শুভাকাঙ্খী, লারা নিজেকে একজন ভাগ্যবতী বলেই মনে করলেন।

.

প্রোগ্রাম শেষ হল, ফিলিপ অ্যাডলার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। জনগণ তার নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। পর্দা পড়ে গেল, গ্রীনরুমে ফিরে ফিলিপ লারাকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

দুজনে এগিয়ে চলল রেস্তোরাঁর দিকে। লারা জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকে তুমি কোথায় যাবে?

আগামী কাল যাবো মিলান, তারপর ভেনিস। এরপর ভিয়েনা, প্যারিস এবং সবশেষে নিউইয়র্ক।

লারা বলল–বাঃ ভারী রোমান্টিক ব্যাপার তো?

–হ্যাঁ। আমার কিন্তু রোমান্টিক ভালো লাগে না, কোথায় থাকি কোথায় যাই তার কোনো ঠিকানা থাকে না। আমার এই ভবঘুরে জীবনটা একেবারে মাথার ওপর চেপে বসেছে।

–নামী দামী মানুষ হয়ে তুমি এ কি কথা বলছো?

ফিলিপ লারার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। রেস্তোরাঁ থেকে দুজনে গাড়ীতে উঠল। শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল দুজনে।

লারা বলল–সত্যি জায়গাটা খুব সুন্দর।

-তুমি এখানে আগে আসোনি?

–না।

–তুমি কি ব্যবসার কাজে এসেছো?

–না।

–তাহলে?

–আমি শুধু তোমাকে দেখতে এখানে এসেছি।

ফিলিপ ভাবতে পারেনি লারা শুধু তাকে দেখার জন্য এতদূর আসবেন। সে বলল আমি খুব খুশি হয়েছি লারা।

–আরেকটা ব্যাপার, আমি তোমাকে বলেছিলাম ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের ব্যাপারে আমি আগ্রহী, কিন্তু সেটা একটা বানানো কথা।

মৃদু হেসে ফিলিপ বলল–আমি জানি।

ফিলিপ আরো বলল–তুমি যার কাছে শিখতে গিয়েছিলে উনি আমার পরিচিত। উনি সব বলেছেন।

লারা জিজ্ঞাসা করল–তোমার সঙ্গে কী কারো কোন সম্পর্ক আছে কি?

–তার মানে?

লারা বললেন–যদি আমার সম্পর্কে তোমার আগ্রহ না থাকে তাহলে বরং... ফিলিপ লারার হাতটা চেপে ধরলো। বলল–চলো এসে গেছি। এবার নামা যাক।

দুজনে হোটেলে ঢুকলেন। রুমের মধ্যে এসে দেখা গেল হাওয়ার্ডের পাঠানো অনেকগুলো ম্যাসেজ পড়ে আছে। এই মুহূর্তে ওই ম্যাসেজের দিকে চোখ রাখলেন না লারা। ফিলিপ তাকে কাছে ডাকছে। নিজের উষ্ণ ঠোঁটটা ফিলিপ রাখলো লারার ঠোঁটে।

নিজের রুমে ফিরে হাওয়ার্ডকে লারা ফোন করলেন। লারা বললেন–কোনো খবর আছে কি?

–ক্যাসিনো নিয়ে কিছু অভিযোগ উঠেছে। আমার ম্যাসেজগুলো পড়া হয়েছে?

–না, পড়িনি। ও নিয়ে তুমি ভেবো না হাওয়ার্ড। লারা জানেন যে কোনো সমস্যা হলে পল মার্টিন তার সমাধান করে দেবেন।

.

ভোর চারটে, পল মার্টিনের ঘুমটা ভেঙে গেল। অনেকগুলি ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলেন উনি। কিন্তু একটারও উত্তর আসেনি। কি ঘটেছে? লারাকে একবার সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন। কোনো ভাবেই তিনি লারাকে জীবন থেকে হারাতে চাইছেন না।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিলানে লারা আর ফিলিপ একটা বিলাস বহুল হোটেলে উঠেছিল। সেখানে সবসময় দুজনকে একত্রে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। ফিলিপের অনুষ্ঠান যেখানেই ছিল সেখানেও লারা সঙ্গে গেলেন। লারা বুঝতে পারলেন ফিলিপ কত বড় দরের আর্টিস্ট।

ঘোরা তখনও শেষ হয়নি, নিজস্ব প্লেনে লারা ফিলিপকে নিয়ে পৌঁছোল ভেনিসে। লারার যে একটা প্লেন আছে সেটা ফিলিপ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায়নি। ভেনিসেও ওরা একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলে উঠেছিল।

এবার ভিয়েনা যেতে হবে। ভেনিসে লারা হাওয়ার্ডকে ফোন করলেন। হাওয়ার্ড জানতে চাইল–তুমি এখন কোথায়?

লারা বলল–ভেনিসে, জায়গাটা চমৎকার।

হাওয়ার্ড বলল–আমাদের অনেক কাজ কিন্তু আটকে গেছে।

–দেখো হাওয়ার্ড, তুমি কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাও।

–সেকি তুমি একবারও দেখবে না?

–এখন নয়।

–তাহলে আমি এগুচ্ছি, তুমি কবে আসবে লারা?

–ঠিক জানি না।

লারা ফোনটা রেখে দিল। মনটা অশান্ত হয়ে উঠেছে। সেই রাতে ফিলিপ লারাকে প্রথম উপহার দিল। সুন্দর রিস্টওয়াচ। এতদিন অসংখ্য উপহার লারা পেয়ে এসেছেন। কিন্তু এটা একেবারেই আলাদা।

ভেনিসের অনুষ্ঠানের পরের দিন ওরা ভিয়েনার পথে রওনা হলেন।

.

ভিয়েনা মোজার্ট আর বেটোভেনের শহর। অনেক কথাই লারার মনে পড়ে গেল। এই শহর লারার বাবা আর মায়ের শহর। এখানে লারা জন্মেছিলেন। ওরা শহরের সেরা হোটেলে উঠেছিলেন। ফিলিপের একক অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানের পরে এবং আগে লারাকে সঙ্গে নিয়ে ফিলিপ নানা জায়গাতে ঘুরে বেড়ালো। সেই রাতে ফিলিপের কোলের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে লারা চোখ বুজেছিলেন। হঠাৎ পল মার্টিনের মুখখানা ভেসে উঠল মনের পর্দাতে।

.

পল খুবই চিন্তিত, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। লারা কোথায় গেল তা ভাবতে হবে?

কিন্তু কেন? পল মার্টিনের হঠাৎ মনে হল, লারা ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

.

ডানিয়ুব নদীর ধারে লারা এবং ফিলিপ বসে আছেন। ডিনার শেষ হয়েছে, আকাশের গায়ে চাঁদ, গরমের হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে, দুরে নদীর ওপর জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। লারার হঠাৎ মনে হল অসংখ্য তারা বুঝি আকাশে আলো ছড়াচ্ছে। এত খুশির পরিবেশ এর আগে লারার জীবনে কখনো আসেনি।

লারার একটা হাত ফিলিপের হাতের মুঠোয়। হঠাৎ লারা দেখলো–একটা তারা ক্রমশ সামনের দিকে ছুটে আসছে। ফিলিপ বলল–লারা চোখ বুজে কামনা কর তুমি যা চাও।

লারা চোখ বুঁজে ফেললেন।

ফিলিপ বলল–প্রার্থনা করেছো?

লারা বলল–হ্যাঁ।

–কি প্রার্থনা করলে?

লারা বলল–বলবো না। বললে সেটা ফলবে না। লারা রহস্যময় হাসি হাসল।

ফিলিপ এক হাতে লারাকে জড়িয়ে ধরেছে। জাহাজের শব্দ, নদীর আওয়াজ। বাতাসের আনাগোনা, রাতের নিজস্ব সংলাপ সব কিছু মিলেমিশে তখন একাকার হয়ে গেছে।

হঠাৎ একসময় তারা বলল–ফিলিপ আমরা তো এবার বিয়ে করতে পারি?

ফিলিপ বলল–তা হয় না।

–কেন?

–আমি ভবঘুরে, আমার থাকার নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তুমি আমাকে বিয়ে করে কি পাবে বলো?

লারা চুপ করে রইল। তারপর বলল–না।

–ঠিকই বলেছে। আগামীকাল প্যারিসে আমি তোমাকে একটা…

–আমি তোমার সঙ্গে প্যারিসে যাব না।

ফিলিপ বলল–কেন? লারাকে সে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না।

তারপর লারা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললেন–আমার আর তোমাকে দেখার ইচ্ছে নেই।

ফিলিপ হতবাক। বলল–কেন, লারা আমি তোমাকে ভালোবাসি।

–আমিও তোমাকে ভালোবাসি ফিলিপ, কিন্তু আমি তো তোমার মতো শিল্পী নই। তোমার অসংখ্য মহিলা ফ্যান আছে, আমি ফ্যানের সংখ্যা বাড়াতে চাইছি না। তুমি যা চাও সব কিছুই পেতে পারো।

ফিলিপ বলল–লারা আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে চাই না। কিন্তু এজন্য আমাদের বিয়ে হতে পারে না।

...আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি কিন্তু আমরা দুটো আলাদা জগতের বাসিন্দা। লারা বলে উঠল–আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না ফিলিপ।

–না লারা, প্লিজ অবুঝ হয়ো না।

–না, এবার আমাকে যেতে হবে।

–লারা।

লারা জবাব না দিয়ে ওখান থেকে উঠে গেল। নিজের রুমে গিয়ে বলল–হাওয়ার্ড আগামীকাল ওখানে ফিরছি।

লারার কথার মধ্যে বিষণ্ণতা জেগেছে। রিসিভারটা রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। ভাবল; আমি কি আবার ভুল করলাম? ফিলিপকে আমি হারাতে পারবো না। প্যারিসে যাব কি? ফিলিপকে ছাড়া থাকতে পারবো না!

ফিলিপও চুপচাপ বসে আছে। লারার সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। সব মেয়েরা সমান!

–পরের দিন ভোরবেলা ফোনের আওয়াজে লারার ঘুম ভেঙে গেল।

–কে? হাওয়ার্ড?

–না। আমি ফিলিপ।

লারার গলার স্বর আটকে গেল। লারা বলল–বলো।

–প্যারিসেই আমাদের বিয়ে হলে কেমন হয় লারা?

লারা আর কোনো কথা বলতে পারল না। আনন্দে উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে।

.

সপ্তম অধ্যায়

সমস্ত খবরের কাগজে লারা আর ফিলিপের বিয়ের খবরটা বেরিয়েছে। হাওয়ার্ড এই খবরটা পড়ে কেমন যেন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে মদ খেল। দুদিন ধরে। মদে একেবারে চুর হয়ে রইল। তিন দিনের মাথায় বলল–খবরটা কি সত্যি লারা?

–হ্যাঁ।

হাওয়ার্ড বলল–তোমাকে খুব খুশি লাগছে লারা।

–আমি জীবনে এত খুশি কখনও হইনি।

হাওয়ার্ড জানতে চাইল কবে আসছো?

–ফিলিপের একটা প্রোগ্রাম আছে লন্ডনে, ও লন্ডনে চলে যাবে আমি তোমাদের ওখানে ফিরবো।

–বিয়ের ব্যাপারে পল মার্টিনের সঙ্গে কথা বলেছে?

–না। ফিরে গিয়ে বলবো।

–তুমি ফিরে এলে আমি খুবই খুশি হব।

লারা ফিলিপের কাছে গিয়ে হাজির হল। বিবাহিতা লারাকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে।

.

প্যারিসের পালা শেষ করে লারা ক্যামেরন প্লাজায় ফিরে এসেছেন। সঙ্গে ফিলিপ। লারার পরিচয় এখন লারা ক্যামেরন নয়, এখন তিনি লারা অ্যাডলার নামে পরিচিত।

লারা অফিসে গিয়ে হাজির হল। পল মার্টিনের অনেকগুলি ম্যাসেজ জমেছিল। একটিতে লেখা আছে–শুনলাম তুমি নাকি বিয়ে করেছে, কথাটা সত্যি?

ফিলিপ অফিস ঘরে ঢুকে জানতে চাইল–কার চিঠি?

–আমার এক পুরোনো বন্ধুর।

ফিলিপ এগিয়ে এসে লারার কাঁধে হাত রেখে ঝুঁকে বলল–ভদ্রলোক কি এমন কেউ যার প্রতি আমি ঈর্ষাবোধ করতে পারি?

লারা হেসে উঠে বলল–পৃথিবীর কারোর ওপরেই তোমার ঈর্ষা করার নেই। একটা কথা জেনে রাখো ফিলিপ, এই পৃথিবীতে তুমি একমাত্র পুরুষ যাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবেসেছি!

.

বিকেল বেলা ক্যামেরন প্লাজাতে নিজের ঘরে লারা বসেছিল। পিয়ানোর সামনে ফিলিপ। প্রথমটায় অবাক হয়েছিল ফিলিপ, এই পিয়ানোটা লারা তাকে উপহার দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ বাদে সেক্রেটারী লারাকে ডাকল। লারা অফিস ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। রিসিভারটা টেবিলে রাখা আছে। ও প্রান্ত থেকে লম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল-শেষ পর্যন্ত তুমি ফিরেছো?

ঠান্ডা গলায় লারা বলল–হ্যাঁ।

পরের কণ্ঠস্বর–আমি তোমার কাজে আঘাত পেয়েছি।

–দুঃখিত পল। ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেছে।

–কাল আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি কি?

লারা বুদ্ধিমতী, এখন পলকে চটানো উচিত নয়। লারা বলল ঠিক আছে। যাব।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল লারা, পল খুবই রেগে আছে। এখন পল যদি কিছু একটা করে বসেন তাহলে কি হবে?

.

ক্যামেরন সেন্টারের সমস্ত স্টাফ লারাকে অভিনন্দন জানালেন। সকলেই ওর বিয়েতে খুশি হয়েছে। শুধু হাওয়ার্ড গম্ভীর মুখে বলল–এখন থেকে তোমাকে মিসেস অ্যাডলার বলে ডাকতে হবে?

লারা হেসে বলল–ব্যবসার ক্ষেত্রে আমি মিস ক্যামেরন হিসাবেই পরিচিত থাকতে চাই।

–অনেক কাজ জমে আছে, হাওয়ার্ড বলল।

–বেশ তো এক এক করে বলে যাও।

রেস্তোরাঁতে পল মার্টিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। শরীরটা জীর্ণ। মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। চোখের কোণে রাত জাগার কালিমা। লারা এসে উল্টোদিকের চেয়ারে বসলেন। পল মৃদু হাসলেন। বললেন–এসো লারা, কেমন আছো?

লারা বলল–অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।

–আমি তোমাকে বোকার মতো কিছু ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল না...

–আমারও ছিল না। সব কিছু হঠাৎ ঘটে গেল।

–হ্যাঁ, তোমাকে বেশ চমৎকার লাগছে। পল মৃদু হেসে বললেন।

লারা বলল–ধন্যবাদ পল।

পল জানতে চাইলেন–ফিলিপ অ্যাডলারের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল?

–লন্ডনে।

–তারপর তুমি ওর প্রেমে পড়ে গেলে!

পল মার্টিনের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ঝরে পড়ছে। লারা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন–পল, আমার আর তোমার সম্পর্কটা চমৎকার ছিল। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা যথেষ্ট ছিল না। আমি একজন বিবাহিত সঙ্গী চাইছিলাম।

পল হাসলেন, লারা বলল–আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। কিন্তু আমার জীবনে তা ঘটে গেছে।

লারা বলল–আমি তোমার যন্ত্রণাটা বুঝতে পারছি পল, কিন্তু কথা দিচ্ছি আমাদের সম্পর্কে এতে কোনো চিড় ধরবে না।

পল বললেন–জানি না ভবিষ্যতে কি হবে, লারার হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখে বললেন–দেখো লারা আমি তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসি। অ্যাডলার তোমাকে বিয়ে করেছে, আমি বিয়ে না করলেও তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই। আমি তোমার সুখের জন্য জীবনটা পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারি।

ধন্যবাদ পল, তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি...।

লারা থেমে গেল, এগুলো কি তার আন্তরিক সংলাপ নাকি ইচ্ছে করেই মুখ থেকে এই কথাগুলো উগরে দিচ্ছেন তিনি?

পল বললেন–তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও।

–পরের সপ্তাহে একটা পার্টি দেব। সেখানে আসবে তো?

–নিশ্চয়ই যাব।

লারা বিদায় নিল, হনিমুনের চিন্তা তার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা এখন পুরোদস্তুর ফিলিপের ঘরনী হয়ে গেছে। অফিসের কাজের জন্য একটি সুন্দরী চটপটে

মেয়েকে রেখেছে। মেয়েটির নাম মারিয়ান বেল। ফিলিপ নিজের শিল্প সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। জীবনের অনেক কথাই লারা ফিলিপকে অকপটে শুনিয়েছে। চার্লস কোহনের কথা যেমন বলেছে, সিন ম্যাক অ্যালিস্টারের কথাও বাদ দেয়নি। ফিলিপের কাছ থেকেও অনেক গল্প শুনেছে সে।

শিল্পী ফিলিপকে দেখে লারা অবাক হয়ে যায়।

পিয়ানোর সামনে যখন ফিলিপ বসে, মনে হয় সে বুঝি অন্য জগতে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেক দিন রাতে ডিনারের পর ওরা দুজন অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকেন। নানা বিষয়ে কথা বলেন। মাঝেমধ্যে খুনসুটি করেন। মনে হয় এই পৃথিবীতে ওরা বুঝি একমাত্র সুখী দম্পতি।

.

একদিন রাতে লারা ফিলিপকে বলল–দেখো ফিলিপ, তুমি আর আমি আগামী সপ্তাহে রেনোতে যাব।

–ওখানে কি আছে?

–ওখানে আমাদের হোটেল আর ক্যাসিনো আছে। তারই উদ্বোধন।

–তাই?

ফিলিপ আরও বলল–আমার সময় কি হবে? ছ-সপ্তাহের জন্য প্রোগ্রাম ট্যুর ঠিক হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে জাপান, সেখান থেকে...

–না, তা হবে না। আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না।

ফিলিপ হেসে বলল–তাহলে তুমি আমার সঙ্গে চল।

লারা বলল–শোনো ফিলিপ, এখন ব্যবসার কত চাপ। কি করে যাব বলো?

ফিলিপ বলল–তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি আগেই তোমাকে এ ব্যাপারে সাবধান করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ভবঘুরে শিল্পীর জীবনে বিবাহিত সুখ থাকে না। তোমাকেও আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বলতে পারি না। কিন্তু কি করে এই সমস্যার সমাধান হবে বলে তো?

–আমিও তা জানি ফিলিপ, কিন্তু আমার মন যে একেবারে বদলে গেছে।

ফিলিপ বলল–কিছুই বদলায় নি। শুধু একটা জিনিস ছাড়া। আমি বাইরে গেলে আগে কিছু হতো না। এখন তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।

এরপর লারার কিছু বলার ছিল না। লারা বুঝতে পারল ফিলিপকে আটকানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সামনে একটা একাকীত্বের যন্ত্রণাদগ্ধ প্রহর অপেক্ষা করে আছে। লারা আরও বুঝলেন ফিলিপকে তিনি বিয়ে করেছেন কিন্তু নিজের করে নিতে পারেন নি। তা বুঝি কখনও সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে যে তিন চারজন সুপারস্টার আছে, ফিলিপ অ্যাডলার তাদের মধ্যে একজন। সারা পৃথিবী জোড়া ফিলিপের নাম। এই ফিলিপকে লারা আটকে রাখবেন কি করে?

হাওয়ার্ড এখন অনেক শীর্ণকায় হয়ে গেছে। কাজের চাপ বেড়ে গেছে। লারার এক প্রাক্তন কর্মচারী লারাকে নিয়ে এমন একটা বই লিখেছেন যাতে লারার জীবনের গোপনীয়তা প্রকাশিত হয়েছে। এই নিয়ে লারা প্রকাশক আর লেখকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ব্যাপারের সব কাগজপত্র হাওয়ার্ডকে দেখতে হচ্ছে।

.

রেনোতে হোটেল আর ক্যাসিনো উদ্বোধন করার পরের দিন লারা ক্যান্ডেলাইট প্রেস নামে একটা সংস্থা কিনে নিলেন। যে প্রকাশক লারার বিষয়ে বইটা প্রকাশ করেছে, এটি তারই সংস্থা। হাওয়ার্ড অবাক হয়ে গেছে। হাওয়ার্ড লারাকে জিজ্ঞাসা করল–তুমি এটা কিভাবে করলে?

লারা বলল–আমি আমার উকিল টেরি হিলকে প্রকাশকের কাছে পাঠিয়েছিলাম-বেশি অঙ্কের টাকা দিতেই উনি রাজী হয়ে গেলেন।

–এবার কি করবে?

লারা হেসে বলল–বইটাকে এবার বন্ধ করে দাও। যত কপি আছে সেসব তুলে নাও। সব কপিগুলো আগুন ধরিয়ে দাও।

হাওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল–তুমি কি প্রকাশনা সংস্থাও বন্ধ করে দেবে?

–না না। ওটা যেমন আছে তেমন থাকবে। অন্য কিছু বের করা হবে। আমাদের ট্যাক্স অনেকটা কমে যাবে।

হাওয়ার্ড আরও একবার লারার বুদ্ধির কাছে হার মানতে বাধ্য হল। সে বুঝতে পারলো লারা গভীর জলের মাছ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাওয়ার্ড বলল–আমাকে কয়েক দিন ছুটি দিতেই হবে।

–কি ব্যাপার? তুমি না থাকলে আমার কাজ দেখবে কে?

–ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, ডাক্তার বলছেন কিছুদিন আমাকে বিশ্রাম নিতে হবে। ইদানিং কাজ করার শক্তিটা পাচ্ছি না।

–তাই নাকি? আর কিছু হয়নি তো?

–না না। আমি হাওয়াই আইল্যান্ডে ঘুরে আসতে চাই।

–ইচ্ছে করলে আমার প্লেন নিতে পারো।

–না না। আমি কমার্শিয়াল প্লেনে চড়ে যাব।

–তুমি কিন্তু ভালো করে বিশ্রাম নেবে।

–উদ্বেগের কিছু নেই। আমি তো ঠিকই আছি।

ফিলিপ ওকে প্রতি সপ্তাহে ফোন করে। সেদিন করেছিল। তারা বলল–তুমি এখন কেমন। আছো?

–আমি খুব একাকী বোধ করছি। কিছুদিনের মধ্যেই ফিরবো।

–ঠিক বলছো?

–নিশ্চয়ই।

–আমি তোমার অপেক্ষাতে থাকলাম।

লারা রিসিভারটা রেখে দিল। ফিলিপ এখন তাইপেতে আছে, ওখানে ফিলিপের সম্মানে এক মহিলা পার্টি দিয়েছেন।ফিলিপ সবকিছুই বলেছে। কে ওই মহিলা? এই প্রথম লারা পৃথিবীর কোনো এক মহিলা সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা পোষণ করলেন।

.

একমাসে কেটে গেছে। ফিলিপ ফিরে এসেছে। লারা বেশ কিছু দিন অফিসে যাননি। লারা একদিন বললেন–ফিলিপ তুমি রেনোর হোটেলের উদ্বোধনের সময় যাওনি।

আরেকটা প্রোগ্রাম আছে। শহরের মেয়র আমাকে সংবর্ধনা দেবেন। এই শহরের চাবি আমার হাতে তুলে দেবেন। তুমি থাকবে তো?

ফিলিপ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল–মনে হয় পিরবো না।

–কেন? লারার মুখ শুকিয়ে গেল।

–আমি তিন সপ্তাহের জন্য জার্মানে যাচ্ছি।

–বাঃ, ওখানে তোমার যাওয়া চলবে না, আমার এই অনুষ্ঠানে তোমাকে থাকতে হবে।

–আমি কনট্রাক্টে সই করেছি। এখন তো পিছিয়ে আসতে পারবো না।

লারা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন–এই তো সবে ফিরেছো, এখন আবার চলে যাবে?

–এটা আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সফর।

লারা গম্ভীর হয়ে বলল–আমাদের বিবাহিত জীবনটা বুঝি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

–লারা তুমি ভুল বুঝো না।

লারা বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলল–আমি তোমার মধ্যে একজন স্বামীকে খুঁজেছিলাম। যৌনসঙ্গী নয়।

ফিলিপ ঠান্ডা গলায় বলল–লারা তুমি ভুল করছো, আমি মোটেই তা হতে চাইছি না।

লারা বলল–ফিলিপ তুমি তো একজন শিল্পী। কিন্তু তোমার সফর দেখে মনে হচ্ছে তুমি বোধহয় ট্রাভেলিং সেলসম্যান।

লারার দুচোখে জল এস গেছে। লারা অস্পষ্ট স্বরে বললেন–তুমি আমাকে ভুলে যাও ফিলিপ।

লারা কথা শেষ করতে পারল না। কান্নায় কণ্ঠস্বর আটকে গেছে। ফিলিপ লারার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিল। বলল–লারা, ঠিক আছে আমি কথা দিচ্ছি এবার এসে অনেক দিন তোমার সঙ্গে কাটাবো।

লারা কিশোরী কন্যার মতো নরম স্বরে বলল কথা দিলে কিন্তু। তুমি না থাকলে আমি বড়ো একা হয়ে যাই ফিলিপ। তুমি কেন তা বুঝতে পারো না। পৃথিবীর কোনো কিছুতেই আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।

ফিলিপের কোলে লারা আত্মসমর্পণ করল। এক হাত দিয়ে চিবুকটা তুলে ফিলিপ লারাকে চুম্বন করলো পরম সোহগে। লারার চোখে তখনও টলটল করছে অশ্রুকয়া। মুখে হাসি। ফিলিপের ঠোঁটের ওপর একটা আঙ্গুল রেখে লারা কিশোরীর ভঙ্গীতে বলল–মনে থাকবে তো?

–নিশ্চয়ই।

–দুটি ঠোঁট তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

জার্মানির অভিজাত নাগরিকদের পক্ষ থেকে ফিলিপকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। লারার সম্বর্ধনা সভাতে শহরের মেয়র স্বয়ং এসেছেন। পল মার্টিনও লারার সঙ্গে গিয়েছিলেন। প্রেস ফটোগ্রাফাররা দাবী করলো, লারা এবং তার স্বামীর ছবি তুলতে হবে একসঙ্গে। লারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–উনি থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু...

পল বললেন–আবার চলে গেছেন?

লারা বলল, ওনার অনুষ্ঠান ছিল।

পল এবার বিদ্রূপের স্বরে বললেন–কি রকম স্বামী তোমার? আজকের দিনে তোমার পাশে নেই?

লারা কোনো জবাব দিতে পারল না।

সেদিন রাতে লারার দু-চোখের পাতায় ঘুম নাবেনি। ফিলিপ এই মুহূর্তে ওর কাছ থেকে প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে আছে, পলের কথাটা মনে পড়ে গেল, কিরকম স্বামী তোমার?

চারপাশে তখন পল মার্টিনের বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠস্বর বুঝি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। লারা দুকান দু-হাতে চেপে কেঁদে ফেললেন। মনে মনে বললেন আমি আর পারছি না। বাইরে

নিস্তব্ধ রাত নামছে, গাছের পাতা একটা একটা করে ঝরে পড়ছে, রাতজাগা পাখি শব্দ করে উঠলো। লারার একাকীত্ব তখন আরও ঘন হয়ে উঠেছে।

.

ইউরোপ থেকে ফিলিপ ভালোভাবেই ফিরে এসেছে। ফিলিপ অ্যাডলারের কনসার্ট সকলকেই মুগ্ধ করেছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা ফিলিপ লারাকে বলল–লারা তোমার সঙ্গে একবার এলারবি কথা বলতে চায়। আমার সফর কতখানি কমাননা যেতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে।

ফিলিপ আরও বলল–লারা শোনো, আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না। তুমিও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। কিন্তু আমাদের দুজনের আলাদা জগৎ আছে। এখানে একটা নিয়ম করতে হবে। আমাদের ভালোবাসা যেমন বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়, আমরা আমাদের এই সাধের জগতও বিসর্জন দেবো কেমন করে?

লারা বলল–ঠিক আছে, এসো কিভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি তা ভেবে দেখা যাক।

.

হাওয়ার্ডের কাছ থেকে লারা জানতে পারল ব্যবসাতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে।

রেনোতে যে ক্যাসিনো আছে তার লাইসেন্স নিয়ে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। হাউসটনের বিল্ডিংটা দেনার দায়ে দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়েছে। নতুন করে ট্যাক্স আইন পাশ হয়েছে। লারার আর্থিক চাপ আরও বেড়ে গেছে। যেসব সেভিংস আর- লোন কোম্পানী লারার সঙ্গে ব্যবসা করছিলো তারা আর লোন দিতে চাইছে না।

লারা ভাবতে থাকল এখন কিভাবে ব্যবসাটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য একবার রেনোতে যেতে হবে।

.

পেনিং কমিশনের সামনে লারাকে হাজির হতে হল। লারার সঙ্গে ছিল তার উকিল টেরি হিল। তার শপথ নেবার সময়ে সার্টিফিকেটগুলো ভালো করে দেখা হল।

চেয়ারম্যান গম্ভীর স্বরে বললেন–মিস ক্যামেরন, ক্যাসিনোর লাইসেন্সের ব্যাপারে আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে।

লারার উকিল টেরি হিল জানতে চাইল–কি রকম?

চেয়ারম্যান লারার দিকে তাকিয়ে বললেন–বলুন তো মিস ক্যামেরন, ক্যাসিনোর ব্যাপারে এটাই আপনার প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই তো?

লারা বলল–হ্যাঁ। আমি আগেই জানিয়েছি।

চেয়ারম্যান বললেন আর্থিক ব্যাপারে আপনি এত সুনিশ্চিত হলেন কী করে?

টেরি হিল বলল–এই প্রশ্নের অর্থ কি?

–এক মিনিট মিঃ হিল, আপনি বারে বারে আমাকে বাধা দেবেন না, আপনার ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করছি, উনি জবাব দেবেন।

লারা টেরি হিলের দিকে তাকিয়ে বলল–কনট্রোলার অ্যান্ড অ্যাকাউন্টের কাছ থেকে আমি একটা এস্টিমেট পেয়েছিলাম, তাতে জেনেছিলাম কত দর দিতে হবে।

চেয়ারম্যান বললেন–আপনার দর ছিল পাঁচ মিলিয়ন ডলার। পরের দরটার থেকে অনেকগুণ বেশি।

–তাই নাকি?

–আপনি জানতেন না? চেয়ারম্যানের প্রশ্ন।

লারা বলল–একেবারেই না।

–মিস ক্যামেরন, আপনি পল মার্টিনকে চেনেন?

টেরি হিল বলল–এই প্রশ্নের কি প্রাসঙ্গিকতা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

–এক মিনিট মিঃ হিল, আমাকে প্রশ্ন করতে দিন। বলুন মিস ক্যামেরন, আপনি পল মার্টিনকে চেনেন কি না?

লারা আমতা আমতা করে বলল–হ্যাঁ। উনি আমার পরিচিত।

–ওর সঙ্গে আপনার কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কি?

–না। পল আমার বন্ধু।

–আপনি জানেন পল মার্টিনের সঙ্গে মাফিয়াদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে?

টেরি হিল বলল–আমি আপত্তি করছি। ওসব আলোচনা এখানে আসতে পারে না।

চেয়ারম্যান বললেন–ঠিক আছে আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। মিস ক্যামেরন, আপনি শেষ কবে পল মার্টিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বলুন তো?

লারা একটু ইতস্তত করতে থাকল। বলল–সঠিক বলতে পারছি না। বিয়ের পর ওঁর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়েছে।

–কিন্তু আপনি তো নিয়মিত টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতেন।

–আগে রাখতাম। বিয়ের পর থেকে রাখি না।

–ক্যাসিনোর ব্যাপারে পল মার্টিনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে?

লারা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পলের সঙ্গে ক্যাসিনো নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। পলই বলেছিল চিন্তার কোনো কারণ নেই। যারা ডাকে হেরে গেছে তাদের কেউ ষড়যন্ত্র করেছে।

টেরি হিলের দিকে লারা তাকাল। বলল–পলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল নীলামে জেতার পর। পল আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এরপর ক্যাসিনোর লাইসেন্স পাবার পর দেখা হয়েছিল।

–আর কোনো সময় হয়নি?

–না।

–মিস ক্যামেরন, আপনি শপথ নিয়ে কমিশনের সামনে মিথ্যে বলবেন না।

–আমি সত্যি কথা বলছি।

চেয়ারম্যানের কণ্ঠস্বর এখন গম্ভীর।–মিথ্যে হলফনামার জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হতে পারে, আপনি কি তা জানেন?

–জানি। লারা নির্বিকার।

চেয়ারম্যান এবারে টেবিলের ওপর একগোছা কাগজ রেখে বললেন, পল মার্টিনের সঙ্গে অসংখ্যবার আপনার টেলিফোনে কথা হয়েছে। এখানে এসব কথাবার্তার পনেরোটা লিস্ট

আছে। এগুলো ঠিক সেই সময়ের যখন ক্যাসিনোর সীল করা দরপত্র আপনি জমা দিয়েছিলেন।

আকস্মিক এই আঘাতে লারার মস্তিস্ক একেবার স্তব্ধ হয়ে গেছে। লারা স্থির চোখে চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

.

ফিলিপের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে কার্নেগী হলে। পুরো প্রোগ্রাম শেষ হতে মাঝরাত হয়ে গেল। হল ফাঁকা। নিস্তব্ধ রাত। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের অবস্থা ভালো না। রাস্তার আলো কমে আসছে। ফিলিপ ট্যাক্সির জন্য এগিয়ে গেল, রেনকোট পরা একটা ছায়ামূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়াল। মূর্তি বলল–এখানে এসে পৌঁছলেন কি করে?

ফিলিপ ভাবলো লোকটা রসিকতা করছে। ফিলিপ বলল–সবই অভ্যেসের ব্যাপার।

–কার্নেগী হলটা কোন দিকে?

ফিলিপ আঙুল দিয়ে দেখালো-ওই যে সোজা চলে যান।

হঠাৎ লোকটা ফিলিপকে বুক দিয়ে ঠেলে দেওয়ালের সামনে নিয়ে গেল। হাতে একটা লম্বা ছোরা বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠলো। ফিলিপ শিউরে উঠল। লোকটা ছোরাটা ফিলিপের বুকে ঠেকিয়ে বলল–মানিব্যাগটা বের করুন।

বৃষ্টি জোরে পড়ছে। ফিলিপের শীত করছে। রাস্তায় কেউ নেই। মাঝেমধ্যে বিদ্যুতের ঝলকানি। ফিলিপ বলল ঠিক আছে, দিচ্ছি।

ছোরাটা ফিলিপের গলার কাছে। ফিলিপ বলল–আমাকে ভয় দেখাবার দরকার নেই।

লোকটা বলল–তাড়াতাড়ি।

ফিলিপ পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে লোকটার হাতে তুলে দিল। এক হাতে লোকটা ফিলিপের রিস্টওয়াচটা খুলে নিলো। ছোরাটা নামিয়ে এনে কব্জির কাছে নিয়ে গিয়ে সোজা টেনে দিল। ফিলিপ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে। রক্তধারা রাস্তায় পড়ে বৃষ্টির জলে মিশে গেল।

ফিলিপ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। তারপর সংজ্ঞাহীন দেহটা রাস্তায় পড়ে। গেল। বৃষ্টির জলের সঙ্গে তার শরীরের রক্ত মিশে একটা অদ্ভুত ছবি তৈরি হচ্ছিল। অন্ধকার রাস্তায় করুণভাবে পড়ে রইলো ফিলিপের অচেতন দেহটা।

দুঃসংবাদটা পৌঁছালো

চতুর্থ পর্ব। এক

দুঃসংবাদটা পৌঁছালো লারার কাছে। সেক্রেটারী মারিয়ান বেলের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। খবরটা শুনে লারা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর জানতে চাইল-আঘাতটা কি খুব গুরুতর?

–মিস ক্যামেরন, আমরা এখনও পুরো খবরটা পাইনি। ওঁকে নিউইয়র্কের হাসপাতালের এমার্জেন্সী রুমে রাখা হয়েছে।

লারার কণ্ঠস্বর কাঁপছে–ঠিক আছে। আমি এখনই আসছি।

রিসিভারটা লারা রেখে দিল। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। মনে হল মাথা ঘুরে উনি বোধহয় পড়ে যাবেন।

দু-ঘন্টা বাদে লারা হাসপাতালে পৌঁছল। হাওয়ার্ড সেখানে অপেক্ষা করছিলেন।

লারা আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে জানতে চাইল কি ঘটেছিল?

–কার্নেগী হল থেকে প্রোগ্রাম শেষ করে বেরোবার পর ঘটনাটা ঘটে।

–কতটা আঘাত?

–হাতের কব্জির কাছটা ফালা ফালা হয়ে গেছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

লারা এমার্জেন্সী রুমে গেল। ফিলিপ বিছানাতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। শরীরে টিউব লাগানো। লারার মুখ থেকে অস্ফুট আর্তনাদের স্বর বেরিয়ে এল–ফি-লি-প...।

ফিলিপের চোখ দুটো খুলে গেল। আচ্ছন্ন ভাব, পাশেই হাওয়ার্ড, ফিলিপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সে বলল–আমার কি হয়েছে?

লারা বলল–তোমার চোট লেগেছিল, এখন ভালো হয়ে উঠেছ।

ফিলিপ বিড়বিড় করে বলছে–আমার ব্যাগ, ঘড়িটা একজন লোক...তারপর...। চোখ দুটো বন্ধ করলো সে।

হাওয়ার্ড বলল–ওখানকার এক দারোয়ান তোমাকে এই অবস্থায় ওখানে পড়ে থাকতে দেখেছিল।

–আমার কব্জির আঘাত কতখানি?

লারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–ডাক্তার এখনই তোমাকে দেখতে আসছেন। ফিলিপ বিড়বিড় করে বলল–লোকটা...আমার...কজিতে...কেন...আঘাত...করলো?

.

শেষপর্যন্ত ফিলিপ সুস্থ হয়ে উঠলো কিন্তু বাঁহাতের আঙুলগুলো অকেজো হয়ে গেল, ডাক্তাররা চেষ্টা করলেন যাতে সে আবার আগের মতো হতে পারে। কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল। তাতেও সাফল্য পাওয়া গেল না। আঙুলগুলো সামান্য নাড়াচাড়া করতে পারে ফিলিপ। একদিন এক ডিটেকটিভ এসে ফিলিপের ঘরে হাজির হল। তখনও হাসপাতালের বেডে সে শুয়ে আছে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ। তিনি বললেন–অ্যাডলার, আমি লেফটেন্যান্ট ম্যানচিনি। আপনি বরাত জোরে বেঁচে গেছেন, ভাগ্য ভালো লোকটা আপনার গায়ে আঘাত করেনি।

হাওয়ার্ড এসে ঢুকলো। ফিলিপ হাওয়ার্ডের সঙ্গে ম্যানচিনির পরিচয় করিয়ে দিল।

হাওয়ার্ডকে দেখে ম্যানচিনি বললেন–আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

হাওয়ার্ড বলল–আমি তো বলতে পারবো না।

ম্যানচিনি বললেন–চিকাগোতে আপনি একসময় বেসবল খেলতেন, তাই না?

হাওয়ার্ড বলল–আপনি মনে রেখেছেন?

ম্যানচিনি বললেন আমার এখনও মনে আছে।

হাওয়ার্ড বলল–আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বাইরে লারার জন্য অপেক্ষা করছি।

হাওয়ার্ড চলে গেল, ম্যানচিনি ফিলিপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–লোকটাকে চিনতে পেরেছিলেন?

–লোকটা লম্বা, ফর্সা রং, ছফুটের ওপর উচ্চতা। বয়েস পঞ্চাশের বেশি।

–আবার দেখলে চিনতে পারবেন?

–মুখটা আমি কখনও ভুলবো না।

ম্যানচিনি বললেন–মিঃ অ্যাডলার, লোকটা খুব উঁচু দরের খুনী নয়। একরকম ছিনতাইবাজ। পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই কেউ একজন হবে।

ম্যানচিনি জিজ্ঞাসা করলেন–আপনার কি কি নিয়েছে?

–মানিব্যাগ আর রিস্টওয়াচ।

–ঘড়িটির কোনো বিশেষত্ব আছে?

–এটা আমাকে আমার স্ত্রী উপহার দিয়েছিল।

–লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছেন?

–না, কেন বলুন তো?

–ঠিক আছে। এখন চলি। দেখি কি করা যায়। ফিলিপ চুপ করলো, ম্যানচিনি হেসে বললেন–আজকের মতো চলি মিঃ অ্যাডলার।

ফিলিপ অসহায়ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল–লোকটা আমার হাতটা আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

ফিলিপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ম্যানচিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

.

করিডোরে হাওয়ার্ড আর লারা দাঁড়িয়েছিল। ডিটেকটিভ ম্যানচিনি কাছে যেতেই লারা বললেন–আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?

–হ্যাঁ। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো। প্রথম প্রশ্ন, আপনার স্বামীর কি কোনো শত্রু আছে?

–শত্রু? না, কেন বলুন তো?

ম্যানচিনি বললেন–যে কোনো শত্রু। যেমন কোনো মিউজিশিয়ান কিংবা এমন কেউ যে আপনার স্বামীর ক্ষতি করতে চায়?

–আমার ধারণা রাস্তার ছিনতাইবাজদের কাজ।

ম্যানচিনি বললেন কিন্তু আঘাতের স্টাইলটা একটু অন্য রকম। ব্যাগ আর ঘড়ি কেড়ে নিয়ে বাঁহাতের কব্জিতে আঘাত করেছে আততায়ী। ওই হাতটাই তো মিঃ অ্যাডলারের

সবকিছু ছিল।

লারা চুপ করে রইল। হাওয়ার্ড চুপচাপ। লারা বলল–আমি তো সাধারণ ছিনতাইবাজদের সঙ্গে কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছি না।

ম্যানচিনি বললেন–এতই আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেছে যে আপনার স্বামী বাধা দিতে পারেনি।

ম্যানচিনি চলে গেলেন। হাওয়ার্ড এবং লারা দাঁড়িয়েছিল। লারার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তারা বললেন–ফিলিপ নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে।

–সে তো বটেই। হাওয়ার্ড সান্ত্বনা দিল। হাওয়ার্ডের মনে হল এত অর্থ থাকলে কি হবে, এই পৃথিবীতে লারা সত্যিই অসহায়!

.

তিনদিন বাদে ফিলিপ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এসেছে। লারা ফিলিপকে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় মারিয়ান এসে বলল মিস ক্যামেরন, আপনার ফোন।

–কে করেছে?

–মিঃ পল মার্টিন।

লারা একটু ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন–গিয়ে বল আমি এখন ব্যস্ত আছি।

–ঠিক আছে।

চলে গেল মারিয়ন, লারা হঠাৎ অনুভব করলেন–শরীরটা ভীষণভাবে কাঁপছে।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফিলিপের আঙুলগুলো প্রায় অকেজো হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত লারা একজন থেরাপিস্টকে ডেকে এনেছিল। ভদ্রলোকের নাম রসম্যান। রসম্যানের বয়স বেশি নয়। কলম্বিয়া হাসপাতালে কাজ করছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ফিলিপের হাতের অবস্থা আগের মতো করতে। ম্যাসেজ এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ফিলিপ আঙুলগুলো নাড়াতে পারছে না। নাড়াতে গেলে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

দিন এগিয়ে চলেছে, একদিন মাঝরাতে লারার ঘুম ভেঙে গেল। পিয়ানোর শব্দ কানে এল। লারা বিছানা থেকে উঠে ড্রয়িং রুমের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, ফিলিপ পিয়ানো বাজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ডান হাতের আঙুলগুলো আলতোভাবে পড়ছিল। লারার পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল–তোমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি দুঃখিত।

লারা বলল–তুমি?

–আমি এখন শিল্পী নই, একজন পঙ্গু মানুষ, তাই না লারা?

লারা ফিলিপের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল–কে বললে তুমি পঙ্গু? তুমি অনেক কিছু করতে পারো।

ফিলিপ ম্লান হাসলো। বলল–তা পারি...

–এসো শোবে, এসো এখন ফিলিপ। লারা নরম স্বরে বললেন।

ফিলিপ বলল–না। আমি ঠিক আছি। তুমি যাও।

লারা চলে গেল, ফিলিপ পিয়ানোর সামনে বসে রইলো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে একটা অসহায়তা তখন জন্ম নিচ্ছে তার মনের মধ্যে!

ফিলিপ এখন আর বাইরে যায় না। কারো আমন্ত্রণে সাড়া দেয় না। লারার পার্টিতেও যোগ দিতে চায় না। লারা কিন্তু এখনও ফিলিপকে আগের মতোই ভালোবাসেন। বেশিরভাগ সময়টা তার কাছে থাকার চেষ্টা করেন।

–একদিন টেরি হিলের কাছ থেকে লারা একটা দুঃসংবাদ পেলেন। ফোনে টেরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল–একটা খারাপ খবর আছে।

–কি খবর বলুন?

–পেনিং কমিশন তোমার ক্যাসিনোর লাইসেন্স সাসপেন্ড করে দিয়েছে। ওরা আরও একবার তদন্ত করে দেখবে। তোমার বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল চার্জ আনা হতে পারে।

লারা এই কথা শুনে খুবই আতংকিত হয়ে পড়ল। পল মার্টিনের কথা মনে পড়ে গেল–চিন্তার কিছু নেই। ওরা প্রমাণ করতে পারবে না। লারা টেরিকে বলল–আমাদের পক্ষ থেকে কিছু করা যেতে পারে কি?

–এই মুহূর্তে নয়, চুপচাপ বসে থাকতে হবে।

টেরি হিলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। লারা রিসিভারটা রেখে দিলেন। মিনিট পনেরো বাদে হাওয়ার্ড আসতে তাকে কথাটা বললেন।

হাওয়ার্ড বললো–সেকি! ক্যাসিনোর থেকে তিনটি বিল্ডিং-এর মর্টগেজ পেমেন্ট শোধ করার কথা। এখন লাইসেন্স সাসপেন্ড করলে খুব বিপদ হবে।

–কি যে করবো কিছু বুঝতে পারছি না।

হাওয়ার্ড বলল চিকাগোর হোটেলটা আমরা বরং বিক্রি করে দিই। তার থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে হাউসম্যান প্রপার্টির মর্টগেজের পেমেন্টটা হয়ে যাবে। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা এখন খুবই মন্দা চলছে।

লারা একটু বাদে বলল ঠিক আছে। এখনই অত চিন্তার কিছু নেই। ব্যাঙ্ক আমাদের কিছুই করতে পারবে না!

লারা যে কি করে এখনও নিজের ওপর এতটা আস্থা বজায় রেখেছে, ভাবতে ভাবতে অবাক হল হাওয়ার্ড।

বিজনেস উইক ম্যাগাজিনে খবরটা ফলাও করে বেরোল। হেডলাইন ছিল ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজ বিপাকে। রেনোর ব্যাপারে লারা ক্যামেরনের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল চার্জ আনা হতে পারে।

এবার প্রতিবেদন শুরু হয়েছে। লারা সবটা পড়ল। তারপর ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ঘরের এককোণে ফেলে দিল।

হাওয়ার্ড উল্টোদিকে বসেছিল। লারা হাওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন ক্যামেরন টাওয়ার্সের পুরোটাই ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে কি?

–সত্তর ভাগ হয়ে গেছে।

–ঠিক কমাস বাকি সবটা শেষ হতে?

–ছ-মাস লাগবে।

লারার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা–দেখো হাওয়ার্ড, কি করবো আমরা? এটাই পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বিল্ডিং তাই তো? এত সুন্দর অট্টালিকা পৃথিবীতে আর নেই। দোতলায় আমাদের অফিস এবং অ্যাপার্টমেন্ট। আমরা এখান থেকে পাবলিসিটি প্রমোশন-এ নামবো। আমরা নিজেরাই ব্যবসাটা গড়ে তুলবো।

হাওয়ার্ড বলল–আমি স্টিভ মার্চিসনকে নিয়ে ভাবছি।

–ভয় পাবার কিছু নেই, এখানেও আমরা ওকে হারিয়ে দেবো।

লারা জেরি টাউনসেন্ডকে ডেকে পাঠাল। লারা বললেন ক্যামেরন টাওয়ার্স-এর। উদ্বোধনের দিন আমরা স্পেশ্যাল কিছু একটা করতে চাই।

জেরি জানতে চাইলেন–উদ্বোধনটা সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ, তাই তো?

লারা বলল–হ্যাঁ, সেদিন আমার জন্মদিন।

জেরি টাউনসেন্ডের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। সে বললস্কাইস্কাপারের উদ্বোধনের দিনে আমরা বিরাট একটা বার্থডে পার্টি দেবো।

–বাঃ। প্লানটা চমৎকার।

–সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে এই শুভ সংবাদটা পৌঁছে যাবে। মনে মনে লারা অতিদ্রুত একটা লিস্ট তৈরি করে ফেললেন। অন্তত দু শশা জন গণ্যমান্য মানুষকে নিমন্ত্রণ করা হবে।

জেরির ওপর পুরো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল।

বিজনেস উইক ম্যাগাজিনটার দিকে অবজ্ঞা ভরে তাকালেন লারা। বললেন–আমরা ওদের দেখিয়ে দিতে চাই।

.

দিন এগিয়ে চলেছে। লারা ফিলিপকে আরও কাছে পাওয়ার চেষ্টা করছ। এখন লারার কাছে ফিলিপ ছাড়া পৃথিবীর আর সবকিছুই অর্থহীন। কিন্তু এখন লারার ভালোবাসায় ফিলিপ আগের মতো আর উন্মাদ হয়ে ওঠে না। ফিলিপের কেবলই মনে হয়, এইভাবে লারা বুঝি ওকে করুণা করতে চাইছে। ফিলিপ অনেকবার লারাকে বলেছে–ও যেন ব্যবসা কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত পার্টি অবহেলা না করে। একদিন ফিলিপ বিষণ্ণ মুখে বললপারা, আমার কি মনে হয় জানো?

পরম মমতায় ফিলিপকে জড়িয়ে ধরে লারা বলল–কি?

–আমার মনে হয় তোমাকে আমি নরকের দিকে নিয়ে চলেছি।

–মোটেই না, তুমি আমাকে একটু একটু করে স্বর্গের দিকে নিয়ে চলেছে।

লারার মুখটা গম্ভীর, লস এঞ্জেলসের শপিং মলটা এবার বোধহয় হাতছাড়া হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কগুলো টাকা দিতে চাইছে না।

লারা চিন্তিত মুখে জানতে চাইলেন হাওয়ার্ড, ঠিক সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ হবে

হাওয়ার্ড বলল–হবে।

লারার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা বিষণ্ণতা ঝরে পড়ছে।

এক বছর আগে হলে লারা কখনই এই প্রশ্নটা করতেন না। কেন? লারা কি পতনের গান শুনতে পাচ্ছেন?

.

শেষ পর্যন্ত ফিলিপ অ্যাডলার বাইরে বের হল। উইলিয়াম এলারবির সঙ্গে একটা পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মারিয়ান বেল-ই এই কাজটা করেছে।

ফিলিপ প্রস্তাবটা শুনে খুবই রেগে গিয়েছিল। হঠাৎ হেসে ফেলে বলেছিল–মারিয়ান, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না।

মারিয়ান মৃদুভাবে হেসেছিল। ফিলিপকে সে করুণা করে না, কিন্তু ফিলিপের মধ্যে যে ঘুমন্ত সম্ভবনা লুকিয়ে আছে, মারিয়ান তাকে আবার উন্মোচিত করতে চাইছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা লারা ফিরতেই ফিলিপ বলল–লারা আগামীকাল আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। এলারবির সঙ্গে লাঞ্চও করবো।

–কখন এত বড় সিদ্ধান্তটা নিলে? আমাকে বলোনি কেন?

–সিদ্ধান্তটা আমার না মারিয়ানের।

–তাই নাকি। কিন্তু আমার কথায় তো তুমি বাইরে যেতে চাওনি। হঠাৎ মারিয়ানের কথায় রাজী হলে কিভাবে?

লারা জানতে চাইল।

ফিলিপ বললও সমস্ত ব্যবস্থা করে আমাকে জানিয়েছে। তারপর রাজী না হয়ে উপায় ছিল না।

মনে মনে লারা ভাবল, এবার থেকে বোধহয় মারিয়ানকে আর ফিলিপের দায়িত্বে রাখা সম্ভব হবে না। একদিন ফিরে দেখলেন ফিলিপ আর মারিয়ান মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে। ফিলিপ খুবই হাসছে। দরজার সামনে লারা দাঁড়াতেই মারিয়ান প্রথম তাকে দেখতে পেয়েছিল। মারিয়ান উঠে সরে দাঁড়িয়ে বলল–আসুন।

–আরে লারা তুমি, এসো।

ফিলিপ উঠে গিয়ে লারার কাঁধে হাত দিল।

মারিয়ান বলল–আমি এখন যাই তাহলে?

লারা একটু গম্ভীর হয়ে বলল–তুমি এখন যাও তোমাকে আর দরকার নেই।

লারার মনে ভেতর একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা তৈরি হচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে লারা ফিলিপকে বলল–ফিলিপ, রেনোর ক্যাসিনো নিয়ে আমি খুব চিন্তায় আছি। আমাকে এবার অফিসে একটু বেশি সময় দিতে হবে।

–বেশ তো, আমার জন্য তুমি আর চিন্তা কোরো না।

–আমি আগামীকাল রেনোতে যাচ্ছি। তুমি চলো না আমার সঙ্গে।

ফিলিপ হাতটা দেখিয়ে বলল–এখন নয়, আরও একটু সারুক।

–আমি দুতিন দিনের বেশি থাকবো না। তারা বললেন। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও লারা আগের আন্তরিকতা ফিরিয়ে আনতে পারছিলেন না।

পরের দিন সকালে ফিলিপ ঘুমিয়ে ছিল। মারিয়ান অফিসে বসেছিল। লারা এসে চেয়ারে বসলেন। বলল–মারিয়ান, মিঃ অ্যাডলার আমার জন্মদিনে যে ডায়মন্ডের ব্রেসলেটটা উপহার দিয়েছিলেন সেটা তো তুমি দেখেছো, তাই না?

–হ্যাঁ, মিসেস অ্যাডলার। মারিয়ান বলল।

–তুমি শেষবার কবে ওটা দেখেছো?

–মারিয়ান একটু ভেবে বলল–দুদিন আগে বেডরুমের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে ছিল।

–হুঁ, তাহলে তুমি দেখেছে।

–কেন, বলুন তো?

মারিয়ান জানতে চাইলো। লারা গম্ভীর গলায় বললেন–এখন ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। মারিয়ান অবাক হয়ে জানতে চাইলো–সে কি? পাওয়া যাচ্ছে না? কে নেবে ওটা?

–আমি সমস্ত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছি তারা কিছুই জানে না। মারিয়ান বলল–আমি কি পুলিশে খরব দেবো?

–তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে অস্বস্তির মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছি না।

–কি বলছেন আপনি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

লারা বলল–বুঝতে পারছো না? যাই হোক ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত।

মারিয়ান বলল–আপনি কি আমাকে চেনেন না মিসেস অ্যাডলার?

–তোমার আর না থাকাই ভালো মারিয়ান।

মারিয়ান এই আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিজেকে নিজেই ঘৃণা করতে চাইছিলেন লারা। শেষপর্যন্ত এতটা ছোটো হতে হল তাকে? কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় নেই। পৃথিবীর আর কেউ ফিলিপের কাছে আসুক, লারা সেটা বরদাস্ত করতে পারবে না।

.

ব্রেকফাস্টের সময় লারা ফিলিপকে বলল–আবার একটা সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে। আমাকে।

–কেন মারিয়ানের, কি হয়েছে?

লারা শান্তভাবে বলল–সানফ্রানসিসকোতে একটা ভালো অফার পেয়েছে সে।

–তাই নাকি? আমি তো ভাবতাম ও এখানেই বোধহয় ভালো আছে।

কিন্তু আমরা তো ওকে বাধা দিতে পারি না। বলো পারি কি?

–ও কি চলে গেছে না আছে এখনো?

–চলে গেছে। কিন্তু আমি তো আছি...

লারা ফিলিপের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু ফিলিপ কিছুই বুঝতে পারছিল না।

.

লাঞ্চের সময় এলারবি ফিলিপকে বলল–ফিলিপ, তুমি বোধহয় বাজাতে পারবে না।

–ঠিকই বলেছে, এই আঙুলগুলো এখন একেবারে মরে গেছে।

–এতে ভেঙে পড়ো না, তোমাকে আমি একটা পরামর্শ দেবো, তুমি কি নেবে?

–বলো।

–শোনো ফিলিপ, তুমি ইস্টম্যান স্কুল অব মিউজিকে অনায়াসে মিউজিকের শিক্ষকতা করতে পারো। আমি ওখানকার প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলেছি।

ফিলিপ এবার ভুরু কুঁচকালো। বলল–তাহলে আমাকে নিউইয়র্ক যেতে হবে। তাই তো?

সিডনি, সেলডন রচনাসমগ্র হা। তাতে কি হয়েছে। এলারবি জানতে চাইলো। ফিলিপ বলল–না, আমি এখানেই ঠিক আছি।

–কিন্তু ইস্টম্যানের প্রিন্সিপ্যাল নিজে প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

–ওকে বলবে আমার খুব ইচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই।

এলারবি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল–ঠিক আছে। ভবিষ্যতে যদি তোমার মত পরিবর্তন হয় তাহলে জানিও।

ফিলিপ বলল–ঠিক আছে জানাবো।

অ্যাপার্টমেন্টে যখন ফিলিপ পৌঁছলো তখন লারা বেরিয়ে গেছেন। ফিলিপ বেশ কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করল। ব্যাপারটা খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু লারাকে ছেড়ে থাকবে কেমন করে?

হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। ফিলিপ বলল–কে?

–আমি মারিয়ান।

–ও তুমি? এসো কি ব্যাপার?

–আমি চাবিটা ফেরত দিতে এসেছি। মারিয়ান ঘরে ঢুকে চাবিটা ফিলিপের হাতে দিল। ফিলিপ বলল–আমি ভেবেছিলাম তুমি এতক্ষণে সানফ্রানসিসকোতে পৌঁছে গেছে।

–সানফ্রানসিসকোতে কেন?

–বাঃ। তুমি নতুন চাকরি পেয়েছে শুনলাম।

এই কথায় মারিয়ান অবাক হয়ে বলল–না। আমি কোনো চাকরি পাইনি।

কিন্তু লারা যে বলল। ফিলিপ থেমে গেল। মারিয়ান বুঝতে পারলো।

–তাহলে মিসেস অ্যাডলার কেন যে আমার ওপর রেগে গিয়েছিলেন তা আপনাকে বলেন নি?

–তোমার ওপর রাগ করেছে লারা? কিন্তু ও বলল যে তুমি ভালো অফার পেয়ে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছো?

–না, তা সত্যি নয়।

ফিলিপ বলল–সে কি? তুমি বোসো।

মারিয়ান বসলো। ফিলিপ বলল কি ব্যাপার আমাকে খুলে বলো তো।

মারিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলে সব ব্যাপারটা বলল। ফিলিপ বলল–তোমাকে ব্রেসলেট চুরির ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছে? না এ মোটেই সত্যি নয়। নিশ্চয়ই ও নিজেই অন্য কোথাও রেখেছে।

মারিয়ান বলল–আপনার জন্য উনি সবকিছু করতে পারেন।

–না, না আমি লারার সঙ্গে...

–না, না মিঃ অ্যাডলার, আপনি কখনই একাজ করবেন না, আমি এখানে আছি এটা যেন বলবেন না ওকে।

মারিয়ান উঠে দাঁড়াল। ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলএখন তুমি কি করবে?

ম্লান হেসে মারিয়ান বলল–আমি একটা কাজ খুঁজে নেবো।

ফিলিপ বলল–যদি দরকার হয় তাহলে আমার সঙ্গে যোগযোগ কোরো কেমন?

–তার দরকার হবে না। শরীরের যত্ন নেবেন। চলি। মারিয়ান চলে গেল। ফিলিপ চুপ করে বসে রইলো। কে সত্যি কথা বলছে, সে বুঝতে পারছে না। লারা না মারিয়ান!

বেশ কিছুক্ষণ অকেজো আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো লারার মতো মেয়ে কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না। কিছুতেই না।

.

তৃতীয় অধ্যায়

হঠাৎ একটা টেলিফোন পেল ফিলিপ। ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে–আমি ডিটেকটিভ ম্যানচিনি বলছি।

–আচ্ছা, কি ব্যাপার বলুন তো?

–মিঃ অ্যাডলার আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম মনে আছে আপনার?

–মনে আছে।

–আপনার ঘড়ি পাওয়া গেছে।

–পাওয়া গেছে! কোথায়?

–আপনার আক্রমণকারী একটা বন্ধকী দোকানে এটা বন্ধক রেখেছে। আপনি চিনতে পারবেন কি?

–নিশ্চয়ই।

–ঠিক আছে। আমি ঠিক সময়ে যোগাযোগ করবো।

ফিলিপ রিসিভারটা রেখে দিল। যাক লোকটাকে পাওয়া গেছে।

.

সুন্দর পোশাকে লারাকে আরও সুন্দরী লাগছে। ফিলিপ বলল–তোমাকে ভালো লাগছে।

–অনেক দিন বাদে তোমাকেও খুব সুন্দর লাগছে। দুজনে হেসে উঠল। ফিলিপের চোখ পড়ল লারার কব্জির দিকে। ডায়মন্ডের ব্রেসলেটটা জ্বলজ্বল করছে। ফিলিপ অবাক হয়ে গেল। তাহলে মারিয়ান ওটা নেয়নি। লারা এরকম আচরণ করলো কেন? ফিলিপ ভাবলো এখনই সব কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সে কথাটা মুখে আনতে পারলো না। লারাকে কষ্ট দিতে ও কখনই পারবে না। সে রাতে ফিলিপ ছিল নিদহারা।

.

চিকাগোর বিল্ডিংটা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রইল। পঁচিশতলা অফিস। অর্ধেকটা শেষ হয়েছে। ডোরের সামনে একটা গাড়ী এসে থামলো। দুজনে নেমে ভেতরে ঢুকে গেল। একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো ওরা–তোমাদের ফোরম্যান কোথায়?

লোকটা দেখিয়ে দিল। ফোরম্যানের কাছে দুজন হাজির হল। একজন বলল–আপনি চার্জে আছেন।

-হ্যাঁ। আমি ভীষণ ব্যস্ত। কি চান আপনারা?

–জেসি শা বলে একজন কাজ করেন এখানে?

–ওইতো ওপরে। চেনের পাশে।

কয়েক মিনিট বাদে জেসি শা হাজির হল। ফোরম্যান বলল–জেসি, তোমার সঙ্গে এরা কথা বলতে চান।

–ও, বলুন, জেসি অবাক হয়ে বলল। একজন বলল–আমরা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি।

পকেট থেকে একটা রিস্টওয়াচ বের করলো। তারপর বলল–এটা তোমার?

জেসি ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে থাকলো, তার চোখের পলক পড়ছে না।

লারা ক্রমশই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অফিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। একদিন ফিলিপকে জড়িয়ে ধরে তারা বলল–শোনো ফিলিপ, এসব ঝামেলা মিটলে আমরা দুজন কোথাও চলে যাব। যেখানে কোনো সমস্যা থাকবে না।

ফিলিপ বলল–বেশ তো, কোথায় যাবে?

লারা ফিলিপের বুকে মাথাটা রাখল। লারা ভাবল মারিয়ানের ব্যাপারটা খুলে বলতেই হবে। লারা যা করেছেন তা অন্যায়। তাসত্ত্বেও তিনি করেছেন, কারণ ফিলিপকে হারালে উনি আর বেঁচে থাকবেন না।

.

পরের দিন মিঃ টিলি লারাকে ফোন করলো। বলল–লবির মেঝের জন্য মার্বেলের অর্ডারটা আপনি কেন ক্যানসেল করেছেন, মিস ক্যামেরন?

লারা অবাক হয়ে বলল–আমি তা করতে যাবো কেন?

–তা তো জানি না, মার্বেল তো আজ ডেলিভারি দেবার কথা। কিন্তু আমি যখন ফোন করলাম তখন ওরা বলল ওই অর্ডারটা নাকি দুমাস আগে আপনি ক্যানসেল করেছেন।

লারা চিৎকার করে উঠল অসম্ভব। এসব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক সেই সময় হাওয়ার্ড কেলার ঘরে ঢুকলো। বলল–লারা, ব্যাঙ্ক আমাদের ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছে। ওরা আমাদের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করবে?

লারা গম্ভীরভাবে বলল ক্যামেরন টাওয়ার্স শুধু শেষ হবার অপেক্ষাতে আছে হাওয়ার্ড। আর তিন মাস বাকি।

হাওয়ার্ড বলল–আমি ব্যাঙ্কের সাথে কথা বলেছি। কিন্তু ওরা আর সময় দিতে চাইছে না।

ইন্টারকমে ক্যাথির গলা ভেসে এল মিস ক্যামেরন, মিঃ টিলি আপনাকে চাইছেন।

লারা হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল। বলল–যেও না হাওয়ার্ড, বোসো। বলেই রিসিভারটা তুলে নিলেন–বলুন।

–মিস ক্যামেরন, আরও একটা সমস্যা...

–শুনছি।

–এলিভেটরটা কাজ করছে না।

–ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাগুলো কি ঘটানো হচ্ছে?

–সেটা বলা কঠিন। তবে দায়িত্বহীনতার জন্যও হতে পারে।

–ঠিক হতে কত সময় লাগবে। লারা জানতে চাইলেন।

টিলি বলল–আমার কিছু লোক আছে...

–ঠিক আছে। নিয়ে আসুন।

লারা রিসিভারটা রেখে হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করল–হাওয়ার্ড সব ঠিক আছে? একটু বাদে আবার জানতে চাইলেন, স্টিভ মার্চিসনের খবর কি?

হাওয়ার্ড বলল–কেন? ওর খবর নিয়ে কি হবে?

লারা বলল–আমি কিন্তু সত্যিই অবাক হচ্ছি, স্টিভ যা করতে শুরু করেছে ওকে .. এখনই থামিয়ে দেওয়া দরকার। ...

.

লারা গম্ভীর হয়ে বসেছিল। হাওয়ার্ড বলল চিন্তা কোরো না, সময়টা ভালো যাচ্ছে না। আমি বলি কি, কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে দাও।

লারা শান্তভাবে বলল–ঠিক আছে তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবো। লারা তখন একেবারে বিধ্বস্ত। ফিলিপের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারছে না। ফিলিপের নিজের অনেক সমস্যা। লারার সমস্যা শুনলে সে আরও হাঁপিয়ে ওঠে।

.

পরের দিন ভোরে টেলিফোন বেজে উঠলো। টিলি লারাকে আসতে বলছে। লারা জবাবে বলল–কেন কিছু হয়েছে কি? ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

ক্যামেরন টাওয়ার্সে সমস্যা দেখা দিয়েছে, লারা সেখানে পৌঁছে গেলেন। সঙ্গে নিলেন হাওয়ার্ডকে।

কিন্তু সমস্যাটা কি? ফ্যাক্টরিতে লারা ঢুকে পড়েছে, দেখল অসংখ্য একই সাইজের রঙীন কাঁচ চতুর্দিকে ছড়ানো। সামনের তাক থেকে আরো নামানো হচ্ছে। টিলি ওকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বলল–আপনারা এসেছেন ভালোই হয়েছে।

–কি ব্যাপার?

টিলি বলল–মিস ক্যামেরন, আমরা এই সাইজের গ্লাসের অর্ডার দিইনি। এই সাইজের গ্লাস ফেরত পাঠানো ছাড়া উপায় নেই। সম্ভবত কোথাও একটা ভুল হয়েছে।

লারা এবং হাওয়ার্ড পরস্পরের দিকে তাকাল। টিলিকে জিজ্ঞাসা করলো হাওয়ার্ড-এগুলো আমাদের সাইজের কেটে নেওয়া যায় না?

–অসম্ভব। এতে সময় এবং পরিশ্রম দুটোরই অপচয় হবে।

লারা জানতে চাইল–এই অর্ডারটা কে দিয়েছিল?

হাওয়ার্ড বলল–আমি।

–কোন কোম্পানী?

–নিউ জার্সি প্যানেল অ্যান্ড গ্লাস কোম্পানী। টিলি বলল।

লারা বলল–ঠিক আছে ওদের ডাকা হোক।

–দু-সপ্তাহের মধ্যে যদি আমরা গ্লাস পাই তাহলে আমরা ঠিক সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবো।

–ঠিক আছে, চলো হাওয়ার্ড যাওয়া যাক।

.

লারার কথা শুনে নিউ জার্সি প্যানেল অ্যান্ড গ্লাস কোম্পানীর ম্যানেজার অটো কার্প অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন–আমরা ভুল সাইজের গ্লাস দিয়েছি। এ হতেই পার না। কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে।

শুনুন মিঃ কার্প, দুসপ্তাহের মধ্যে নতুন গ্লাস না পাঠালে আমরা নির্দিষ্ট সময় সীমার ভেতর বাড়িটা শেষ করতে পারবো না। তারা এ কথা বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অটো কার্প ভেতরে গিয়ে আবার ফিরে এলেন। বললেন মিস ক্যামেরন, অর্ডারটা ভুলভাবে লেখা হয়েছিল।

–ওসব আমি জানি না, নতুন গ্লাস পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। পরে অন্য কথা বলা হবে।

–কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে না। দু-তিন মাস সময় লাগবে।

–সেকি? আমাদের এখনই চাই। লারা গর্জন করে উঠল।

কার্প বলল–কিন্তু তা হবার নয়। আগে যেসব কাস্টমার আছে তাদের মাল সাপ্লাই করতে হবে।

লারা বলল–আমারটা এমার্জেন্সী।

–তাতো বুঝেছি মিস ক্যামেরন। কিন্তু...

–আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আপনারা যা ভালো বুঝবেন করবেন। তারা অফিসে ফিরে এল। টিলিকে জিজ্ঞাসা করল–মিঃ টিলি, আর কোনো কোম্পানী আপনার জানা আছে?

হাওয়ার্ড বলল–শোনো লারা, আমি একটা ব্যাপার ভেবেছি। অবশ্য লোকটাকে পছন্দ না করলেও তুমি একবার ওকে বলে দেখতে পারো। এই জাতীয় কোম্পানীর সাথে ওর ভালো কানেকশন আছে।

–কে? জিজ্ঞাসা করলেন লারা।

–পল মার্টিন। হাওয়ার্ড বলল। তারপর মৃদু হেসে তাকাল লারার মুখের দিকে। লারার মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা গেল না।

.

পল মার্টিন বললেন–তোমাকে দারুন দেখাচ্ছে লারা।

–ধন্যবাদ পল, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।

–তা আমি বুঝেছি। চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। বলল কি করতে হবে?

লারা পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। পল বললেন–দেখি কি করা যায়। আমি চেষ্টা করছি।

লারার দুচোখে কৃতজ্ঞতা। তুমি সত্যিই আমার উপকার করলে পল। পল বললেন–শোনো লারা, কালকে একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো, কথা আছে।

–আমি তোমাকে সকালে ফোন করবো।

পরের দিন সকালে লারা পলকে ফোন করল। পলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল–লারা আমি আমার কজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। ব্যাপরটা খুব একটা সোজা না। তবে সপ্তাহ। খানেকের মধ্যে ডেলিভারী হয়ে যাবে।

–ঠিক আছে। আমি সময় করে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

লারা ফোনটা রেখে দিল। পলের মুখটা ভেসে উঠল তার মনের ক্যানভাসে।

এক সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে। তখনও কোনো খবর নেই। হাওয়ার্ড বলল–মিঃ টিলির সাথে কথা বলেছি। শুক্রবারের মধ্যে কাঁচ না এলে আমরা শেষ হয়ে যাব।

লারা কোনো জবাব দিল না। বৃহস্পতিবার। তখনও পর্যন্ত কোনো খবর নেই। আশার আলো এবার ধীরে ধীরে নিভে যেতে বসেছে।

লারা ক্যামেরন টাওয়ার্সে গিয়ে হাজির হল। কোথাও কোনো শ্রমিক নেই। সাইট একেবার ফঁকা, হঠাৎ লারার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তিনি মনে মনে বললেন–যে করেই হোক এই বিল্ডিং আমি শেষ করবোই। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না।

অফিসে গিয়ে পল মার্টিনকে ফোন করলেন। পলকে পাওয়া গেল না। সেক্রেটারী বলল–পল জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। ফিরতে দেরী হবে।

সেক্রেটারীকে লারা জানালপল এলেই যেন ফোন করেন। হাওয়ার্ড সামনেই ছিল। লারা হাওয়ার্ডকে বললেন–হাওয়ার্ড তুমি একবার খোঁজ নিয়ে দেখ তো ওই গ্লাস ফ্যাক্টরির মালিক কে? স্টিভ মার্চিসন কিনা?

–ঠিক আছে, যাচ্ছি।

একঘন্টা বাদে হাওয়ার্ড ফিরে এল। মুখটা ফ্যাকাশে।

হাওয়ার্ড বলল–খোঁজ নিয়েছি, কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল ডেলাওয়ার-এ। এটনা এন্টারপ্রাইজেস এখন ওটার মালিক।

লারা অবাক হয়ে বলল–এটনা এন্টারপ্রাইজেস?

হাওয়ার্ড বলল–বছর খানেক আগে পল মার্টিন ওই কোম্পানীটা কিনে নিয়েছেন।

লারা ফ্যালফ্যাল করে হাওয়ার্ডের মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন তার বুদ্ধির বাইরে চলে গেছে।

.

চতুর্থ অধ্যায়

জেসি শা শেষপর্যন্ত স্বীকার করল সবকিছু। জেসির ব্যাগ থেকে প্রচুর অর্থ পাওয়া গিয়েছিল। ম্যানচিনির চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় সে।

ওদের কথাবার্তার কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

ম্যানচিনি–তুমি এখন চিকাগোয় কাজ করছে তাই না?

জেসি–হ্যাঁ।

ম্যানচিনি–তুমি নিউইয়র্কে কখনো কাজ করেছো?

জেসি–হ্যাঁ।

ম্যানচিনি–আমার কাছে পুলিশ রিপোর্ট আছে। তুমি কুইন্স বিল্ডিং-এ যখন কাজ করছিলে তখন একটা দুর্ঘটনা ঘটে। একটা ক্রেন ছিঁড়ে কনস্ট্রাকশনের ফোরম্যান বিল হুইটম্যানের ঘাড়ে পড়েছিল। সে ওখানেই মারা যায়। আর সেই ক্রেনের অপারেটার তুমি ছিলে। তাই তো?

জেসি–হ্যাঁ। ওটা একটা দুর্ঘটনা।

ম্যানচিনিকতোদিন ধরে কাজ করছিলে?

জেসি–মনে পড়ছে না।

ম্যানচিনি–মনে করার চেষ্টা করো। আমি বলছি। তুমি ওখানে মাত্র তিনদিন কাজ করেছিলে। দুর্ঘটনার আগের দিন তুমি চিকাগো থেকে এসেছিলে। তারপর দুদিন পরেই আবার ওখানে ফিরে গেছো। ঠিক বলছি তো?

জেসি–তাই হবে।

মানচিনি–আমেরিকান এয়ারলাইন্সের রেকর্ড অনুযায়ী তুমি চিকাগো থেকে রেনোতে আবার এসেছিলে, ঠিক দু-দিন পরেই ফিলিপ অ্যাডলার গুরুতরভাবে জখম হল। তারপরের দিন তুমি চিকাগোতে ফিরে যাও। এই সংক্ষিপ্ত যাওয়া-আসা কেন তুমি করেছিলে?

জেসি–আমি এখানে একটা নাটক দেখতে এসেছিলাম।

ম্যানচিনি–কি নাটক?

জেসি–নাম মনে নেই।

ম্যানচিনি–ক্রেন অ্যাকসিডেন্টের সময় তুমি কোন কোম্পানীর কাজ করছিলে?

জেসি–ক্যামেরন এন্টারপ্রাইজেস।

ম্যানচিনি–চিকাগোতে?

জেসি–হ্যাঁ।

ডিটেকটিভ ম্যানচিনির সঙ্গে জেসি শা-র কথাবার্তা এখানেই শেষ।

ফিলিপ অ্যাডলার ডিটেকটিভ ম্যানচিনির কাছ থেকে একটা ফোন পেল। বলল–বলুন ডিটেকটিভ কি খবর?

ম্যানচিনির কণ্ঠস্বর শোনা গেল–আপনার খবর আছে।

–বলুন। খুঁজে পেয়েছেন লোকটাকে?

–আপনার ওখানে গিয়ে আলোচনা করতে চাই।

ডিটেকটিভ ম্যানচিনি পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে ফিলিপকে বলল–দেখুন তো এটা আপনার রিস্টওয়াচ কিনা?

ফিলিপ দেখেই চিনতে পারলো। কিন্তু প্রথমে ও ঘড়িটা নিতে চাইল না। সেই বৃষ্টিভেজা রাতের বীভৎস দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। পেছনে দেখলো নামটা রয়েছে। লারা ওকে ঘড়িটা উপহার দিয়েছিল। ফিলিপ বলল–হ্যাঁ, আমার রিস্টওয়াচ।

ম্যানচিনি রিস্টওয়াচটা পকেটে রেখে দিয়ে বললেন–এটা আপাতত আমার কাছে থাকবে মিঃ অ্যাডলার। প্রমাণ হিসাবে দরকার। আপনি কাল এসে ওকে সনাক্ত করে যাবেন। লোকটা কনস্ট্রাকশান ওয়ার্কার।

.

ম্যানচিনির এই কথা শুনে ফিলিপ খুবই রেগে গেছে। ঠিকানাটা পকেটে রেখে সে প্রশ্ন করল–আপনি বলছেন ও সাধারণ ছিনতাইবাজ নয়।

ম্যানচিনি বললেন–আপনাকে আক্রমণ করার জন্য লোকটিকে ভাড়া করা হয়েছিল।

একথা শুনে ফিলিপ খুবই অবাক হয়ে গেছে। ও জানতে চাইল, আপনি কি ঠিক বলছেন?

ম্যানচিনি বললেন–দেখুন মিঃ অ্যাডলার, আমি একজন পেশাদার গোয়েন্দা। আপনার হাতের কবজি কেটে দেবার জন্য ওকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছে।

ফিলিপের মুখ দিয়ে প্রথমে কোনো শব্দ বেরোল না। তারপর সে ধীরে ধীরে বলল আপনার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করছি না।

ফিলিপ আবার জানতে চাইল–ঠিক আছে, আমাকে এরকম অবস্থায় ফেলে দেবার জন্য কে ওকে ভাড়া করেছিল, তা আপনি জানেন কি?

–তার নাম- ডিটেকটিভ ম্যানচিনি থেমে গেলেন।

ফিলিপ অধৈর্য হয়ে বলল কী ব্যাপার বলুন?

ম্যানচিনি বললেন–আপনি সহ্য করতে পারবেন তো?

একটু থেমে তিনি বললেন মিসেস অ্যাডলার, অর্থাৎ আপনার স্ত্রী।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় ফিলিপ এতখানি অবাক হত না। বিস্ফারিত চোখে সে ম্যানচিনির দিকে তাকিয়ে থাকল।

লারা এরকম কাজ করেছে? ফিলিপ ভাবতে পারছিল না। লারার কথাগুলো ও মনে করার চেষ্টা করল। মারিয়ানের মুখটা মনে পড়ে গেল ফিলিপের। তার মানে? ফিলিপকে নিজের কাছে রাখার জন্য লারা সব কিছু করতে পারে?

.

পঞ্চম অধ্যায়

লারা ক্যামেরন খুবই গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। পাশে হাওয়ার্ড কেলার।

ম্যানচিনি সামান্য একটু কেশে নিলেন। বললেন–আপনার স্বামীকে যে লোকটা আক্রমণ করেছিল, তাকে ধরা হয়েছে।

লারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে বলল কী বলছেন লোকটা?

হাওয়ার্ড বলল–কীভাবে ধরলেন?

ম্যানচিনি বললেন–লোকটা আপনার স্বামীর কাছ থেকে একটা হাতঘড়ি ছিনতাই করেছিল। সেটা দোকানে বিক্রি করতে গিয়েছিল। দোকানদারের সন্দেহ হয়েছে। সেই আমাকে ফোন করে।

লারার দিকে তাকিয়ে ম্যানচিনি বললেন–ঘড়িটা আপনি উপহার দিয়েছিলেন, তাই না?

–হ্যাঁ।

ম্যানচিনি বললেন–লোকটার নাম জেসি শা।

ম্যানচিনি লক্ষ্য করলেন, এই নামটা শুনে লারার মুখে কোনো পরিবর্তন হল না। অর্থাৎ লারা এক জন উঁচু দরের অপরাধী।

ম্যানচিনি জানতে চাইলেন–আপনি লোকটাকে কি চেনেন?

লারা ভুরু কুঁচকে বলল–না, ওকে চিনব কী করে?

ম্যানচিনি বললেন–লোকটা চিকাগোতে আপনার কোম্পানীর ওয়ার্কার। কুইন্স-এ আপনার যে প্রেজেক্ট তাতে ও কাজ করেছে। ক্রেন অপারেটর বিল হুইটম্যান নামে আপনার কোম্পানির একজন ম্যানেজার মারা গিয়েছিল মনে আছে কি? ক্রেনের চেন ছিঁড়ে ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়। আপারেটর ছিল জেসি শা। করোনার বলেছিলেন, এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা।

লারা ক্রমশ অবাক হচ্ছে, হাওয়ার্ড বলে উঠল–শুনুন মিঃ ডিটেকটিভ, আমাদের কোম্পানীতে কয়েক শশা লোক কাজ করে। প্রত্যেকের নাম জেনে রাখা কি সম্ভব?

–আপনি জেসিকে চেনেন না মিঃ কেলার? ম্যানচিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন।

হাওয়ার্ড বলল–না, এছাড়া আমি নিশ্চিত যে মিস ক্যামেরন–

–আমি সেই উত্তরটা ওনার কাছ থেকেই পেতে চাই। আপনি এখানে দাঁড় করাবেন, প্লিজ।

লারা বলল–ওর নাম আমি শুনিনি।

ডিটেকটিভ ম্যানচিনি বললেন–মিস ক্যামেরন, আপনার স্বামীকে আঘাত করার জন্য। লোকটিকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছিল।

—আমি বিশ্বাস করি না। এসব আপনি কী বলছেন ডিটেকটিভ?

লারার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ম্যানচিনি বললেন–আপনি সত্যি এব্যাপারে কিছু জানেন না?

এবার লারার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠেছে। লারা বলল–আপনি কাউকে সন্দেহ করছেন?

ম্যানচিনি বললেন–মিঃ অ্যাডলার জানেন।

–আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?

–হ্যাঁ, আমি বলেছি।

কথার মাঝখানেই লারা উত্তেজিত হয়ে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

.

চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে ফিলিপের। উত্তেজনায় কাঁপছে সে। অক্ষম হাতে ঝক্সে পোশাক রাখছে। লারা জিজ্ঞাসা করলেন কী করছো?

ফিলিপ পেছন দিকে তাকাল। মনে হল লারাকে ও চিনতে পারছে না। বাক্স গুছোতে গুছোতে বলল–আমি চলে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত তুমি..

–এসব মিথ্যে ফিলিপ, এসব মিথ্যে। তুমি বিশ্বাস করো না।

–ফিলিপ বলল–লারা, অনেক শুনেছি, তোমার কাছ থেকে নতুন করে আর মিথ্যা শুনতে আমি রাজি নই। আমাকে মুক্তি দাও।

–আমি মিথ্যে বলছি না, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।

লারা ভেঙে পড়ল, বলল তুমি আমার কথা শোনো, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তোমাকে আমি শারীরিক ভাবে আঘাত করব, তুমি ভাবছ কি করে? কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। বিশ্বাস করো ফিলিপ, এই পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র পুরুষ, যাকে আমি ভালোবাসি।

ফিলিপ শান্তভাবে বলল–পুলিশের বক্তব্য লোকটা তোমার হয়ে কাজ করেছে। এর জন্য ওকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছে।

লারা বলল–আমি একটা কথাই তোমাকে বলতে পারি, প্রাণ গেলেও আমি এসব নোংরা কাজ করতে পারব না।

ফিলিপ লারার দিকে তাকিয়ে রইল। লারা ফ্যাকাশে চোখে একবার ফিলিপকে দেখলেন। উন্মাদিনীর মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

.

শহরতলীর ছোটো হোটেল। ফিলিপ একা রুমে শুয়ে আছে। কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। লারার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন থেকে গতকাল পর্যন্ত সব স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে তার। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, লারা সত্যি সত্যি ওকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু এই কাজটা কেন সে করতে গিয়েছিল?

সত্যি কি কোথাও কোনো গোলমাল হয়েছে? লারা অথবা অন্য কেউ? লারা কি অভিনয় করছে? লারার সম্পর্কে ও কি ভুল ভেবেছে? পুলিশের হেড কোয়ার্টারে যাবার জন্য

ফিলিপ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি। এলারবির একটা ফোন পেয়ে ওর সঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

শেষ অব্দি ফিলিপ অ্যাডলার হেড কোয়ার্টারে হাজির হল। ডিটেকটিভ ম্যানচিনি বললেন–আসুন মিঃ অ্যাডলার। লোকটাকে আপনি সনাক্ত করুন। তাহলে আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হবে।

ফিলিপ নিস্পৃহ স্বরে বলল–চলুন। এখন এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। জীবন থেকে সব উন্মাদনা সে হারিয়ে ফেলেছে।

সামনের মাঠে ছ-জন লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একই বয়স, চেহারা একই রকম। জেসি শা মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। ফিলিপের নজর ওর দিকে পড়ল। এই লোকটাই তাকে আক্রমণ করেছে।

রাতের দৃশ্যটা আর একবার ভেসে উঠল। ভেতরে ভেতরে একটা অচেনা শিহরণ অনুভব করল সে। মনে হল, বাঁ হাতের কবজিতে আবার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

ম্যানচিনি বললেন–কী ব্যাপার? মিঃ অ্যাডলার? ভালো করে বলুন তো কে ওই আততায়ী?

ফিলিপ তাকাল জেসি শা-র দিকে। লারা এমন একটা কাজ করতে পারে? লারার একটা কথা মনে পড়ে গেল ফিলিপের–পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র সেই পুরুষ, যাকে আমি সত্যিকারের ভালোবেসেছি।

তাহলে? কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে কি?

ম্যানচিনি অধৈর্য হয়ে বললেন–কী ব্যাপার মিঃ অ্যাডলার?

আবার লারার কথা মনে পড়ে গেল–পৃথিবীর সবথেকে সেরা ডাক্তার ডাকিয়ে আমি তোমার হাত ভালো করে তুলব ফিলিপ।

দিনরাত লারা পরিশ্রম করেছে। একটানা সেবা করে গেছে। ম্যানচিনির শেষ কণ্ঠস্বর–মিঃ অ্যাডলার, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

ফিলিপের মনে হল, না, লারাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

ম্যানচিনি জানতে চাইলেন–চিনতে পারছেন নোকটাকে?

ফিলিপের গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল–না।

ম্যানচিনির বললেন–আপনি তো বলেছেন, লোকটাকে ভালো করে দেখেছিলেন। চিনতে অসুবিধা হবে না।

–হ্যাঁ, বলেছিলাম।

–তাহলে বলুন।

ফিলিপ বলল–আমাকে যে আক্রমণ করেছিল সে এখানে নেই।

–আপনি সুনিশ্চিত।

–হ্যাঁ।

–ঠিক আছে মিঃ অ্যাডলার, আপনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে আনমনে ফিলিপ বাইরে এল। এখুনি তাকে একবার লারার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

.

লারা জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। অবিন্যস্ত চুল উড়ছে বাতাসে। মুখখানা ফ্যাকাসে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, দীর্ঘদিন ধরে সে অসুস্থ। ফিলিপ বিশ্বাস হারিয়েছে, এর থেকে সাংঘাতিক ব্যাপার আর কী হতে পারে?

একটু একটু করে ভাবনার মধ্যে ফিরছিল সে। হঠাৎ পল মার্টিনের কথা মনে পড়ে গেল। এই রহস্যময় ঘটনার অন্তরালে কি পলের কালো ছায়া আছে? পল কি লারার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন? এতে পলের লাভ কী? পল কি ফিলিপকে মেনে নিতে পারেন নি? ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন?

পল ওকে পাগলের মতো ভালোবেসেছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা হলে?

হাওয়ার্ড ঘরের ভেতর ঢুকল। বিমর্ষ স্বরে বলল–লারা, ক্যামেরন টাওয়ার্স বুঝি স্বপ্নই রয়ে গেল। দুটি ব্যাঙ্ক আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা ঠিক সময় মতো কাজটা শেষ করতে পারিনি। পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বাড়ি, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, লারা, আমি তোমার মনের করুণ অবস্থাটা বুঝতে পারছি।

লারা হাওয়ার্ডের দিকে তাকাল। লারাকে এক অসহায়া নারী বলে মনে হচ্ছে। দুচোখের নীচে গভীর কালির দাগ। চোখের দৃষ্টির সে উজ্জ্বলতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ লারা এইভাবে বসে রইলেন।

হাওয়ার্ড বলল–শুনছ লারা, ক্যামেরন টাওয়ার্স আমাদের হাতে নেই।

লারার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, দূরাগত ধ্বনির মতো চিন্তার কিছু নেই হাওয়ার্ড, আমাদের তো আরো অনেকগুলো বাড়ি আছে। লোন নিতে অসুবিধা হবে না। ঋণের টাকা আমি সব মিটিয়ে দেব।

–লারা লোন নেবার জন্য আর একটি বাড়িও অবশিষ্ট নেই। তুমি এখন একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছ। ঘোষণাই যা বাকি আছে।

–হাওয়ার্ড কী বলছ তুমি?

হাওয়ার্ডের কথা শুনে লারা সত্যি অবাক হয়ে গেছেন। চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। ঘরের চারপাশে জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়ানো।

হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে লারা বললেন–হাওয়ার্ড এই পৃথিবীতে আমি বিষণ্ণতম রমণী, তাই তো? আমার ফিলিপও শেষ পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

হঠাৎ লারার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা গেল। তারা বলল, সব ব্যাপারটাই কেমন মজার, তাই না? কী তাড়াতাড়ি আমি সব কিছু হারিয়ে ফেললাম। আমার ব্যবসা, আমার সম্পত্তি, এমন কী আমার প্রিয়তম স্বামীকেও। ভাগ্য বোধহয় আমর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লারা আবার বললেন–ভাগ্যের হাতে আমরা খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছু নই, তাই না হাওয়ার্ড।

হাওয়ার্ডের বুকের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ও এই রূপসী নারীটিকে কাছ থেকে দেখে আসছে। লারার এই ভেঙে পড়া মূর্তি যে কোনোদিন দেখতে হবে, আগে ভাবেনি হাওয়ার্ড।

–আজ আমাকে রেনোতে যেতে হবে, তাই তো? ওখানে শুনানি আছে। তাই না? হাওয়ার্ড থেমে গেলেন। ইন্টারকমে সেক্রেটারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল মিস ক্যামেরন, ডিটেকটিভ ম্যানচিনি এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

–পাঠিয়ে দাও। লারা হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন।

হাওয়ার্ড বলল–ম্যানচিনি আবার কি মনে করে?

লারা বললেন–হয়তো উনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন।

–কী বলছ যা-তা, হাওয়ার্ড বলে উঠল।

লারার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক। তারা বললেন–ওদের ধারণা স্বামীর ওপর আক্রমণ করেছি। আমি।

হাওয়ার্ড বলে উঠল–এসব ব্যাপার ওরা ভাবতেই পারে।

লারা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দরজাটা খুলে গেল। ম্যানচিনি ঢুকলেন। লারার দিকে তাকালেন। হাওয়ার্ডের মুখখানা দেখলেন। একপা-একপা করে এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে।

হাওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে ম্যানচিনি বলে উঠলেন–আমি দুঃখিত, গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটা আমার সঙ্গেই আছে।

হাওয়ার্ডের মুখটা তখন রক্তশূন্য। হিংস্রভাবে হাওয়ার্ড বলে উঠলনা, আপনি মিস ক্যামেরনকে কিছুতেই গ্রেপ্তার করতে পারবেন না। উনি নির্দোষ। উনি কখনোই ওনার স্বামীকে আক্রমণ করেননি। আপনার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে।

মানচিনি হেসে বললেন–আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ কেলার, সত্যি উনি নির্দোষ। আমি আপনাকেই গ্রেপ্তার করতে এসেছি। এবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

ঘরের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটলেও বোধহয় লারা এতখানি অবাক হতেন না। অবিশ্বাসীর দৃষ্টি ঝরে পড়ছে তার দুটি চোখ থেকে।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাওয়ার্ড কেলার আর ম্যানচিনি মুখোমুখি বসে আছেন। হাওয়ার্ডের মুখটা খুবই করুণ। মনে হল তার শরীরের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে।

ম্যানচিনি বললেন–মিঃ কেলার, আপনার অধিকারের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনি দেখে নিয়েছেন?

–হ্যাঁ।

–আপনি কি অ্যাটর্নি রাখবেন?

–তার প্রয়োজন নেই।

–ফিলিপ অ্যাডলারকে আক্রমণ করার জন্য আপনি জেসি শা-কে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়েছিলেন, তাই তো?

–হ্যাঁ।

–কেন?

–ফিলিপ ওর জীবনটা দুর্বিসহ করে তুলেছিল। লারা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। লারা চেয়েছিল ফিলিপ বাড়িতেই থাকুক। কিন্তু ফিলিপ তা চায়নি।

–তাই আপনি মিঃ অ্যাডলারের বাঁ হাতটা সম্পূর্ণ অকেজো করে দিলেন?

–আমি জেসিকে এতটা বাড়াবাড়ি করতে বারণ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ফিলিপকে ভয় দেখাতে।

–কিন্তু বিল হুইটম্যানের ব্যাপারটা?

–লোকটা জঘন্য ধরনের ছিল। লারাকেও ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল। লারার কোনো ক্ষতি হোক তা আমি চাইনি।

–তাই ওকে মেরে ফেললেন?

–হ্যাঁ, লারার জন্য এটা করেছি।

–মিস ক্যামেরন আপনার এ সমস্ত কাজ সম্বন্ধে জানেন?

–না, জানলে ও রাজি হত না। আমি ওকে সবসময় আগলে রাখতে চেয়েছি। এমন কী লারার জন্য আমি মরতেও পারি।

এতক্ষণ ধরে ম্যানচিনি হাওয়ার্ডকে প্রশ্ন করছিলেন। এবার হাওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল আপনি কীভাবে জানলেন যে, আমিই আসল অপরাধী?

.

পুলিশ হেডকোয়ার্টার। ক্যাপ্টেন জনসন আর ডিটেকটিভ ম্যানচিনি মুখোমুখি বসে আছেন।

জনসন জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি কী করে জানলেন মিঃ কেলার এসব ঘটনা ঘটিয়েছে?

ম্যানচিনি হাসলেন। বললেন–ছোট্ট একটা সূত্র থেকে আমার সন্দেহ শুরু হয়। জেসি শার অতীতের একটা ঘটনা। পুলিশ রেকর্ডে ছিল সতেরো বছর বয়সে জেসি চিকাগোর একটা বেসবল টিমে কয়েকটা জিনিস চুরি করে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সেই বেসবল টিমের সদস্য ছিল হাওয়ার্ড কেলার। খোঁজ নিয়ে জানলাম, দুজনে একই টিমের প্লেয়ার ছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ওরা।

ম্যানচিনি বলতে থাকেন–এই জায়গাতে হাওয়ার্ড হেরে গেল। কারণ আমি যখন জেসির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন ও বলেছিল, জেসি বলে কাউকে চেনে না। এরপর আমি চিকাগোর সানটাইমস নামে একটা কাগজের স্পোর্টস এডিটরের সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রলোক আমার বন্ধু। ওরা যখন খেলত, তখন ওই বন্ধুটি সাংঘাতিক ছিল। নাম বলা মাত্রই চিনতে পারল। এবার আর সমস্যা রইল না। ক্যামেরন এন্টাপ্রাইজে হাওয়ার্ড জেসিকে নিয়ে আসে। অবশ্য লারার অনুমতি নিয়ে। লারা ক্যামেরন জেসিকে হয়তো কোনোদিন দেখেন নি।

জনসন বললেন–বাঃ, চমৎকার সমাধান। কিন্তু এর পরেরটা?

ম্যানচিনি মাথা নাড়লেন–আমি যদি হাওয়ার্ড কেলারকে ধরতে না পেরে মিস ক্যামেরনের পেছনে ছুটতাম, তাহলে সমস্যার সমাধান পেয়ে যেতাম।

–কী করে? ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন।

ম্যানচিনি বললেন–সেক্ষেত্রে হাওয়ার্ড আমার কাছে এসে সবকিছু স্বীকার করত।

–কেন?

–ফিলিপকে যেমন লারা উন্মাদের মতো ভালোবাসেন, হাওয়ার্ডও তেমনি লারা ক্যামেরনকে ভীষণ ভালোবাসে। লারার কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারত না।

–তোমার মস্তিষ্ককে অসংখ্য ধন্যবাদ ডিটেকটিভ।

ম্যানচিনি একথার জবাব না নিয়ে মৃদু হাসলেন।

.

লারার পৃথিবীটা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। হাওয়ার্ড যে এরকম কাজ করতে পারে তিনি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারেন নি। কিন্তু সবটাই করেছে লারাকে বাঁচানোর জন্য। লারাকে খুশি করার জন্য। লারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ইন্টারকমে ক্যাথির কণ্ঠস্বর–গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মিস ক্যামেরন। আপনি তৈরি?

লারাকে রেনোতে যেতেই হবে। আজই হিয়ারিং ডেট।

লারা বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট বাদে ফিলিপের ফোন বেজে উঠল। ক্যাথি বলল, লারা তো নেই। একটু আগেই উনি রেনোতে রওনা হয়ে গেলেন। আজ হিয়ারিং ডেট।

ফিলিপের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। লারাকে একটিবার দেখার জন্য সে পাগলের মতো হয়ে গেছে। সে বলল–ক্যাথি, তুমি যখন ওর সঙ্গে কথা বলবে, তখন জানিও আমি এখানে আছি। আমি এখানেই ওর জন্য অপেক্ষা করছি।

ফিলিপ রিসিভার নামিয়ে রাখল। লারার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। দশ মিনিট বাদে বলল–এলারবি, তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছি।

–কী কথা?

–তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি। আমি নিউইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাই। শিক্ষকতা করতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

–অধ্যক্ষকে তোমার কথা জানাব।

এলারবি ফোন রেখে দিল। ফিলিপ রিসিভারটা রেখে চারদিকে তাকাল। কী একটা অদ্ভুত শূন্যতাবোধ তখন ক্রমশই তাকে গ্রাস করছে।

.

লারা মিঃ টেরি হিলকে জিজ্ঞাসা করল–টেরি, ওরা আমার কী করতে পারে?

টেরি ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল–ওরা অনেক কিছুই করতে পারে। এমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, আপনি নির্দোষ। সেক্ষেত্রে আপনি ক্যাসিনো ফেরত পেতে পারেন। আর যদি আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয়, তাহলে সর্বনাশ, ক্রিমিনাল চার্জে আপনার জেলও হতে পারে। কিছুই করা যাবে না।

বাবার কথা মনে পড়ে গেল লারার-লারা, ভাগ্যের বিরুদ্ধে জেতা অসম্ভব। সব কিছুই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।

লারা সামনের দিকে তাকাল। তারপর বিচার কক্ষে ঢুকে পড়লেন। জুরিরা গম্ভীরমুখে পাশাপাশি বসে আছেন। লারা ওদের মুখোমুখি বসলেন। টেরি পাশে বসেছে। এবার শুনানির পালা শুরু হবে।

চার ঘন্টা ধরে শুনানি চলেছে। ক্যামেরন প্লেস হোটেল আর ক্যাসিনোর ব্যাপারে লারাকে নানারকম প্রশ্ন করা হল। হিয়ারিং রুম থেকে তারা বেরিয়ে এলন। টেরি হিল লারার হাত দুটো চেপে ধরে বলল–আপনার তুলনা নেই মিস ক্যামেরন। আপনার বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর প্রমাণ নেই। আপনি বোধহয় মুক্তি পাবেন।

জুতোর শব্দে লারা পেছন ফিরে তাকাল। অ্যান্টি চেম্বার থেকে পল মার্টিন বেরিয়ে আসছেন। লারা ওনাকে আসতে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছেন।

টেরি হিল অস্ফুটস্বরে বললেন–উনিও এসেছেন দেখছি। ওনার ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। আচ্ছা, মিস ক্যামেরন, একটা কথা সত্যি করে বলবেন? ওনার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী রকম? উনি আপনার ভালো চাইবেন তো?

লারা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল–আমি পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

টেরি বলল–পল মার্টিন যদি আপনার বিরুদ্ধে রায় দেন, তাহলে আপনার জেল অনিবার্য। শেষ হয়ে যাবনে আপনি।

লারা দেখল পল আপন মনে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। লারা মৃদু স্বরে বলল–আমি শেষ হয়ে যাব ঠিক কথা। কিন্তু আমার সঙ্গে পল নিজেও শেষ হয়ে যাবে, তাও আমি জানি।

টেরি বলল–উনি কি আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারেন?

–তা জানি না।

লারা নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিলেন।

পল মার্টিন এগিয়ে এলেন। লারাকে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন–আরে লারা, শুনলাম তোমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না?

কিন্তু পলের কণ্ঠস্বরে দুঃখ ঝরে পড়ছে না কেন?

আবার পল বললেন–তোমার জন্য সত্যি আমার কষ্ট হয়।

হাওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে গেল লারার সাবধান লারা, পল একজন, সিসিলিয়ান। ওরা কখনো কিছু ভোলে না। জীবনে কখনো কাউকে ক্ষমা করে না।

এখন কী বলা উচিত, লারা বুঝতে পারলেন না।

পল বললেন–লারা, এখন আমি চলি।

কিছুটা এগোতেই লারা ডাকলেন–পল?

–কিছু বলছো?

–তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন পল। তারপর বললেন–ঠিক আছে। সামনের করিডরটা ফঁকা। পল বললেন, তাহলে ওখানে চলল। ওখানে গিয়ে কথা বলা যাক।

ওঁরা দুজন এগিয়ে গেলেন, একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘরটা ফাঁকা ছিল। টেরি ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল। টেরি ভাবল, দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

.

কীভাবে শুরু করবে, লারা ভেবে পাচ্ছেন না।

পল জিজ্ঞাসা করলেন–বলো, কী বলতে চাও?

–আমি তোমার সাহায্য চাই।

–কীভাবে?

লারার বুক থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। লারা বলল, তুমি আমাকে অনেক শাস্তি দিয়েছে, আমাকে দেখে তা বুঝতে পারছো কি?

পল মার্টিনের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে নিস্পৃহতা। পাথরের মতো মুখ। অভিব্যক্তিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই।

লারা বলল–এক সময় আমরা দুজনে চমৎকার বন্ধু ছিলাম, তাই নয় কি? ফিলিপ ছাড়া তুমি সেই পুরুষ যে, আমার কাছে অনেকখানি। তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তোমাকে আমি সত্যি সত্যি আঘাত করতে চাইনি। তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

পরিস্থিতি ভারী হয়ে উঠেছে। লারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন–আমি জানি, তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে শেষ করে দিতে পারো। তুমি কি তাই চাও? আমাকে জেলে পাঠিয়ে সুখে থাকতে পারবে তো?

লারা আবার বলল–পল, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, আমাকে তোমার শত্রু ভেবে না।

পল তখনো চুপ করে আছেন।

লারা আবার বলল–তুমি আমাকে ক্ষমা করো। লড়াই করে করে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি পল, এই লড়াইতে তুমি জিতেছে, আমি হার স্বীকার করছি।

শেষ পর্যন্ত লারা আর পারলেন না। কান্নায় আটকে গেল।

পল দরজা খুলে দিলেন। সামনে বেলিফ দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার মার্টিন, জুড়িরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

পল লারার দিকে তাকালেন। কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। লারার মনে হল, ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে।

টেরি লারার সামনে এসে হাজির হল। বলল–এখন সব ঈশ্বরের হাতে। অপেক্ষা করা। ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

.

অপেক্ষার প্রহর শুরু হল। লারার মনে হল, এটা বুঝি অনন্তকাল। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। পল বেরিয়ে এলেন হিয়ারিং রুম থেকে। দুচোখে ক্লান্তির ছাপ, যেন আরো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। পল পায়ে পায়ে লারার দিকে এগিয়ে এলেন। পল মৃদুস্বরে বললেন–লারা, আমি তোমাকে কখনো ক্ষমা করব না। তুমি দিনের পর দিন আমাকে বোকা বানিয়েছে। কিন্তু–

পল কথা শেষ করলেন না। একটু থেমে আবার বললেন–আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় তোমারই দেওয়া। চোখ বন্ধ করলে আমি সেই সুন্দর দিনগুলোর কথা ভাবি। তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ নারী। আমি তোমার কাছে কোনো একটা ব্যাপারে অভয় দিয়েছিলাম। তোমার মনে আছে কিনা জানি না। ওদের আমি কিছু বলিনি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

লারার দিকে তাকালেন পল। লারার চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। লারা বলল পল, তোমাকে আমি কীভাবে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।

–মনে করো, এটা তোমার জন্মদিনের আগাম উপহার। চলি, কেমন?

পল চলে গেলেন। জন্মদিনের উপহার? জন্মদিনের পার্টির ব্যাপারটা লারা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন। শ-দুয়েক অতিথি ম্যানহাটন ক্যামেরন প্লাজাতে অপেক্ষা করছেন। লারা। টেরি হিলকে বললেন, আজ রাতেই, আমরা নিউইয়র্কে যাব ওখানে একটা মস্ত বড়ো পার্টি আছে।

টেরি হিল হিয়ারিং রুমের দিকে এগিয়ে গেল। পাঁচ মনিট বাদে ফিরে এল। বলল–মিস ক্যামেরন, আপনি নিউইয়র্ক যেতে পারবেন। জুরিরা আগামীকাল সকালে রায় ঘোষণা করবেন। আপনি আবার ভোর রাতে এখানে ফিরে আসবেন। মিঃ মার্টিন সত্যি কথা বলেছেন, জুরিদের কাছে উনি কিছুই বলেননি।

লারার অন্তরটা আনন্দে ফেটে পড়তে চাইছে। চুড়ান্ত সংযম দেখিয়ে লারা স্বাভাবিক থাকলেন। আধঘন্টা পর লারা নিউইয়র্কের পথে রওনা হলেন।

.

গ্র্যান্ড বলরুমের মাঝখানে লারা দাঁড়িয়ে ছিল। হলঘরটা একেবারে ফাঁকা। অতীতের দিকে লারা ফিরতে থাকলেন। গ্রেস বে-থেকে সিন ম্যাক অ্যালিস্টার, চিকাগোর চার্লস কোহন, নিউইয়র্কের পল মার্টিন, সবশেষে ফিলিপ অ্যাডলার–একটির পর একটি সাফল্যের ইতিকথা! দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লারা। কেউ পাশে নেই কেন?

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। লারা? কে ডাকছে? লারা পেছনের দিকে তাকল। জেরি টাউনসেন্ডকে দেখা গেল। জেরি টাউনসেন্ড বলল–কারলোসের কাছে শুনলাম, তুমি এখানে বার্থ-ডে পার্টির ব্যাপার এসেছে, আমি দুঃখিত।

লারা জিজ্ঞাসা করল–কী হয়েছে?

–হাওয়ার্ড তোমায় কিছু বলেনি?

–না তো! কী ব্যাপার?

–আমাদের খারাপ অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমরা শেষপর্যন্ত পার্টি ক্যানসেল করে দিয়েছি।

বিরাট সাজানো গোছানো হলঘরটাকে শেষবারের মতো লারা দেখে নিলেন। তারপর বললেন–জেরি, আমি এখানে পনেরো মিনিট ছিলাম, তাই না?

–কিছু বলছো? জেরি অবাক।

–না, কিছু না। লারা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। এই বিশাল অট্টালিকা আর কোনদিন আমার হাতে আসবে না। হাওয়ার্ডের কাছে আমি সব কিছু শুনেছি। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

লারা মাথা নাড়িয়ে বলল, জেরি, আমি এসব কিছুর জন্য দায়ী।

–এটা কোনোমতেই আপনার ত্রুটি নয়।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জেরি বলল–আমি দুঃখিত লারা–এখন চলি, ব্যস্ত আছি।

জেরি টাউনসেন্ড চলে গেল। লারা একাই এগোতে থাকলেন। নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে তার। সব শেষে উনি কনফারেন্স রুমে ঢুকে পড়লেন।

একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়ল লারার পেলব ঘাড়ের ওপর। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল পল দাঁড়িয়ে আছে। লারা পলের দু-বাহুর বাঁধনে ধরা পড়েছে। এই মুহূর্তে দুজন দুজনকে আরো কাছে পেতে চাইছে। লারার রক্তিম ঠোঁট জোড়া পলের উষ্ণ ঠোঁটের মধ্যে বন্দিনী হয়েছে। লারার এই প্রথম মনে হল, পৃথিবীতে সত্যিকারের সুখী নারী যদি কেউ থাকে,

তাহলে সে নিজে। আর, তখন ফিলিপের মুখখানা? না, চোখ বন্ধ করল লারা। কোথাও ফিলিপের অস্তিত্ব দেখতে পেল না। নিজের কাছে এই প্রথম হেরে গেল সে!